উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শিলিগুড়ি ১৮ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার ৪.০০ টাকা 1 April 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

জলে গেল ১৬ বলের ধোনি ধামাকা

▶▶ বারোর পাতায়

ইন্ডিয়া মঞ্চে উত্তরণ সুনীতার

▶▶ সাতের পাতায়

জলপাইগুড়ি শহর এবং ময়নাগুড়িতে যে বিধ্বংসী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা সাধারণ ঝড়ের ফল নয়। রীতিমতো টর্নেডো। রবিবারের ঝড়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে টর্নেডোর তত্ত্বেই সিলমোহর পড়ে। টর্নেডো সবসময়ই একটি সংকীর্ণ এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়।

রবিবারও ঝড়ের দাপট নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। আরও একটি কারণ হল, তিস্তার ওপারে গিয়ে গতি বৃদ্ধি। জলপাইগুড়ি শহর বা পাহাড়পুরে যখন ঝড়টি ছিল, তখন তার যা গতি ছিল, তার থেকে বেশি গতি হয় ময়নাগুড়ি পৌঁছানোর পর। অর্থাৎ তিস্তার থেকে জলীয় বাষ্প পেয়ে যাওয়ায় ঝড়ের গতি বা তীব্রতা বেড়ে যায়।

▶▶ বিস্তারিত আটের পাতায়

দুর্যোগের বলি ৪

উত্তরবঙ্গে এলেন মুখ্যমন্ত্রী ● আজ আসছেন রাজ্যপাল

জলপাইগুড়ি মেডিকেলে আহতর সঙ্গে কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

হাজার দেড়েক বাড়ি তছনছ, জখম ২০০

সৌরভ দেব ও অভিরূপ দে

জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, ৩১ মার্চ : রবিবার কয়েক মিনিটের ঝড়ে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা লন্ডভন্ড হয়। ঝড়ে গাছ পড়ে চারজনের মৃত্যু হয়। মৃতেরা হলেন যোগেন রায় (৭২), সমর রায় (৬৪), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ সরকার (৫২) এবং অণিমা বর্মন (৪৫)। প্রায় ২০০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের অধিকাংশকেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ঝড়ে আহত বেশ কয়েকজন ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালেও ভর্তি রয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনই কলকাতা থেকে বিমানে উত্তরবঙ্গে পৌঁছান। সোমবার জলপাইগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা হওয়ার কথা ছিল। সেটি বাতিল হয়েছে। জলপাইগুড়ির পরিস্থিতির কারণে রাজ্যপালের নির্দেশে রাজভবনে একটি বিশেষ সেল খোলা হয়েছে। রাজ্যপাল সোমবার জলপাইগুড়িতে আসবেন, ঘটনাস্থলের পাশাপাশি হতভাগ্যদের বাড়ি যাবেন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও ঘটনাস্থল সম্পর্কে খোঁজখবর করা হয়েছে।

মৃতদের মধ্যে যোগেন এবং সমর ময়নাগুড়ি ব্লকের পুঁটিমারি ও রাজারহাট এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। অণিমা সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহুতপাড়া এবং দ্বিজেন্দ্র চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায় দিদির বাড়িতে এসেছিলেন। আহতদের মধ্যে দুই শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাকা ও কাঁচা মিলিয়ে ৮০০-রও বেশি বাড়ি এদিন ভাঙা পড়ে। জেলার মধ্যে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ ও রাজারহাট এলাকায় ঝড়ে সব থেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'ঝড়ের ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।'

প্রকৃতির রোষ

- রবিবার কয়েক মিনিটের ঝড়ে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা লন্ডভন্ড
- ঝড়ে গাছ পড়ে চারজনের মৃত্যু, প্রায় ২০০ জন আহত, অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি
- পাকা ও কাঁচা মিলিয়ে ঝড়ে ৮০০-রও বেশি বাড়ি ভাঙা পড়েছে

প্রতিবেশী জেলা আলিপুরদুয়ারে প্রায় ৫০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোচবিহারে সেই সংখ্যাটা শতাধিক।

ঘড়িতে এদিন তখন প্রায় বেলা সাড়ে ৩টা। উত্তরের আকাশে কালো ঘনঘটা। মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মিনিটের ঝড়ে গোটা এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে। সেনপাড়া এলাকায় গাছে চাপা পড়ে থাকা ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে দমকল ও কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেনপাড়ার বাসিন্দা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের দিদি স্মৃতিকণা সরকার বলেন, 'দুপুরে খাওয়ার পর ভাই তিস্তার বাঁধের রাস্তা ধরে হাঁটছিল। সেই সময় একটি বড় বট গাছ ভাইয়ের ওপর ভেঙে পড়ে।' অণিমা মাঠ থেকে গোরু আনতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্য অচিন্ত্য বর্মন বললেন, 'ঝড়ের সময় বৌদি পাশের একটি মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময় মন্দিরের ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়লে তিনি চাপা পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।' ময়নাগুড়ির যোগেন এবং সমর ঝড়ের সময় ঘরের ভেতর ছিলেন। ঝড়ে তাঁদের দুজনের ঘর ভেঙে পড়লে তাঁরা চাপা পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

মধ্যরাতে দুর্গতদের পাশে মমতা

সৌরভ দেব ও খোকন সাহা

৩১ মার্চ : তখন মধ্যরাত। অন্যান্য দিন হলে এতক্ষণে বর্মনবাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। সকলে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে রবিবারের ব্যাপারটা আলাদা। এদিন দুপুরে কয়েক মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে গোটা পরিবারই। টর্নেডোয় গাছ ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে অণিমা বর্মনের। শোকের ভারী বাতাস ঘিরে ছিল পাহাড়পুরের সেই বাড়িটিকে। এদিকে, রাতেই খবর পেয়ে অণিমাদের বাড়িতে পেছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃতার ছেলের পাশে বসে মনকে শান্ত করার পরামর্শ দিলেন। আশ্বাস দিলেন, তাঁর পড়াশোনা যাতে অব্যাহত থাকে, সেদিকে নজর রাখবেন তিনি নিজে।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে রাত ১১টা নাগাদ এসে নামে চার্টার্ড বিমান। সেখান থেকে সড়কপথে সোজা পাহাড়পুরে। মুখ্যমন্ত্রী যে সরাসরি তাঁদের বাড়িতে চলে আসবেন, সেকথা ভাবতে পারেননি অণিমার ছেলে অরুণ। এদিন মমতার সঙ্গে ছিলেন অরূপ বিশ্বাস, সৌরভ চক্রবর্তী, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের মতো এক ঝাঁক নেতা-নেত্রী। এছাড়া ছিলেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, জেলা শাসক শামা পারভিনের মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। গভীর রাতে একসঙ্গে এতজনকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন অরুণ। সেখানে প্রায় মিনিট দশেক ছিলেন মমতা। তারপর রওনা দেন জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্দেশে। সেখানেই ছিলেন আরেক মৃত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ সরকার। চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা দ্বিজেন্দ্র দিদির বাড়ি বেড়াতে এসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়ে গিয়েছেন এদিন দুপুরেই।

নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হয়ে গিয়েছে। তাই এখনই সরাসরি কোনও সাহায্য ঘোষণা করলে বিধির গেরোয় আটকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেকথা মুখ্যমন্ত্রী বিলক্ষণ জানেন। তাই মমতা বলেন, 'আপাতত প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াবে। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর কীভাবে সংস্কার করা যায়, দেখে নেবে। দায়িত্বশীল গণতন্ত্রে এটাই প্রশাসনের কাজ।' ভোট মিটলে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। জলপাইগুড়িতে ঝড়ে জখম একজনকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ও একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

যাঁরা টর্নেডোর শিকার

যোগেন রায় (৭২)
পুঁটিমারির বাসিন্দা

সমর রায় (৬৪)
রাজারহাটের বাসিন্দা

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ সরকার (৫২)
চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা। জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায় দিদির বাড়িতে এসেছিলেন

অণিমা বর্মন (৪৫)
পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা

❝ আপাতত প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াবে। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর কীভাবে সংস্কার করা যায়, দেখে নেবে। দায়িত্বশীল গণতন্ত্রে এটাই প্রশাসনের কাজ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

খোজাখুজি

বিধি ভাঙছে নির্বাচন কমিশনই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর আদর্শ নির্বাচনি বিধি চালু হয়ে গেলেও কেন্দ্র সরকারের গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক একশো দিনের কাজের প্রকল্পে ২০২৪-'২৫ অর্থ বছরে নতুন মজুরি ঘোষণা করেছে। যে কোনও স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই বিষয়টি হতবাক করবে।

এতদিন সংবিধান স্বীকৃত যেসব বিধিনিষেধের কথা শুনে এসেছে পাঁচ পাবলিক, শুনে এসেছে এটা করা ঠিক ওটা করা অন্যায়। সেসব বিধিনিষেধকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে শাসক তার মর্জিমতো যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতা অর্জন করেছে - এটা ভেবেই এখন মাথায় হাত পড়বে পাঁচ পাবলিকের। সেই ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই আমরা পাঁচ পাবলিক দেখে এবং শুনে এসেছি একটা কথা। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর আদর্শ নির্বাচনি বিধি চালু হয়ে গেলে, কোনও সরকারই কোনও নতুন প্রকল্প বা আর্থিক ঘোষণা করতে পারবে না। প্রথমাবধিই এই বিধিনিষেধটি আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন।

সেই থেকে এখনও পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি, মোরারজি দেশাই, রাজীব গান্ধি, অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং অবধি কোনও প্রধানমন্ত্রীর আমলেই নির্বাচন কমিশনের এই বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস কোনও সরকারই দেখায়নি। এই প্রথম পাঁচ পাবলিক দেখল কেন্দ্রে এমন একটি সরকার এখন ক্ষমতায় রয়েছে যারা আইন বা সংবিধান কোনও কিছুরই পরোয়া করছে না। তারা মনে করছে, তাদের সব কাজকে আইনসিদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়ার মতো মানুষ সব প্রতিষ্ঠানেরই শীর্ষে রয়েছে।

কেন্দ্রে যে দলটি এখন সরকার চালাচ্ছে তারা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে যা ইচ্ছা তাই করতেই পারে। কারণ তাদের কাছে ভোটে জেতার দায়টা অনেক বড়। এমনিতেই বলে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। এই তিনটিই তারা জয় করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের অনৈতিক কাজগুলি করার ছাড়পত্র তাদের দিচ্ছে কে? যারা দিচ্ছে তারা সম্ভবত শাসকদলের থেকেও দশগুণ বেশি অপরাধী।

আর ঠিক এখানেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কেন্দ্র সরকার বলছে নির্বাচন কমিশনের সম্মতি নিয়েই নির্বাচনি প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাওয়ার পরও এই ঘোষণা তারা করেছে।

এরপর আটের পাতায়

DESUN EXPRESS CLINIC
SILIGURI
মাত্র 4 ঘন্টার মধ্যে একই দিনে
ডাক্তার দেখান
রিপোর্ট পান
আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন পান
90 5171 5171

পদ্মফুলে বিমল-সুবাস

গুরুত্ব দিতে নারাজ অনীত

আবারও কাছাকাছি বিমল গুরুং ও রাজু বিস্ট। পাহাড়ে ফের নতুন অঙ্ক।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মোহভঙ্গ হতে সময় লাগল মাত্র সাড়ে তিন বছর। ফের বিজেপিতেই 'ফিরল' গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। রবিবার দলের সভাপতি বিমল গুরুং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকেই সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন। বিমলের দাবি, 'দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে রাজু বিস্ট এবার আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন।'

আগামী বুধবার বিস্টের মনোনয়নপত্র পেশের র‍্যালিতে চমক দেওয়ার ঘোষণাও করেছেন বিমল। বিস্টকে মোর্চার সমর্থনের বিষয়টি হালকাভাবেই নিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সভাপতি অনীত থাপা। তাঁর বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোর্চা পাহাড়ে বিজেপির সঙ্গেই ছিল। আমরা ওই জোটকে সব জায়গায় হারিয়েছি। ফলে বিমলরা কাকে সমর্থন করলেন তা আমাদের কাছে গুরুত্বহীন।' বিমলের সমর্থনের খবর পেয়ে রাজু বলছেন, 'বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে মোর্চা তৃণমূলের কাছে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আমাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। এই জন্য বিমলজিকে ধন্যবাদ।'

২০১৭ সালে পাহাড়ে হিংসাত্মক আন্দোলন করতে গিয়ে প্রচুর মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন মোর্চা প্রধান বিমল সহ দলের অন্য নেতা-নেত্রীরা। গ্রেপ্তারি থেকে বাঁচতে তিনি পাহাড় ছেড়ে পালিয়ে যান। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটেও বিমলরা অজ্ঞাতবাসে থেকেই ফের বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন। সেবার রাজু বিস্ট মোর্চার সমর্থন নিয়ে চার লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও বিজেপি রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে বা আইনি পথেও বিমলদের পাহাড়ে ফেরাতে কোনও পদক্ষেপ করেনি। অভিযোগ ছিল, সাংসদও সেই সময় বিমল ও রোশন গিরিদের থেকে দূরত্ব রেখে চলছিলেন।

এরপরেই বিমলরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ২০২১ সালের ভোটে তৃণমূলকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি এবং কয়েকটি আসন দখলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতা করে পাহাড়ে ফেরেন। সেদিনই বিমল ঘোষণা করেছিলেন, 'এনডিএর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেই তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলালাম।'

২০২১ সালের বিধানসভা ভোট থেকে শুরু করে পরবর্তী পঞ্চায়েত, পুরসভার ভোটেও বিমলরা গোহারা হেরেছেন। তৃণমূলের সঙ্গে থেকে পাহাড়ের হারানো মাটি ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়, সেটা বুঝেছেন গুরুং। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই না তৃণমূল, না বিজেপি অবস্থান নিয়েছিলেন। আবার উত্তরবঙ্গ নিয়ে আলাদা রাজ্য চেয়ে বিভিন্ন দল ও সংগঠনকে নিয়ে ইউনাইটেড ফোরাম তৈরি করেছেন। কিন্তু ভোটের আগে ফের ভোল বদল গুরুংয়ের। তৃতীয় ফ্রন্ট তৈরি করে প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনার কথা জনিয়েও শেষমেশ বিজেপিকেই সমর্থন করলেন তিনি। রবিবার দার্জিলিংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শেষে বিমল রাজু বিস্টকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু কোন শর্তে বিমল ফের বিজেপির হাত ধরলেন তা স্পষ্ট নয়।

রংবদল

- ২০১৯ সালে অজ্ঞাতবাসে থেকে ফের বিজেপিকেই সমর্থন মোর্চার
- এনডিএ জোটসঙ্গী হলেও বিমলদের ফেরাতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি বিজেপি
- ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা
- সাড়ে তিন বছর পর ফের বিজেপির সঙ্গে হাত মেলালেন মোর্চা সুপ্রিমো

একই দিনে মোদি-দিদি

নিউজ ব্যুরো

৩১ মার্চ : একেবারে সম্মুখসমর। লোকসভা ভোটের প্রচারে একই দিনে কোচবিহারে আসছেন মোদি ও মমতা। ৪ এপ্রিল বিকাল ৩টায় কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেদিনই মাথাভাঙ্গা মহকুমার গুমানিহাটে জনসভায় ভাষণ দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শীর্ষ নেতার এই কর্মসূচি ঘিরে কোচবিহারে পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। এরপর বালুরঘাটে সভা করার কর্মসূচি আছে মোদির। মমতাও বালুরঘাটে সভা করবেন ৬ এপ্রিল।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডারও পরের দুই সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে কয়েকটি কর্মসূচি আছে। লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের ৮টি আসনই ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। গত নির্বাচনে ৭টি পদ্মের ঝুলিতে গিয়েছিল। কিন্তু সারা ভারতে ৪০০ আসন জয়ের লক্ষ্যে এখন যত বেশি সংখ্যক আসন দখলে মরিয়া গেরুয়া শিবির। কিন্তু মমতা বিজেপিকে ওয়াক ওভার দিতে রাজি নন। কর্মসূচি থেকে পরিষ্কার, তিনিও আগামী দু'তিন সপ্তাহ উত্তরবঙ্গের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন।

উত্তরে নজর দুই শীর্ষ নেতার

বিজেপি, তৃণমূল দুই দলের কাছেই এবার কোচবিহারে প্রেস্টিজ ফাইট। সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে এনে বাজিমাত করতে মরিয়া উভয়পক্ষ। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সোমবারই এসপিজি'র টিম কোচবিহারে আসবে। রবিবার বিজেপি নেতৃত্ব রাসমেলা মাঠে সভাস্থল ঘুরে দেখে। দলের পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে।

একই দিনে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুমানিহাটে আসছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সমাবেশের জন্য তৃণমূলও জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে। এজন্য রবিবার গুমানিহাটে দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ৪ তারিখের পর ৫, ১২ ও ১৫ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে সভা করবেন।

প্রচারে পদ্মের বাড়তি পাওনা রামনবমী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : ভোটের মুখে রামনবমী। আর হিন্দুত্বের এই অস্ত্রে শান দিয়ে প্রতিপক্ষদের পিছনে ফেলতে এবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে গেরুয়া শিবির। কীভাবে হিন্দুত্বের জিগির তোলা যায়, সেই পরিকল্পনা বা ছক কষা হচ্ছে পদ্মের ঘরে। কিন্তু একসময় তৃণমূল পালটা শোভাযাত্রার আয়োজন করলেও এবছর এখনও পর্যন্ত তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ফলে ভোটের সময় রামনবমী নিয়ে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠছে গেরুয়া শিবির, তেমনই চিন্তায় পড়ছে রাজ্যের শাসকদল।

লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে খুলে দেওয়া হয়েছে রাম মন্দিরের দরজা। ভোটবাজারে নতুন করে উসকে দেওয়া হয়েছে হিন্দুত্বের জিগির। তার সঙ্গে এবার বিজেপির কাছে বড় পাওনা হয়ে উঠেছে রামনবমী। রামনবমীকে সামনে রেখে কীভাবে প্রচারের সমস্ত আলো নিজেদের দিকে টেনে আনা যায়, সেই ছক কষা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। যদিও এবারও শোভাযাত্রা হবে শ্রীরামনবমী মহোৎসব কমিটির ব্যানারে। কিন্তু গত ১৩ বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, ওই শোভাযাত্রার মূল উদ্যোক্তা বকলমে বিজেপিই। সে কারণে শোভাযাত্রার রাশ থাকে বিজেপি নেতৃত্বের হাতে।

রামনবমী এবং দার্জিলিং কেন্দ্রে নির্বাচনের মধ্যে ফারাক রয়েছে এক সপ্তাহ। ফলে দলীয় প্রার্থী রাজু বিস্টকে সামনে রেখেই শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রচারে ঝড় তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির।

শিলিগুড়ির রাজপথে রামনবমীর জৌলুস। -ফাইল চিত্র

বিজেপি সূত্রে খবর, যত বেশি সম্ভব লোক নিয়ে এসে শোভাযাত্রার বহর বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি মণ্ডল কমিটিকে। পাশাপাশি, রামনবমীকে সামনে রেখে এক সপ্তাহ আগে থেকে পাড়ায় পাড়ায় ধর্মীয় কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যা কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে শোভাযাত্রার আয়োজক শ্রীরামনবমী মহোৎসব কমিটির কর্মকর্তাদের বক্তব্যে। শনিবার কমিটির তরফে জানানো হয়, ১৪ এপ্রিল থেকে শহরের ২৬টি জায়গায় চলবে ভজন-কীর্তন। যেহেতু এবছর রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে, তাই তাঁরা এবার রামনবমীকে বিশেষ মাত্রা দিতে চাইছেন বলে জানান আয়োজকদের তরফে লক্ষ্মণ বনসাল।

এই পরিকল্পনায় স্পষ্ট, ভোটের মুখে মানুষের মনে রাম এবং সনাতন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস গেঁথে দিতে চাইছে বিজেপি। যদিও বিজেপি নেতা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের দাবি, 'রামনবমীর শোভাযাত্রা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির আবেগ।' সেইসঙ্গে তিনি বলছেন, 'শিলিগুড়ি শহরের রামনবমী শোভাযাত্রা ভারতের মধ্যে সেরা। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

রামনবমী নিয়ে শিলিগুড়িতে বিজেপির শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় কয়েক বছর আগে তৃণমূলের তরফেও পালটা শোভাযাত্রার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মূলত তখন তৃণমূলে থাকা নান্টু পালের দায়িত্বে শোভাযাত্রা হয়েছিল। কিন্তু দু'বছর চলার পর অর্থাৎ ২০১৯-এর পর আর এই ধরনের আয়োজন করা হয়নি তৃণমূলের তরফে। এবার যেহেতু ভোট, রাজ্যের শাসকদল কি ঘরে বসে থাকবে? দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী বলছেন, 'এখন পর্যন্ত শোভাযাত্রা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আমরাও বাড়িতে রামের পুজো করব।'

‘পদ্মকে হারাতে জোটে আছি’

ধুবুলিয়ায় ঘোষণা মমতার

নদিয়ার ধুবুলিয়ার জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহুয়া মৈত্র।

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

ধুবুলিয়া (নদিয়া), ৩১ মার্চ : রবিবারই দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের সভা হয়েছে। ওই সভা যখন চলছে, ঠিক তখনই নদিয়ার ধুবুলিয়ার জনসভা থেকে ইন্ডিয়া জোটকে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রাজ্যে কোনওরকম জোট যে হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সিপিএম-কংগ্রেস। সিপিএম ও কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানেই বিজেপিকে ভোট দেওয়া। ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছি। নামটাও আমার দেওয়া। ভোটের পরে কী হবে দেখা যাবে। কিন্তু এখানে সিপিএম-কংগ্রেসকে একটুও জমি ছাড়ব না। কিন্তু এটাও মনে রাখবেন, বিজেপিকে যেকোনও মূল্যে আমি আটকাব। কোনও সুযোগ বিজেপিকে নিতে দেব না। বিজেপি দাঙ্গাবাজদের পার্টি।’ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এই বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন ভোটের পর পরিস্থিতি তৈরি হলে তিনি বিজেপি বিরোধী শক্তিকেই সাহায্য করবেন। কিন্তু এই রাজ্যে সিপিএম এবং কংগ্রেসকে তিনি যে জমি ছাড়বেন না, তা জনসভা থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পর্যন্ত দাবি করেছেন, এবার এনডিএ ৪০০ আসন পাবে। বিজেপির এই দাবিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তোমরা ৪০০ কেন, ২০০ পাবে কি না ভাব। ৪০০ আসনই যদি পাওয়ার গ্যারান্টি থাকে, তাহলে সবার বাড়িতে সিবিআই, ইডি, এনআইএ, ইনকাম ট্যাক্স পাঠাচ্ছ কেন?’ কয়েকদিন আগেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। তাঁকে ইডি’র দিল্লি দপ্তরে তলবও করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘মহুয়ার বাবা কিছু জানেন না। কিন্তু তাঁর বাড়িতে চলে গিয়েছে সিবিআই। বিরোধীদের হেনস্তা করা হচ্ছে।’ দলীয় নেতা-কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, ‘ইডি-সিবিআই-আয়কর দপ্তর-এনআইএ ডাকলে আপনারা যাবেন না। চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিন আপনারা ব্যস্ত আছেন। নির্বাচনের পরে দেখা যাবে। শুধুমাত্র হেনস্তা করার জন্যই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে বিরোধীদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে বাংলার মানুষ এর জবাব দেবেন।’

এই বিষয়ে বলতে গিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ টানেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ভোটের আগে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কী ভেবেছে, কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে ভোটে জিতে যাবে? ওরা যোগ্য জবাব পাবে। কেজরিওয়ালের পরিবারের পাশে আমরা আছি। এখানেও বিজেপি বিরোধীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলা বিজেপির কাছে মাথা নত করবে না। বাংলায় তৃণমূল আছে বলে আপনারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী পাচ্ছেন। এখন বিজেপি বলছে ওরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবে। এতদিন দাওনি কেন? তৃণমূল থাকলে তবেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী পাবেন।’

নির্বাচন কমিশনের শোকজ সত্ত্বেও বেলাগাম দিলীপ

মহারাজা ভেবে অন্য মূর্তিতে মালা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৩১ মার্চ : কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সদস্য অমৃতা রায়কে এবার প্রার্থী করেছে বিজেপি। তাঁর বিপক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা আসনে লড়ছেন মহুয়া মৈত্র। বিজেপি অমৃতাকে কৃষ্ণনগরের ‘রাজমাতা’ বলে প্রচার চালাচ্ছে।

রবিবার কৃষ্ণনগর থেকে প্রচার শুরু করেই মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির রাজমাতা প্রার্থীকে নিয়ে নিশানা করে বলেন, ‘যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ইতিহাস ঘাঁটলে কিন্তু ওরা বিপদে পড়বে।’ রাজমাতা প্রার্থীকে নিয়ে এমন রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই এদিন আরেক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বর্ধমানের রাজা ভেবে তিনি রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠের মূর্তিতে মালা পরিয়ে দেন।

বর্ধমানের সোনাপট্টি এলাকায় রয়েছে বর্ধমানের এককালের রাজাদের বাড়ি। তার সামনে রয়েছে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ বনবিহারী কাপুরের মূর্তি। রবিবাসরীয় সকালে ভোটের প্রচারে বেরিয়ে দিলীপ সেখানে পৌঁছে যান। ওই মূর্তিটি বর্ধমান মহারাজা উদয়চাঁদের মূর্তি ভেবে তাতে মালা পরিয়ে দেন দিলীপ। এমনকি তিনি মহরাজা উদয়চাঁদ অমর রহে বলে স্লোগানও দেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে দিলীপ ভুল করছেন বুঝে দলের কয়েকজন তাঁকে সঠিকটা জানান। তখন দিলীপ বলেন, ‘এখানে আবার কাপুর এল কোথা থেকে?’ দিলীপ নিজের ভুল বুঝতে পারলেও তাঁর এই ভুল নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে।

বর্ধমানের মহারাজা ভেবে এই মূর্তিতেই মালা পরিয়েছেন দিলীপ ঘোষ, যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। রবিবার। -সংবাদচিত্র

এ ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাসের বক্তব্য, ‘উনি বর্ধমানের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যিনি গোরুর দুধে সোনা খুঁজে পান তাঁর কাছে এটাই স্বাভাবিক। ওরা বাংলার মনীষীদের চেনেন না। এই সব ভুল আরও সহ্য করতে হবে বর্ধমানের মানুষদের।’

এদিকে, ইতিহাস গবেষক সর্বজিৎ যশ জানান, বনবিহারী কাপুর জ্যোতিষী ছিলেন। পূর্ব বর্ধমানের গলসির কাছে তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁর ছেলে বিজয়চাঁদকে দেখে রাজা আফতাবচাঁদের স্ত্রীর দত্তক নেওয়ার ইচ্ছে জাগে। বিনিময়ে রাজ এস্টেট দেখাশোনার দায়িত্ব পান বনবিহারী। বিজয়চাঁদের জন্ম ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁকে রাজা হিসেবে বসানো হয় ১৮৮৭ সালে আফতাবচাঁদ মারা গেলে। তখন তিনি নাবালক। এইসময় রাজবাড়ির এস্টেটে দেখাশোনা করতেন বনবিহারী। তাঁর মৃত্যুর পর রাজবাড়ি চত্বরে তাঁর একটি মূর্তি বসানো হয়। তাঁর নামে বর্ধমানের প্রথম ফুটবল কাপ চালু হয়। ১৯৪৩ সালে রাজা হিসেবে অভিষেক হয় বিজয়চাঁদের পুত্র উদয়চাঁদের। রক্তের সম্পর্কে বনবিহারী কাপুর তাঁর দাদু।

‘মুখ্যমন্ত্রী স্টিকারটা কবে খুলবেন’

বর্ধমান, ৩১ মার্চ : প্রার্থী হয়ে ভোটের প্রচারে নেমেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে অসংসদীয় মন্তব্য করে বসেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সেজন্য তাঁর দল এমনকি নির্বাচন কমিশনও তাঁকে শোকজ করেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও দিলীপের নিশানায় যে সেই মমতাই রয়ে গিয়েছেন, সেটা রবিবার আরও একবার প্রকাশ পেল দিলীপের কথায়। মুখ্যমন্ত্রীর কপালে আঘাত লাগার জায়গায় থাকা ব্যান্ডেজকে এদিন তিনি ভোটের ‘রেসিপি’ বলে কটাক্ষ করেন।

রবিবাসরীয় সকালে বর্ধমানের সোনাপট্টি বটতলায় চা চক্রে যান দিলীপ। মুখ্যমন্ত্রীর এদিন থেকে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা সাংবাদিকরা দিলীপকে মনে করিয়ে দিতেই তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘উনি এতদিন প্রচারে নামেননি কেন? উনি মাথার স্টিকারটা কবে খুলবেন? ভোট শেষ হওয়ার আগে না পরে?’ তিনি আরও বলেন, ‘ভোটের আগে চোট- এটাই ওনার ভোটের ‘রেসিপি’। হাত-পা ভাঙবে, মাথা ভাঙবে, কোথাও না কোথাও চোট লাগবে।’ এবার আর ‘ইমোশনাল’ ভোট হবে না বলে দিলীপ জানান।

যদিও দিলীপের এহেন মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ‘দিলীপ শোধরানোর লোক নন। বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারা ইভিএমে ওনাকে শোধরানোর রাস্তা দেখিয়ে দেবেন।’ এছাড়া তিনি কুণাল ঘোষ, মালা রায় ও সৌগত রায়কেও কটাক্ষ করেন।

সংখ্যালঘু ও অবাঙালি ভোটই লক্ষ্য সায়রার

রিমি শীল

কলকাতা, ৩১ মার্চ : শ্বশুরমশাই ছিলেন বাম জমানায় বিধানসভার অধ্যক্ষ। স্বামীও বাম ঘরানার। প্রয়াত হাসিম আবদুল হালিমের পুত্রবধূ তথা ডাক্তার ফুয়াদ হালিমের স্ত্রী সায়রা শাহ হালিম কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে এবার বামেদের তুরুপের তাস। ২০১৮ সালে এরাজ্যে বেশ খানিকটা ঘর গুছিয়ে নিয়েছে বিজেপি। হঠাৎ করেই বাংলায় এই দলের রাজনৈতিক উত্থান দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, বামের ভোট রামে যাওয়াতেই আখের গোছাতে পেরেছে গেরুয়া শিবির। রবিবার চাঁদিফাটা রোদে প্রচারে বেরিয়ে রামের ভোটব্যাংক থেকে হারানো ভোট পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাই করলেন সায়রা। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের ঝুলিতে যাওয়া সংখ্যালঘু ভোটও কাছে টানার মরিয়া চেষ্টা চালালেন তিনি।

সকাল ১০টায় গার্ডেনরিচ এলাকার এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লা ঘুরে বেড়ালেন তিনি। কখনও হুডখোলা জিপে সংখ্যালঘুদের কাছে, কখনও পায়ে হেঁটে অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকার দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছোলেন সায়রা। তাঁকে দেখে মুষ্টিবদ্ধ হাতে অনেককেই অভিবাদন করতে দেখা গেল। বোঝা গেল, এখনও অনেকের হৃদয়ে বামপন্থা রয়েছে। আর সেই ভোট কুড়ানোর তাগিদেই তপ্ত কলকাতার রাজপথে ঘুরছেন সায়রা।

হাতে মালা নিয়ে ৯-১০ বছরের এক শিশুকে ছুটে আসতে দেখেই জিপ থেকে নেমে মালা পরলেন তিনি। গার্ডেনরিচ এলাকায় সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি নানা ভাষাভাষীর মানুষ থাকেন। সেই ভোট ফেরাতেই আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন প্রার্থী। তবে কটূক্তিও পিছু ছাড়েনি। সিপিএমের অফিসের পাশেই চায়ের দোকান। সেখান থেকে আওয়াজ ভেসে এল, ‘এদের সংগঠনটা এখনও আছে বটে, কিন্তু ভোট নেই। এখানে আসল লড়াই তো বিজেপি আর তৃণমূলে।’ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পাশেরজন বললেন, ‘তবে সন্দেশখালিতে যা ঘটেছে, তা মানবতার লজ্জা।’

ভোটের প্রচারে বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। রবিবার দক্ষিণ কলকাতায়।

দক্ষিণ কলকাতায় মূলত সংখ্যালঘু ও অবাঙালি মানুষের বসবাস। বন্দর এলাকা, কসবা সংখ্যালঘু ভোট জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ কলকাতাকে তৃণমূলের গড় বলা হয়। এই সংখ্যালঘু ভোটই তৃণমূলের জয়ের বড় ফ্যাক্টর। ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ বিধানসভায় বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের বসবাস। ওইসব এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে বিজেপি।

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে দক্ষিণ কলকাতায় বামেদের ক্ষয় হয়। এই কেন্দ্রের অবাঙালি ও সংখ্যালঘু ভোট আত্মস্থ করে তৃণমূল ও বিজেপি। ১৬.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে আসে বামেরা। উনিশের লোকসভা ভোটে তা কমে ৮ শতাংশে ঠেকে। এবার নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের বদলে বামেদের প্রার্থী সায়রার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তুলনায় কম। একুশের বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে লড়াই করে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। এবার তাঁর বিরুদ্ধে পোড়খাওয়া রাজনীতিক মালা রায় তৃণমূলের প্রার্থী। ২০১৯ সালে ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন মালা। বিজেপির প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী আরএসএস থেকে উঠে আসা। ফলে সংগঠক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতাও নেহাত মন্দ নয়। তাই হারানো ভোটব্যাংক বামপ্রার্থী কতটা ফেরাতে পারবেন তা সময় বলবে। সায়রা শাহ হালিম বলেন, ‘তৃণমূল, বিজেপি সংখ্যালঘুদের উন্নতির কথা বললেও আদৌ কোনও উন্নতি তাদের জন্য করেনি। আশা করি এই কেন্দ্রের শিক্ষিত, সংখ্যালঘু মানুষ তৃণমূল ও বিজেপির আসল উদ্দেশ্য বুঝবেন।’

তৃণমূলের প্রচারে বিজেপি

কলকাতা, ৩১ মার্চ : ঝাড়গ্রাম আসনে তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সোরেনের প্রচারে শামিল বিজেপির সাংসদ কুনার হেমব্রম। সম্প্রতি দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেও সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেননি। এদিন ঝাড়গ্রামে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনি সভার মঞ্চে প্রার্থীর সঙ্গেই দেখা গেল তাঁকে। যা নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে। পদ্মের দাবি, কুনারের সারল্যের সুযোগে তৃণমূল তাঁকে ব্যবহার করছে। যদিও তৃণমূলের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি অজিত মাহাতো বলেছেন, ‘যুদ্ধে সবই সঠিক।’

শরিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটল না সিপিএমের

কলকাতা, ৩১ মার্চ : কংগ্রেস নিয়ে বামফ্রন্টের অন্দরে জোট জট অব্যাহত রইল। রবিবার বাকি আসনগুলিতে প্রার্থী ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু শরিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব না মেটায় এখনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে ব্যর্থ বামফ্রন্ট। ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি কোনওমতেই তাদের দীর্ঘদিনের আসন ছাড়তে রাজি হয়নি। ফলে এদিন বামফ্রন্টের বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

ফরওয়ার্ড ব্লকের পুরুলিয়া, আরএসপির জয়নগর, সিপিআইয়ের বসিরহাট আসন তাদের ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল সিপিএম। কংগ্রেস ও আইএসএফের দাবিদাওয়া পূরণ করতে শরিকদের আত্মত্যাগ করার জন্য আবেদন করে চলেছে সিপিএম। কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। চারবারের প্রার্থীতালিকায় এখনও পর্যন্ত ২৩টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে বামেরা। বিতর্কিত আসনগুলি নিয়ে কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি।

সূত্রের খবর, এদিন ফরওয়ার্ড ব্লককে বৈঠকের জন্য জানানো হলেও তারা কেউ উপস্থিত হয়নি। এমনকি বৈঠকে সিপিআই বা আরএসপিরও কেউ আসেননি। ফলে এদিন আলোচনায় বসেনি ফ্রন্ট শরিকরা। কিন্তু বসিরহাট আসনটি সিপিআই ছেড়ে দিয়েছে সিপিএমকে। পুরুলিয়ায় ও কোচবিহারে বামেদের প্রার্থী ঘোষণার পরও কংগ্রেস তাদের প্রার্থী দিয়েছে। আবার রাজ্যে বামেদের সঙ্গে সমঝোতা করেও লড়তে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস। এই বিষয়টি নিয়েই নারাজ শরিকরা। পাশাপাশি আইএসএফের অতিরিক্ত দাবিদাওয়ার কারণে বামেদের সঙ্গে আলোচনা এখনও ফলপ্রসূ নয়।

বসিরহাট ছাড়ল সিপিআই

ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের তিনটি আসনে আমরাই প্রার্থী দেব। পারলে যে আসনগুলিতে বামফ্রন্টের প্রার্থী নেই সেখানেও প্রার্থী দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। তবে মুখোমুখি লড়াই কোনও আসনে হবে না।’ আরএসপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা আমাদের আসন কোনওমতেই ছাড়ব না।’

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় অগ্রগতি। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। বৃষ : বাবার শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। দূরের কোনও প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। মিথুন : সঞ্চয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। কর্কট : মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মেয়ের পরীক্ষার ফলে খুশি থাকবেন। সিংহ : ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। সন্তানের শরীর নিয়ে সামান্য চিন্তা থাকবে। কন্যা : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অফিসে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তুলা : হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। কেউ আপনাকে মিথ্যা বলে প্রতারণা করতে পারে। বৃশ্চিক : বারবার যে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই কাজ আজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন। চোখের দুর্ভোগ। ধনু : কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে দারুণ কাটবে। আজ নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। মকর : হঠাৎ নতুন সুযোগ আসতে পারে চাকরির ক্ষেত্রে। বাবার পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। কুম্ভ : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। পেটের অসুখে সমস্যা। মীন : পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। সংসারে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ চৈত্র, ১৪৩০, ভাঃ ১২ চৈত্র, ১ এপ্রিল ২০২৪, ১৮ চ’ত, সংবৎ ৭ চৈত্র বদি, ২১ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।৪৯। সোমবার, সপ্তমী অপরাহ্ন ৪।৩৪। মূলানক্ষত্র রাত্রি ৭।৬। বরীয়ানযোগ অপরাহ্ন ৪।৫১। ববকরণ অপরাহ্ন ৪।৩৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।৫৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৭।৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, অপরাহ্ন ৪।৩৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, অপরাহ্ন ৪।৩৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৬ গতে ৮।৩৮ মধ্যে ও ২।৪৫ গতে ৪।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৩ গতে ১১।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, অপরাহ্ন ৪।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, অপরাহ্ন ৪।৫১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৪৯ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-অপরাহ্ন ৪।৩৪ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন, অপরাহ্ন ৪।৫১ মধ্যে বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অপরাহ্ন ৪।৩৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। ইং-পর্ব-ইস্টার মণ্ডে। ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব দিবস। শান্তিপুর বাবলায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সপ্তমদোলোৎসব ও মেলা। আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বরে আনন্দময়ী আশ্রমে শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দ পরমহংসদেবের আবির্ভাব তিথি ও পুজো। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

I, Asha Uraon Barla, W/o Salikram Uraon, resident of Vill & PO : Madhu T.G, PS : Kalchini, Dist: Alipurduar. My name is wrongly recorded as Asha Uraon in my SBI Bank A/C No. 35415394697. Hence by affidavit on 14.03.24 at LD 1st Class JM Court, Alipurduar, I declare that Asha Uraon Barla & Asha Uraon is one and same identical person. (C/110009)

●

05-03-24 By Notary Affidavit at Siliguri Court. I Chhatu Sah, S/o Rambilas Sha declare that Chhatu Sah & Telia Sah are same person. (C/110250)

●

18-03-24 By Notary Affidavit at Siliguri Court. I Ranjan Das, S/o Niranjan Das declare that Ranjan Das & Cranjan Das are same person. (C/110250)

●

I, Salikram Barla Uraon, S/o Gamdra Barla Uraon, resident of Vill & PO: Madhu T.G., PS: Kalchini, Dist: Alipurduar. My name is wrongly recorded as Salikram Uraon in my SBI bank A/C No. 31046922910. Hence by affidavit on 14.03.24 at LD 1st Class JM Court, Alipurduar, I declare that Salikram Barla Uraon & Salikram Uraon is one and same identical person. (C/110008)

কর্মপ্রার্থী

চা-বাগানে, ফ্যাক্টরিতে কম্পাউন্ডার বা সহ-চিকিৎসক হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে ২৭ বছর ধরে। বেতন উল্লেখ করে যোগাযোগ করুন - 9734074242. (C/110245)

হারানো-প্রাপ্তি

উত্তম কুমার আচার্য, মধ্য শান্তিনগর, শিলিগুড়ি। মাঝবয়সি এই ব্যক্তিকে যদি কোনও সহৃদয় খুঁজে পান, তবে এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। মোঃ- 8513078947/ 8759162216. (C/113112)

কর্মখালি

Applications are invited for the post of Lecturers in D.EL Ed Section 1) Principal, 2) Sub-Education (F)*-3, Beng*-2, Eng*-1, Maths*-2, Social Science*-2, Music-1, Fine Arts-1, Performing Arts-1, Physical Edn-1. Qualification as per N.C.T.E Norms 2014. Apply within 10 days. Secretary Mekliganj Netaji PTTI, Mekliganj, Cooch Behar-735304. (M) 8944884979, 9851070787. *M.ED 50-55% must. (C/110254)

●

শিলিগুড়িতে খাবারের দোকানের জন্য Supervisor প্রয়োজন, বেতন : 10,000/- (M) 98320-85588. (C/110316)

●

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/109220)

●

যে কোনও অনুষ্ঠানে দুর্দান্ত ম্যাজিক শো করান। এখন শিলিগুড়িতেই ম্যাজিক শিখুন পেশা বা হবি হিসাবে। জাদুকরের পার্ট টাইম সহকারী চাই (শিলিগুড়ি) 9477270222 (C/110315)

●

Sister Nivedita Convent School, Tufanganj, near Chamta More, Coochbehar required PGT/TGT with B.Ed for English, Computer (M.C.A/B.C.A) and Librarian (B Lib/M Lib). Interested candidates from Coochbehar dist can apply through e.mail : sisterniveditatfg@gmail. Ph : 9234304684/ 9614192239. (D/S)

কিডনি চাই

Kidney Required ‘O’ Blood Group. Contact - 9883155455. (B/S)

●

AB+ বা O+ কোনও সহৃদয় দাতা কিডনি দান করতে চাইলে যোগাযোগ করুন। (M) 9593653088, 8348666504. (C/110252)

চলচ্চিত্র

সিরিয়াল/ফিল্মে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। শুটিং এপ্রিলে। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 8282979209.

ব্যক্তিগত

পুরোনো DG SET ৬০ KB এবং SPLIT ও CASETTE এসি। 1.5 টন ভালো পরিস্থিতিতে রয়েছে। কেউ নিতে চাইলে যোগাযোগ করুন 9475087518. (K)

পীএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হাসীমারা (पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय हासीमारा)
PM SHRI Kendriya Vidyalaya Hasimara
ADMISSION NOTICE (2024-25)

Offline Registration for Class Balvatika-III will commence from 01.04.2024 (Monday) 10:00 AM onwards upto 15.04.2024 (Monday) 5:00 PM.
Visit School for registration form and submission of form within the above mentioned dates in working days.
Visit school website https://hasimara.kvs.ac.in for details & Help Desk No. 9671807213.

Principal

APPLICATION FOR WET CANTEEN AT MILITARY HOSPITAL, 158 BASE HOSPITAL

1. The Commandant, Military Hospital, 158 Base Hospital invites application for **WET CANTEEN** located inside the 158 Base Hospital campus, for welfare & convenience of Military personnel and their families.
2. **Eligiblity:**
(a) War widows/Widows of defence personnel killed while on duty.
(b) Disabled soldier/Ex servicemen
(c) Spouses/Widows of ex servicemen
(d) Age-Below 60 years
3. **Application:**
The application form (enclosed). Copy of application form is also available at Account Office of 158 Base Hospital on all working days between 08.30hrs to 1400hrs. Application duly completed to be dropped in quotation box near office of Senior Registrar Office. The last date for receipt of completed application is 15 Apr 2024 at 1300hrs. Auction will be held on 16 Apr 2024 at 1100hrs at Dhanwantri Hall of 158 Base Hospital.

Sd/-Presiding Officer, 158 Base Hospital

APPLICATION FORM
APPLICATION FOR ALLOTMENT OF WET CANTEEN AT 158 BASE HOSPITAL

PHOTO

1. Name of Applicant (in full) :
(Army No, Rank & Name)
2. Name of Husband (if war widow) :
3. Unit/Regiment :
4. Date of birth & age :
(as on ______ 2024)
5. Present Address :
6. Permanent Address :
7. Tele No and Mail Address :
8. PAN No. (attach copy) :
9. Bank Details :
10. Documents enclosed along With Application (Self attested) :-
(a) Discharge Book
(b) Pension pay order
(c) Experience Certificate (if any)
(d) Diploma Certificate (in case of Radio repairs/Electric repairs shop)
(e) Education Certificate
(f) Bank Pass Book, FDRs and share certificate (if any)
(g) IT return for the last 3 Years
(h) TIN/GSTAN/PAN No & Sales Tax deposition documents in the name of his/her firm
(j) FSSAI Certificate deals with food products.

Date:
Place: (Signature of applicant)

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ডিজিটাল মার্কেটিং এগজিকিউটিভ
শিলিগুড়িতে ডিজিটাল মার্কেটিং এগজিকিউটিভ নেওয়া হবে। অনভিজ্ঞ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৪। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।
আগ্রহীরা ই-মেল করুন ৫ এপ্রিল, ২০২৪-এর মধ্যে এই ঠিকানায়: jobs.uttarbanga@gmail.com

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন
Election Commission of India

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

আসুন, গর্বের সঙ্গে ভোটদান করি

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব পালন করুন

~97 কোটি নথিভুক্ত ভোটার

~10.5 লক্ষ ভোটকেন্দ্র

~1.5 কোটি ভোটকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী

CBC52101/13/0020/2324

QR কোডটি স্ক্যান করুন এবং ভোটার হিসাবে আপনার অঙ্গীকার গ্রহণ করুন

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আপনার অঙ্গীকার যাতে স্বীকৃত হয় সেইজন্য এই QR কোডটি স্ক্যান করুন এবং আপনার সামাজিক মাধ্যমে #IVoteForSure ব্যবহার করে এটি পোস্ট করুন

ভোটার হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করুন
1950

QR কোডটি স্ক্যান করে ভোটার তালিকায় আপনার নাম রয়েছে কিনা তা যাচাই করুন এবং আপনার নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটের তারিখটি জানুন

#IVoteForSure #MeraVoteDeshKeLiye

fb.com/ECI @ecisveep youtube.com/eci /company/election-commission-of-india-official @ecisveep Election Commission of India

গোর্খা হাটে ইস্টারের বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরা

তমালিকা দে

কার্সিয়াং, ৩১ মার্চ : ইস্টার উপলক্ষ্যে কার্সিয়াংয়ের গোর্খা হাটে অন্য রবিবারের থেকে বিক্রিবাটা বেশি হয়েছে বলে জানালেন স্মৃতি, বিদ্যারা। এদিন হাটে বাড়িতে তৈরি আচার নিয়ে এসেছিলেন স্মৃতি প্রধান। বললেন, 'উৎসবের দিনগুলোতে আমাদের বিক্রি এমনিতেই অনেকটা বেড়ে যায়। এই বাজার থেকে জিনিস কিনতে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল থেকেও ক্রেতারা আসেন। এদিন ইস্টারেও তার অন্যথা হয়নি। আয় বেশ ভালো হয়েছে।' একই কথা বললেন বিদ্যা রাই। বিদ্যা হাতে তৈরি ঘর সাজানোর সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন হাটে। এদিন হাটে বিক্রিবাটা দেখে খুশি তিনিও।

কার্সিয়াংয়ের সেন্ট পল দ্য অ্যাপোস্টল চার্চের সামনে প্রত্যেক রবিবার গোর্খা হাট বসে। কার্সিয়াং সাব-ডিভিশনের প্রায় এগারোটি গ্রাম থেকে বাসিন্দারা এখানে নিজেদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করতে নিয়ে আসেন। এদিন ইস্টারের সকালে চার্চে প্রার্থনার পরে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যায় এই বাজারে। বিশেষ এই দিনে লাভের মুখ দেখে হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন বিনোদ প্রধান।

বিনোদ নানা ধরনের পাহাড়ি ফুল, অর্কিডের চারাগাছ, ক্যাকটাস ইত্যাদি বিক্রি করেন। তিনি জানান, ইস্টারের জন্য এদিন সমতল থেকেও অনেকে কেনাকাটা করতে এসেছিলেন। বিক্রি বেশ ভালো হয়েছে। কলকাতা থেকে দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়ার পথে এই বাজারে এসেছিলেন মালবিকা পাল। তিনি বলেন, 'এত কম দামে এত ভালো জিনিস পাচ্ছি, ভাবাই যায় না।'

পাহাড়ের বাসিন্দাদের স্বনির্ভর করার জন্য এই গোর্খা হাটের উদ্যোগ নিয়েছে গোর্খা হাট কমিটি। ফুলবাজার, লাটপাঞ্চার, সিটং, রিম্বিক, বিজনবাড়ি, গয়াবাড়ি সহ আরও কয়েকটি গ্রাম থেকে বাসিন্দারা এখানে আসেন। হস্তশিল্পের পাশাপাশি পাহাড়ের অর্গানিক শাকসবজিও বিক্রি করা হয়। ধীরে ধীরে বাজারটি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করছে যে, কার্সিয়াং ঘুরতে আসার পথে অনেকেই ঢুঁ মারেন এই বাজারে। বিভিন্ন রকমের আচার, শীতের পোশাক, ধূপকাঠি, রেডি-টু-ইট খাবারও মেলে। গোর্খা হাট কমিটির সম্পাদক মহেশ ছেত্রী বলেন, 'পাহাড়ের বাসিন্দাদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে সাড়ে ছ'মাস আগে এই বাজারটি চালু করা হয়। এখানে মোট ১০১টি স্টল রয়েছে। তবে স্টলের জন্য কারও কাছ থেকে কোনও ভাড়া নেওয়া হয় না।'

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী? জানালেন, পরে হাটের দিন বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। তবে আপাতত প্রত্যেক রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই বাজার বসবে।

এদিন ইস্টারের পবিত্র সকালে চার্চে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অংশ নেন রিম্বিকের বাসিন্দা আনিষা গুরুং। ফেরার পথে এই বাজারে যান। তাঁর কথায়, 'পাহাড়ে যে এত রকমের জিনিস রয়েছে, সেটা এখানে এলে দেখা যায়। পাহাড়ের মানুষের জন্য এই হাট কতটা গুরুত্বপূর্ণ, প্রশ্ন করায় পবন তামাং নামে আরেকজন বিক্রেতা জানালেন, সপ্তাহের অন্যান্য দিনের থেকে এই হাটে একদিনে বেশি রোজগার হয়।

সেন্ট পল দ্য অ্যাপোস্টল চার্চের সামনের সেই গোর্খা হাট। রবিবার।

জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া শাসক

জাবরাভিটায় মমতার সভার জোর প্রস্তুতি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : ১৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসের জাবরাভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নির্বাচনি সভা করতে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত প্রশাসন সূত্রে এমনটাই খবর মিলেছে। শোনা যাচ্ছে, হারানো জমি ফিরে পেতে জাবরাভিটায় মমতার সভার পরিকল্পনা।

রবিবার সভার মাঠ পরিদর্শনে বের হন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। প্রথমে তিনি ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পলিটেকনিক সংলগ্ন মাঠে যান। সেখানে আগে থেকে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই মাঠ পছন্দ না হওয়ায় ওই এলাকার জাবরাভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দেখতে যান গৌতম। তিনি বলেন, 'এই এলাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সভা হওয়ার কথা রয়েছে। আপাতত মাঠ দেখতে বেরিয়েছি। গোটা বিষয়টি ওপরমহল দেখাশোনা করছে।'

যদিও অনুমান করা হচ্ছে, জাবরাভিটার এই মাঠেই তৃণমূল সুপ্রিমোর সভা হতে পারে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় বিজেপির কাছে প্রায় ৮৭ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। পরে প্রায় সমস্ত নির্বাচনেই ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করেছে। এখন ওই পঞ্চায়েত পদ্ম শিবিরের দখলে। এলাকার সবচেয়ে বড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ও জনবসতি হওয়ায় এবারে এখানে ব্যবধান কমাতে মরিয়া তৃণমূল। এই মুহূর্তে ফুলবাড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভালো ফলাফলের বিষয়ে আশাবাদী ঘাসফুল শিবির। শুধু সংশয় কাটছে না ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে। দল মনে করছে, এখানে মমতার সভা হলে এলাকায় তার প্রভাব পড়বেই।

সেজন্য বাড়তি পদক্ষেপ করা শুরু হয়েছে। এদিন মাঠ পরিদর্শনে এসে গৌতম ফোন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে। রাজগঞ্জ বিধানসভার চার-পাঁচটি অঞ্চল থেকে সমর্থকদের নিয়ে আসার আবেদন করেন। রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি, সন্ন্যাসীকাটা, মাঝিয়ালি ও সুখানির পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা থেকেও অনেকে এই সভায় যাবেন বলে খবর।

সক্রিয় মেয়র

- রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে দু'বার নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হওয়া গৌতমের খাসতালুকের ওপর বিশেষ নজর
- জাবরাভিটায় মমতার সভা ভরাতে মেয়র গৌতম রাজগঞ্জ থেকে কর্মী ও সমর্থকদের চেয়েছেন
- লোক নিয়ে আসার কথা ভাবা হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা থেকেও

এই বিধানসভা থেকে এর আগে দু'বার নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন গৌতম। ফলে গৌতমের খাসতালুক এই এলাকার ওপর বিশেষ নজর রয়েছে। তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক বলেন, 'এবারের লোকসভা নির্বাচনে চারটি অঞ্চলে বিজেপিকে হারানো হবে। মানুষ ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে তৃণমূলকেই ভোট দেবে।'

জানা গিয়েছে, সেবক রোড ও ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন একটি জায়গায় মমতার হেলিপ্যাড তৈরির কাজ চলছে। সভার দিন পাশের জয়কান্ত বিদ্যালয় সহ আশপাশের দু'একটি মাঠে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

সভার জন্য জাবরাভিটায় স্কুলের মাঠ ঘুরে দেখছেন গৌতম দেব। -সূত্রধর

শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায়। রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

রাজ্য সরকারের প্রকল্পের প্রশংসা অশোকের মুখে

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেই যেন সিদ্ধি

ভাস্কর বাগচী ও মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই যে বাংলার ভোটে বড় পার্থক্য গড়ে দেয়, তা বিলক্ষণ টের পেয়েছে তৃণমূল বিরোধীরা। তাই বাংলার শহর থেকে গ্রামে প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকেই হাতিয়ার করেছে বিজেপি ও সিপিএম। বিজেপি নেতারা যেমন ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধির আশ্বাস দিচ্ছেন, তেমন লোকসভা ভোটের প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বামেরাও। মহিলারাই যে ভোটে তুরুপের তাস, তা বুঝতে বাকি নেই কারও।

জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে সিপিএমের প্রার্থী দেবরাজ বর্মন প্রচারে গিয়ে দোরে দোরে বলছেন, 'সিপিএম ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আইন করা হবে। অর্থাৎ সরকার বদল হলেও মাসে মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পেয়ে যাবেন মহিলারা।' দেবরাজের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করছেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিঃসন্দেহে একটি জনপ্রিয় প্রকল্প। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রকম প্রকল্প হয়। আমাদের রাজ্যে এই ধরনের প্রকল্প যদি স্থায়ীকরণ করা যায়, তবে তো ভালো।' অথচ একসময় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে কম কটাক্ষ করেনি বিজেপি কিংবা সিপিএম।

২০২১-এর বিধানসভা এবং পরবর্তী সময়ে পুর ও পঞ্চায়েত ভোটে দলের ভরাডুবির অন্যতম কারণ যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি বাম নেতাদের। সেই কারণে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা বলেই নিজেদের ভোট বৈতরণি পার হতে চাইছে সিপিএম। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ১৪টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ির জেলার অন্তর্গত। এই ওয়ার্ডগুলিতে প্রচারে আসছেন জলপাইগুড়ির বাম প্রার্থী দেবরাজ। প্রচারে এসে তিনিও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রশংসাই করছেন। শুধু তাই নয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বাড়িয়ে ৭ থেকে সাড়ে ৭ হাজার করার আশ্বাসও দিচ্ছেন এই তরুণ তুর্কি। তিনি বলছেন, 'তৃণমূল বলে বেড়াচ্ছে, তারা ক্ষমতায় না এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে। তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে মানুষের অধিকার হিসেবে তাদের কাছে নিয়ে যাব।'

এদিকে, মাস চারেক আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেওয়া রাজেশ ছেত্রী, দীপ্তি লোহার, শ্যামরাজ শৈবদের নিয়ে রবিবার লিম্বুবস্তিতে সভা করে সিপিএম। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবরাজ বলেন, 'শিলিগুড়িতে দ্রুত মেট্রোপলিটান আদালত তৈরি করা জরুরি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার মানুষের জন্য প্রয়োজন রয়েছে আলাদা প্রশাসনিক ভবনের।'

শিলিগুড়িতে প্রচারে জলপাইগুড়ির বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। রবিবার।

শিশু কোলে ডাবগ্রাম এলাকায় প্রচার জয়ন্তর

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মানুষের মন পেতে প্রথম দিন প্রচারে এসে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বস্তি ও কলোনি এলাকাগুলিতে দিনভর ঘুরলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায়। এদিন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ি রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন জয়ন্ত। সেখানে মহানন্দার তীরে দাঁড়িয়ে প্রত্যয়ী জয়ন্ত বলছেন, 'এই এলাকা থেকে গতবারের থেকেও বেশি ব্যবধানে এগিয়ে থাকব। মানুষ মোদিজির নামে ভোট দেবেন, কারণ ভোট পাওয়ার মতো অন্য দল নেই।'

কামরাঙ্গাগুড়ি থেকে পদযাত্রা করে এলাকায় প্রচারে বের হন জয়ন্ত। উত্তরকন্যা হয়ে শ্রীনগর কলোনি, শান্তিপাড়া, অম্বিকানগরের মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন তিনি। শান্তিপাড়ায় কীর্তনের মাঠে গিয়ে বয়স্ক ও প্রবীণদের কাছে আশীর্বাদ নিতে দেখা যায় তাঁকে। অনেকের পায়ে হাত দিয়েও প্রণামও করেন।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া, শ্রীনগর কলোনি, মাইকেল মধুসূদন কলোনির মতো জায়গাগুলিকে পদ্মের ঘাঁটি বলা হয়। এলাকাগুলিতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বাস বেশি। এর পাশাপাশি এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমের জ্যোতির্ময় কলোনি, শীতলাপাড়া, মোড় বাজার ও নিউ জলপাইগুড়ি এলাকাগুলিতেও প্রচারে যান জয়ন্ত।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বস্তি ও কলোনি এলাকাগুলি বছর কয়েক আগে বামেদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। কিন্তু তৃণমূল জমানায় শাসক, বিরোধী মানুষের সমর্থন গিয়েছে পদ্ম শিবিরের ঝুলিতে। সেই কারণেই এই এলাকাগুলিতে জয়ন্তর বাড়তি নজর বলে মনে করছেন তাঁরা।

> এবারে এই এলাকা থেকে গতবারের থেকেও বেশি ব্যবধানে এগিয়ে থাকব। মানুষ মোদিজির নামে ভোট দেবেন, কারণ ভোট পাওয়ার মতো অন্য কোনও দল নেই।
>
> **- জয়ন্ত রায়**

এদিন ভোটারদের মন পেতে জ্যোতির্ময় কলোনি, শীতলাপাড়ার মতো অনেক জায়গাতেই শিশুদের কোলে তুলে নেন জয়ন্ত। দুপুরে শক্তিগড়ের গৌড়ীয় মঠে গিয়ে পুজো দেন তিনি। এদিন জয়ন্তর সঙ্গে প্রচারে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকেই ছিলেন।

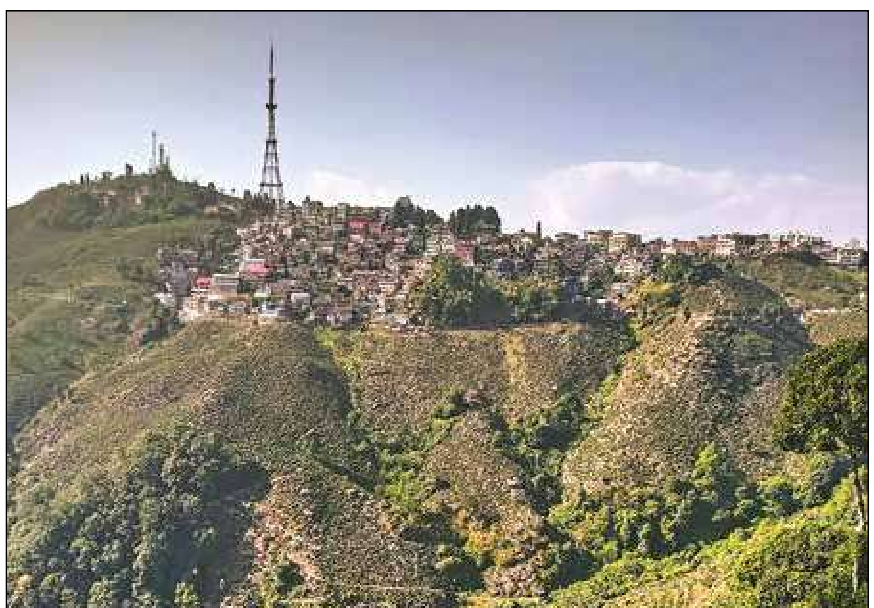
পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
নিসর্গ।। কার্সিয়াংয়ে ছবিটি তুলেছেন মিসন দে।

শংকরের বাড়িতে পান্ডে

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে রবিবার রাতে দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য প্রমুখ মঙ্গল পান্ডে। নির্বাচনি কাজে এদিন তুফানগঞ্জ গিয়েছিলেন পান্ডে। সেখান থেকে শিলিগুড়িতে ফিরে যান শংকরের উত্তর ভারতনগরের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অমিতাভ চক্রবর্তী। সদ্য মাতৃহারা বিধায়ককে সমবেদনা জানাতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন পান্ডে। তবে লোকসভা নির্বাচন এবং শিলিগুড়ির রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে।

রিপোর্ট তলব শিক্ষা দপ্তরের

স্কুল পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার কমছে

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩১ মার্চ : চোপড়া ব্লকের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার আচমকা কমতে শুরু করেছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষক মহল। কারণ খুঁজতে প্রশাসনের তরফে স্কুলছুট পড়ুয়াদের নিয়ে শুরু হয়েছে সমীক্ষা। একাধিক প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের থেকে ইতিমধ্যে তথ্য তলব করেছে ব্লকের দুটি সার্কেলের (প্রাইমারি) স্কুল পরিদর্শকের দপ্তর।

চোপড়ার নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) ফারুক মণ্ডল মনে করছেন, 'বিশেষ করে হোলির পর থেকে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার আরও কমেছে।' চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার জানালেন, অন্তত ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে স্কুলে আসছে না, স্কুলভিত্তিক এমন পড়ুয়াদের রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হবে।

স্থানীয় প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের অভিমত, একাংশ অভিভাবকদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা একটা বড় কারণ হতে পারে। আরেকটি অংশ বাইরের আবাসিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে পাঠাচ্ছেন। সদর চোপড়ার বাসিন্দা কমল রায় জানালেন, তাঁর দুই ছেলেকে কষ্ট করে হলেও বেসরকারি স্কুলে পড়াতে হচ্ছে। কারণ, ইদানীং সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ আগের মতো নেই। কমলের আরও অভিযোগ, 'বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ শিক্ষকরাও নিজেদের ছেলেমেয়েদের বেসরকারি স্কুলেই পড়াচ্ছেন।'

অভিভাবকদের একাংশের দাবি, স্কুলগুলোতে পরিকাঠামোগত সমস্যা, অপরিকল্পিত পঠনপাঠন, বিশেষ করে শিক্ষক সংকটের জন্যই পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মোটা টাকা খরচ করে হলেও বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে।

দাসপাড়া হাইস্কুলের টিআইসি জাকির হুসেন ও মহম্মদবক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্থানীয় হাইস্কুলগুলোতেও উপস্থিতির হার নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে এখন সেটা স্বাভাবিক।

চোপড়া

মনে করা হচ্ছে, প্রথম পর্বের মূল্যায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তাই সকলে স্কুলে আসছে। মূল্যায়ন পর্ব মিটে গেলে ফের পুরোনো ছবি দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে সোনাপুর হাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তেওয়ারি বলেন, 'ছেলেরা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। অনেকে আবার কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপস্থিতি মেয়েদের তুলনায় কম।'

চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় চোপড়া ব্লকে ২০৭ জন ও উচ্চমাধ্যমিকের ৭০ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। টেস্টে গরহাজিরের সংখ্যাও ছিল উদ্বেগজনক। বাকিদের মতো পুরো পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মাঝিয়ালি হাইস্কুলের টিআইসি মহম্মদ মুমতাজুল ইসলামও।

মেয়ের কোপে আহত বাবা

গরুবাথান, ৩১ মার্চ : বাবার ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল মেয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি গরুবাথান ব্লকের জলঢাকা থানার অন্তর্গত কুমাইকোঠি লাইনের। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত পুনম দোরজি, তার বড় মেয়েকে নিয়ে বাবা শংকর বিসওয়ার বাড়িতেই বহুদিন বসবাস করত। শংকর বিসওয়া প্রায়শই তার মেয়ে ও নাতিকে কটূক্তি করত। শনিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শংকর বিসওয়াকে আঘাত করেন পুনম। ঘটনার পর থেকে পুনম ফেরার ছিল। পরে অবশ্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে শংকর বিসওয়া মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

চুরিতে ধৃত ১

চোপড়া, ৩১ মার্চ : চোপড়া থানার সোনাপুর এলাকার ধামিগছে সম্প্রতি চালের দোকানে চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে শনিবার রাতে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বাড়ি চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রামে। চুরি যাওয়া কিছু চাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। চুরির ঘটনায় জড়িত বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকেই সাফল্য মিলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

নির্বাচনি বৈঠক

চোপড়া, ৩১ মার্চ : ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে রবিবার চোপড়া ব্লক তৃণমূল কর্মী সহায়িকা অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে নির্বাচন সংক্রান্ত বৈঠক হয়। সংগঠনের ব্লক সভানেত্রী গায়ত্রী সরকার বলেন, এবার ব্লকজুড়ে সংগঠনের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা নির্বাচনি প্রচারে নামবেন। এদিন ঘিরনিগাঁওয়ে সংগঠনের দুজনকে নির্বাচনি কনভেনার করা হয়েছে।

প্রার্থী ঘোষণায় দেরি, কংগ্রেসে ক্ষোভ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : দার্জিলিং লোকসভা আসনে প্রচারে ঝড় তুলছে বিজেপি, তৃণমূল। কিন্তু সর্বভারতীয় দল হয়েও কংগ্রেস এখনও এই কেন্দ্রে প্রার্থীর নামই ঘোষণা করতে পারেনি। ফলে, দলের নীচতলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণায় বিলম্বের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পাহাড়ের কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাং। জোটসঙ্গী সিপিএমও কংগ্রেসের ভূমিকায় তিতিবিরক্ত।

ইতিমধ্যেই দার্জিলিং লোকসভা আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে গোপাল লামা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট। এই আসনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন আগামী ৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার। হাতে রয়েছে মাত্র চারদিন। এই অবস্থায় কংগ্রেস এখনও প্রার্থীই ঠিক করতে পারেনি। ইতিমধ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণীশ তামাংকে প্রার্থী করার ব্যাপারে তারা অনেকটা এগিয়েছে বলে খবর। কিন্তু মণীশ প্রার্থী হলে বিনয় তামাং তাঁকে সমর্থন করবেন না বলে আগেই স্পষ্ট জানিয়েছেন। ফলে, বেশ বেকায়দায় পড়েছে কংগ্রেস। দ্বিতীয়ত, মণীশকে প্রার্থী করা হলে জেলার কংগ্রেসি নেতা-কর্মীরাও যে অতটা প্রচারে নামবেন না, তা বিলক্ষণ বুঝেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। তাই প্রার্থীর নাম ঘোষণায় দেরি বলে সূত্রের খবর।

কংগ্রেসের এমন কচ্ছপ গতিতে অখুশি জেলার দলীয় নেতা-কর্মীরা। কংগ্রেস নেতা কুন্তল গোস্বামীর কথায়, 'সত্যি কথা হল, এটা আমাদের খামতি। দলীয় কর্মীরা বারবার জানতে চাইছেন, আর কবে দেওয়াল লিখব, কবে বাড়ি বাড়ি ভোটার লিস্ট নিয়ে যাব? আমরা তাঁদের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ। আশা করছি, দ্রুত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।' দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জীবন মজুমদার বলেন, 'একটু তো দেরি হলই। নানা চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে। কর্মীমহলে এজন্য হতাশা তো রয়েইছে।'

দার্জিলিং কেন্দ্র

ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি শাহনওয়াজ হোসেনের মন্তব্য, 'তাড়াতাড়ি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলে ভালো হত। তৃণমূল, বিজেপি প্রচারে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তাই আমরাও চাই দল দ্রুত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করুক।' জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার রবিবারও বলেন, 'খুব দ্রুতই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।'

ভোজালি নিয়ে হামলা, বহিষ্কৃত তৃণমূল যুব নেতা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩১ মার্চ : ভোজালি নিয়ে দোকানে হামলা করার অভিযোগে তৃণমূল যুবর আপার বাগডোগরা অঞ্চল সভাপতি উজ্জ্বল শর্মাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। কিন্তু এতদিনেও কেন ওই যুব নেতাকে ধরা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। এদিকে পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

রবিবার তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি নির্ণয় রায় উজ্জ্বলকে অঞ্চল সভাপতি এবং সমস্ত দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। নির্ণয় বলেন, 'দল এই ধরনের কাজকে সমর্থন করে না। ও যা করেছে, নিজের দায়িত্বে করেছে। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে উজ্জ্বলকে দলের সমস্ত পদ থেকে বহিষ্কার করেছি।'

শুক্রবার বিকেলে যুব নেতা উজ্জ্বল শর্মা গোঁসাইপুরের একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে ভোজালি নিয়ে ঢুকে ভাঙচুর ও মালিক-কর্মীদের হুমকি দেন। সেই ঘটনার পর কেটে গিয়েছে প্রায় তিনদিন। যুব নেতাকে এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ব্যবসায়ী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক মহলের তরফে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জল্পনা চলছে, শাসকদলের নেতা বলেই কি পুলিশ উজ্জ্বলকে ধরার সাহস দেখাতে পারছে না? বা ধরলেও লঘু ধারায় দায়সারা মামলা রুজু করবে পুলিশ, এমনটাই বলছেন অনেকে। যদিও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, 'জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালানো হচ্ছে।'

এই ঘটনায় গোঁসাইপুর এলাকার ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গোঁসাইপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অপূর্ব ঘোষ, সম্পাদক নীরেন রায় প্রমুখ শনিবার রাতে বাগডোগরা থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার দাবিতে স্মারকলিপি দেন। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য সজলকান্তি সরকার বলেন, 'তৃণমূলের যুব নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সোমবার মিছিল করা হবে।'

ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরা সংগঠনটির সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রশ্ন করেন, 'রাজ্যে কি আইনের শাসন বলে কিছু নেই? ব্যবসায়ী অরুণ শর্মা যদি সত্যিই খারাপ রড বিক্রি করে থাকতেন, তাঁর বিচারের জন্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালত রয়েছে। কিন্তু ওই যুব নেতা তা করেননি। শুক্রবার যেভাবে ব্যবসায়ীর দোকানে ভোজালি নিয়ে হামলা করা হয় এবং দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে, সেটা যথেষ্ট চিন্তার। এবার থেকে সব ব্যবসায়ী যেন নিজেদের দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগান।'

কী পদক্ষেপ

- তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি নির্ণয় রায় উজ্জ্বলকে বহিষ্কার করেন
- পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে
- এতদিনেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- ঘটনায় গোঁসাইপুরের ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক
- প্রতিটি দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পরামর্শ ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরার কর্তার

জিতলে মিলবে বাইক, সাইকেল

তৃণমূলের আশ্বাসে প্রশ্ন, খড়িবাড়িতে প্রচারে বিস্ট

শিলিগুড়ি ব্যুরো

৩১ মার্চ : ভোট জোগাড় করতে পারলেই মিলবে বাইক, সাইকেল। রবিবার বিভিন্ন জায়গায় এরকমই 'টোপের' কথা শোনা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীদের মুখে। এদিকে, প্রথম রবিবাসরীয় প্রচারে বেরিয়ে ডাহা 'ফেল' করলেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট। নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পর পৌঁছানোয় অনেক নেতা-কর্মী ফিরে যান। এদিন এমনই বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী থাকল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র।

এদিন সকালে খড়িবাড়িতে অধিকার যাত্রার মাধ্যমে জনসংযোগ অভিযান করে তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা। তারপর ঘোষপুকুরের সভা থেকে দলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ 'উপহার' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কাজল জানান, বিধাননগর-১, বিধাননগর-২, ঘোষপুকুর, হেটমুড়ি-সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতিদের মধ্যে যিনি সব থেকে বেশি ভোট লিড দিতে পারবেন, তাঁকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি মোটরবাইক দেওয়া হবে। আর বুথ সভাপতিকে ভালোমানের সাইকেল দেওয়া হবে। কাজলের কথায়, 'ভালো ফল করতে

রবিবারের ছবি

- ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লকে অঞ্চল সভাপতি পাবেন বাইক, বুথ সভাপতি সাইকেল
- ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লকে আবার ব্লক সভাপতির তরফে মিলবে উপহার
- সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পর খড়িবাড়িতে কর্মসূচিতে পৌঁছালেন বিজেপি প্রার্থী বিস্ট

কর্মীদের উৎসাহ দিতে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই উপহার দেব।'

গোয়ালটুলি মোড়ের কর্মীসভা থেকে একইভাবে উপহারের টোপ দিলেন তৃণমূলের জেলা (সমতল) সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। পাপিয়ার ঘোষণা, এবারের নির্বাচনে ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লকেও সবচেয়ে বেশি ভোটে লিড এনে দেওয়া বুথ সভাপতিকে

ফাঁসিদেওয়ায় প্রচার সভায় তৃণমূল প্রার্থী। রবিবার।

বিশেষ উপহার দেবেন স্থানীয় সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি মহম্মদ আখতার আলি। ভোটের আগে কোনও রাজনৈতিক দল এভাবে প্রকাশ্যে 'টোপ' দিতে পারে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দুপুরে বিধাননগরের মিলনপল্লি মাঠে এক কর্মীর জন্মদিন পালনে অংশ নেন গোপাল। এরপর বিকেলে গোয়ালটুলি এবং সন্ধ্যায় জালাস নিজামতারার কালারামে প্রার্থীর প্রচারে সভা করা হয়। পাপিয়া এদিন রাজু বিস্টকে 'পর্যটক সাংসদ' বলে কটাক্ষ করেন। বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে রাজু বিস্টের সাক্ষাৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গোপাল লামা বলেন, 'কে কার সঙ্গে দেখা করছে, এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমি আমার মতো প্রচার করছি।' এদিকে, গোয়ালটুলি মোড়ে ব্যারিকেড করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষকে ঘুরে ফাঁসিদেওয়া, চটহাট হয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে।

রবিবার নকশালবাড়িতে হুডখোলা জিপে রোড শো করে ইসকন মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট। তারপর রকমজোত, মাল্লাবাড়িতে যান। সঙ্গে ছিলেন নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু সহ অন্যরা। মাল্লাবাড়ির রকমজোতে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে নকশালবাড়ি কোটিয়াজোতে দেওয়াল লিখনে অংশগ্রহণ করেন। তারপর নকশালবাড়ির ফুটানিমোড়ে যান। গোপাল লামার মনোনয়নের দিন র‍্যালিতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা না থাকায় তিনি কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'পাহাড়ে তৃণমূলের এমন পরিস্থিতি যে, দলীয় পতাকাকে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে।' নকশাল আন্দোলনের আঁতুড় বেঙ্গাইজোতে বিজেপির প্রথম নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন রাজু।

কিন্তু খড়িবাড়িতে প্রচারের প্রথমেই ধাক্কা খেলেন বিস্ট। বিকেল ৫টা থেকে খড়িবাড়িতে জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা শুরু হয় রাত ৭টা বেজে ৪৫ মিনিটে। ফলে বেশিরভাগ গ্রামীণ নেতা-কর্মী বাড়ি ফিরে যান। বিস্টকে এরকম দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। তারপর কিছুটা সংযত হয়ে বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে কর্মসূচি শুরু করতে চাইলে সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের ভালোবাসার জন্য দেরি হয়েছে।'

হোলির ছুটি কাটিয়ে ভিনরাজ্যে ফেরার পালা। আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে রাজু দাসের তোলা ছবি।

গুরুংয়ের গ্রেপ্তারির জল্পনা পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : বিজেপির ছায়াতলে যাওয়ায় বিমলের ভবিষ্যৎ কী, তা নিয়ে জল্পনা চলছে পাহাড়ে। হঠাৎ তৃণমূলের সঙ্গ ছেড়ে গেরুয়া শিবিরকে সমর্থন করায় এবার তাঁকে রাজ্য সরকার গ্রেপ্তার করবে কি না, সেই প্রশ্ন ঘুরছে চোরবাঁটোতে। প্রশাসনের একাংশ বলছে, সিংহভাগ মামলা প্রত্যাহার হলেও খুন, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের মতো জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রয়েছে। এসব মামলা থাকলে কেউ গ্রেপ্তার হতেই পারেন।

তৃণমূল নেতা গৌতম দেব বলছেন, 'বিমলদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু বলার নেই। ওই দলটার রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। ওরা এবেলা, ওবেলা সিদ্ধান্ত বদল করছে।'

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে হিংসাত্মক আন্দোলন করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা খুন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা সহ প্রচুর মামলায় জড়িয়েছেন। গ্রেপ্তারির হাত থেকে বাঁচতে সেই সময় পাহাড় ছেড়ে পালিয়েছিলেন বিমল গুরুং, রোশন গিরি সহ দলের প্রথম সারির নেতা-নেত্রীরা। দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পর তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁরা ফের পাহাড়ে ফিরেছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গ ছেড়ে রবিবার বিজেপি শিবিরে ফিরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মোর্চা প্রধান। ফলে তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন করে চর্চা।

নেতার ভোলবদলে ফাটল ফোরামে

রাজনীতির খেলা

- ২০১৭ সালে হিংসাত্মক আন্দোলনের জেরে একাধিক মামলা গুরুংয়ের নামে
- পরে তৃণমূলের সঙ্গে ভিড়লে কিছু মামলা প্রত্যাহার করে নেয় রাজ্য
- খুন ও ইউএপিএ ধারায় এখনও আট, নয়টি মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে
- বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোয় সেই মামলায় বিমলের গ্রেপ্তারি নিয়ে জল্পনা

অন্যদিকে, বিমলের এভাবে একক সিদ্ধান্তে বিজেপিকে সমর্থন করা নিয়ে ইউনাইটেড ফোরামের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিমল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেননি বলে ফ্রন্ট নেতাদের দাবি। ফোরামের সদস্য কামতাপুর পিপলস পার্টির সভাপতি নিখিল রায় এবং সভাপতি অধীর রায় বলছেন, 'ফোরামের তরফে বিজেপিকে সমর্থন করার কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। বিমল গুরুং এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন। আমাদের কিছু জানাননি।'

২০১৭ সালে বিমলের খোঁজে অভিযানে গিয়ে গুলির আঘাতে এক পুলিশ অফিসার মারা গিয়েছিলেন। কালিম্পং থানাতেও হামলায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া গোটা পাহাড়েই প্রচুর সরকারি সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত ঘটনাতেই বিমলের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা এবং ইউএপিএ আইনে মামলা হয়েছিল। ফলে টানা সাড়ে তিন বছর আত্মগোপন করে ছিলেন বিমলরা। পরে তৃণমূলের হাত ধরে পাহাড়ে ফেরায় বিমলদের বিরুদ্ধে থাকা সিংহভাগ মামলা রাজ্য প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু খুন, ইউএপিএ ধারায় আট-নয়টি মামলা এখনও রয়েছে। মামলাগুলির জেরেই এতদিন তৃণমূল নিয়ে চুপ ছিলেন বিমল। তাঁর এই ভোলবদলে ক্ষুব্ধ তৃণমূল। গৌতম দেবের বক্তব্য, 'বিমলদের এখন কোনও রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই।'

প্রথম ভোটের দায়িত্বে

নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চান ভোটকর্মী

বাগডোগরা, ৩১ মার্চ : স্কুলে শিক্ষকতা করছেন ১৮ বছর ধরে। এর আগে কোনওদিন নির্বাচনের ডিউটি করতে হয়নি। এবারই প্রথম লোকসভা ভোটে ডিউটি করবেন বাগডোগরার দেবশ্রী ঘোষ। জীবনে প্রথম ভোটকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে ভেবে গোঁসাইপুর রূপসিংজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবশ্রীর এখন ভীষণ কৌতূহল। তিনি বেশ উৎসাহ নিয়েই বললেন, 'এতদিন শুধু ভোট দিয়ে এসেছি। এবারই প্রথম ভোট পরিচালনা করব। এই গুরুদায়িত্ব পেয়ে ভালোই লাগছে।'

ভোটকর্মী হিসেবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করার কথা জানালেন তিনি। তাঁর আরও সংযোজন, 'আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে, সেদিকটা দেখা উচিত। রাতে বুথে থাকতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামে ডিউটি দিলে রাতে সেখানে কতটা সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, সেটা নিয়ে কিছুটা ভাবনা রয়েছে। যদিও আমার স্বামী সুভাষ খুব উৎসাহ দিচ্ছেন।'

তিনি ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ২৫ এপ্রিল শিলিগুড়ি কলেজে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। ওই দিনই ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান তিনি। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে উৎসাহ জোগাচ্ছেন, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হওয়ার কথা বলছেন বলে জানান দেবশ্রী।

ডোক নদীতে সেতু দাবি স্থানীয়দের। -সংবাদচিত্র

বন্ধ হচ্ছে আমবাড়ি ক্যানাল ব্রিজ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : সোমবার থেকে আমবাড়ি ক্যানাল ব্রিজটি বন্ধ হতে চলেছে। রবিবার এই বিষয়ে এলাকায় মাইকে প্রচার করা হয় বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। প্রায় দুই বছর ধরে তিস্তা সেচপ্রকল্পের (লিংক ডিভিশন) আওতায় থাকা এই ব্রিজটি বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল।

এই সেতুটি তিস্তা সেচপ্রকল্প থেকে পূর্ত দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেইমতো এই জায়গায় নতুন একটি চওড়া ব্রিজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের তরফে টেন্ডার ডাকা হয়। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতার একটি ঠিকাদারি সংস্থা এখানে নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করবে। সেই কারণে এই ক্যানাল ব্রিজটি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

ভোটচর্চায় শুধু এলাকার সমস্যা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩১ মার্চ : চোপড়া বিধানসভা এলাকা মূলত কৃষিপ্রধান। সামনে লোকসভা ভোট। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও নানা সমস্যায় জর্জরিত এলাকাবাসী। ভোটের আবহে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন তাঁরা। জলসেচ সমস্যা, চা শিল্পে সংকট, বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, নদীর উপর সেতু না থাকা নিয়ে চিন্তিত এলাকাবাসী। তাই এবার ভোটে চোপড়ার জ্বলন্ত সমস্যাগুলিই ইস্যু হোক, চাইছেন সকলেই।

এলাকায় রয়েছে তিস্তাখাল। কিন্তু সেখান থেকে এক ছটাক জলও সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারছেন না চাষিরা। এক চাষি প্রত্যুষ সিংহ বলেন, 'চোপড়ার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিস্তার সাব-ক্যানাল থাকলেও সেচের জন্য সুবিধা পাচ্ছি না। সেচের জল না পাওয়ায় আমাদের সমস্যা হয়। বিশেষ করে বোরো ধানচাষিদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

এলাকায় শিল্প বলতে চা বাগান। সম্প্রতি চা শিল্পেও সংকট দেখা দিয়েছে। উত্তরের অন্যান্য জায়গার ট্রেন্ড অনুযায়ী এখানেও বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে একাধিক চা বাগান। ডানকানসের একমাত্র বটলিফ চা কারখানায় পরপর চুরির ঘটনা ঘটেছে। তার ফলে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে কারখানাটি। ঘিরনিগাঁওয়ের বাসিন্দা আশরাফুল হক একসময় চা বাগানে কাজ করতেন। বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি এখন নিজের এলাকাতেই ছোট মুদি দোকান চালিয়ে কোনওমতে সংসার চালান।

চোপড়া

সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষকের অভাব চরমে। ব্লকে চারটি কর্মতীর্থ করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি এতদিনেও চালু করা সম্ভব হয়নি। ভোটের আগে চোপড়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে তাঁদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে।

চোপড়ার ধামোরগছ এলাকায় একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ডোক নদীতে সেতুর দাবি করে আসছেন। তা আজও পূরণ হয়নি। তাঁদের নদী পারাপারে একমাত্র ভরসা নৌকা। বর্ষায় ভোগান্তির অন্ত নেই। সোনাপুরের দুর্গাপুর ও শীতলগছের মাঝে ভাটনালা খালে সেতু নির্মাণের দাবি ইতিমধ্যেই জোরালো হয়ে উঠছে। ভেরভেরি এলাকার বাসিন্দা স্বপন বিশ্বাস বললেন, 'ডোক ও বেরং নদী পারাপার করে পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দাদের সদর চোপড়ায় উঠতে হয়। নদীতে সেতু না থাকায় আমাদের ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার হালও তথৈবচ। ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তিনটি। একমাত্র ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও ইন্ডোর পরিষেবা নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকের অভাবে পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে।

এখনও পর্যন্ত চোপড়ায় রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারে তেমন তৎপরতা চোখে পড়ছে না। যদিও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকায় ভোট না হওয়ায় সবার মনে ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে একটা প্রস্তুতি রয়েছে। চোপড়াবাসী চাইছেন, স্থানীয় সমস্যাগুলিই ইস্যু হোক এবারের ভোটে। সমস্যা সমাধানে কাজ করুক দলগুলি।

নিট (ইউ.জি.) ২০২৫-এর প্রস্তুতি নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ
বাংলা স্টাডি মেটেরিয়াল-সহ
এক বছরের রিপিটার্স কোর্সে
আকাশের পশ্চিমবঙ্গের ক্লাসরুম প্রোগ্রামের নিট (ইউ.জি.)-র সেরা ছাত্রছাত্রীরা

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

ভর্তি চলছে
নিট, জেইই, ফাউন্ডেশন (অষ্টম-দশম শ্রেণি)
তাৎক্ষণিক ভর্তি ও স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এখনই বিনামূল্যে অনলাইনে নথিভুক্ত করুন।
৯০%* পর্যন্ত স্কলারশিপ
পরীক্ষা দিতে নীচের কোডটি স্ক্যান করুন

জেইই/নিট ২০২৪ ক্র্যাশ কোর্সে ভর্তি চলছে। আর্লি জয়েনিং ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য এখনই আবেদন করুন*

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের শাখা

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ক্লাসরুম সেন্টার: মধ্য কলকাতা: প্রথম-পঞ্চম তল, ২৩ সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৭ উত্তর কলকাতা (মেডিকেল শাখা): পি-৬, সিআইটি রোড, স্কিম VI এম, কলকাতা ৭০০০৫৪ উত্তর কলকাতা (ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা): দ্বিতীয় তল, ৩৭, সিআইটি রোড, স্কিম VI এম, কলকাতা ৭০০০৫৪ দক্ষিণ কলকাতা (মেডিকেল শাখা): বালাজি টাওয়ার, ১এ, মোতিলাল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০০২৯ দক্ষিণ কলকাতা (ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা): চতুর্থ তল, শ্রীহরি, ১৩৮, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯ ব্যারাকপুর: তৃতীয়-পঞ্চম তল, রবীন্দ্র টাওয়ার, ৪৬ (৪১/১) ঘোষ পাড়া রোড, ব্যারাকপুর, কলকাতা ৭০০১২০ বাঁশদ্রোণী: ২০০ এন.এস.সি. বোস রোড, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০০০৪৭ হাওড়া: তৃতীয় তল, আর.ডি. মল, ২৬৯, জি.টি. রোড, লিলুয়া, হাওড়া ৭১১২০৪ দুর্গাপুর: উর্বশী ফেজ-II, ড. আম্বেদকর সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩২১৬ শিলিগুড়ি: চতুর্থ ও পঞ্চম তল, শান্তি টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ খড়্গপুর: প্রথম ও দ্বিতীয় তল, কর উদ্যোগ রিয়েল এস্টেট, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়্গপুর ৭২১৩০৫ বাঁকুড়া: দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল, রানি প্যালেস, ১, কাটজুড়িডাঙা, বাঁকুড়া ৭২২১০২

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ইনফরমেশন সেন্টার: মালদা: ফুলবাড়ি, কার্তিক বাড়ির কাছে, ময়ূরী লজের সামনে, মালদা ৭৩২১০১ বর্ধমান: বর্ধমান শিক্ষক সংসদ ট্রাস্ট, কালনা গেটের কাছে, জামতলা, বর্ধমান ৭১৩১০১

হেল্পলাইন 8800013151 | ওয়েবসাইট aakash.ac.in | Aakash

বরাদ্দ মেলেনি, তাই উৎসাহ কম

রণজিৎ ঘোষ

বাগডোগরা, ৩১ মার্চ : ভোট ঘোষণার ১৫ দিন পরও শিলিগুড়ি মহকুমায় কোথাও সেভাবে ফ্লেক্স, ফেস্টুন, রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা চোখে পড়ছে না। মানুষের মধ্যেও ভোট নিয়ে তেমন উৎসাহ নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা বলছেন, 'ফ্লেক্স-ফেস্টুন তৈরির জন্য তো টাকা চাই। এখনও পার্টির তরফে টাকা দেওয়া হয়নি।'

দু'-তিনজন নেতা নিজের খরচে কিছু ফ্লেক্স, ফেস্টুন তৈরি করেছেন, কিছু দেওয়াল লিখন হয়েছে। কিন্তু মহকুমার সিংহভাগ এলাকাতেই এখনও ভোট উৎসবের আমেজ নেই। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'টাকা এলে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হবে। তবে, স্থানীয় স্তরে ফ্লেক্স, ফেস্টুন, দলীয় ঝান্ডা, দেওয়াল লিখন সবকিছুই হচ্ছে।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের যুক্তি, 'প্রার্থী দেরিতে ঘোষণা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই সর্বত্র প্রচারের পাশাপাশি ফ্লেক্স, ঝান্ডা দিতে শুরু করেছি।'

নির্বাচন নিয়ে মাথাব্যথা নেই

> টাকা এলে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হবে। তবে, স্থানীয় স্তরে ফ্লেক্স, ফেস্টুন, দলীয় ঝান্ডা, দেওয়াল লিখন সবকিছুই হচ্ছে।
>
> **পাপিয়া ঘোষ**
> *তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী*

> প্রার্থী দেরিতে ঘোষণা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই সর্বত্র প্রচারের পাশাপাশি ফ্লেক্স, ঝান্ডা দিতে শুরু করেছি।
>
> **অরুণ মণ্ডল**
> *বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি*

দার্জিলিং লোকসভা আসনে গত ১০ মার্চ তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে গোপাল লামার নাম ঘোষণা হয়েছে। ১২ তারিখ থেকেই তিনি পাহাড় এবং সমতলে প্রতিদিন প্রচার করছেন। কিন্তু মহকুমার নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, মাটিগাড়া, শিবমন্দির ঘুরেও সেভাবে প্রার্থীর ফ্লেক্স, ফেস্টুন, দলের ঝান্ডা চোখে পড়েনি। কয়েকটি জায়গায় তৃণমূলের নেতাদের নাম দিয়ে প্রার্থীর পক্ষে গুটিকয়েক ফ্লেক্স পড়েছে।

এক অবস্থা বিজেপিরও। রাজু বিস্টের নামে কয়েকটি দেওয়াল লিখন হলেও ফ্লেক্স, ঝান্ডার দেখা নেই। ভোট-উৎসব নিয়ে সাধারণ মানুষেরও যে খুব বেশি মাতামাতি রয়েছে তেমনটা নয়। হাতিঘিসায় চায়ের আড্ডায় চা বাগানের শ্রমিক সোনামণি সোরেন বললেন, 'ভোট তো দেরি আছে। আমাদের বাগানেও এখনও পোস্টার, ঝান্ডা দেখিনি। হয়তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রচার হবে।' আপার বাগডোগরার বাসিন্দা নয়ন দাস আবার আক্ষেপের সুরে বললেন, 'ভোট আসবে যাবে আমাদের কিছু উন্নতি হবে না। তাই ভোট নিয়ে আমার কোনও উৎসাহ নেই। এখানে তো এখনও ভোটের কোনও প্রচারও দেখছি না।'

তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, টাকা না দিলে প্রচার কীভাবে হবে? অন্যবার কয়েক দফায় প্রচারের জন্য আলাদা করে টাকা দেওয়া হত। প্রচারের জন্য রাজ্য থেকেই বিভিন্ন সামগ্রীর কিট দেওয়া হত। এবার সেসব কিছু আসেনি। ফ্লেক্স, ফেস্টুন তৈরি করা, দেওয়াল লিখন, ঝান্ডা তৈরিতে তো প্রচুর খরচ। সব নেতার পক্ষে নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে এসব তৈরি করা সম্ভব নয়। একই চিত্র শিলিগুড়ি শহরেও দেখা গিয়েছে। দল টাকা না দেওয়ায় এখনও শহরে খুব বেশি প্রচার নেই। তবে, কয়েকদিন আগে দলের শিলিগুড়ির এক নেতা ৩৩টি ওয়ার্ডে বুথ প্রতি ১০০০ টাকা করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ফ্লেক্স তৈরি করতেও তো অন্তত ৭০০-৮০০ টাকা খরচ হয়। সেখানে ১০০০ টাকা দিয়ে কী হবে? প্রশ্ন পাড়ার নেতাদের।

সোমবার, ১৮ চৈত্র ১৪৩০, ১ এপ্রিল ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩১২ সংখ্যা

নিরুদ্দেশে এপ্রিল ফুল

দুষ্টু বিড়াল খবর দিলো/ ডিম পেড়েছে হাতি/ ডিম থেকে বেরিয়ে এলো/ রাম ছাগলের নাতি/ ছাগলটা দেখতে কার মতো/ ছড়াটা যে পড়ছে তার মতো।

এমনই মজার ছিল এপ্রিল ফুল দিবস। একসময় স্কুল পড়ুয়ারা প্রতি বছর ১ এপ্রিলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। তারপর ১ এপ্রিল এলে সারাদিন পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যে কথা বলে বোকা বানানোর খেলায় মেতে উঠত। সেদিন স্কুলে পড়াশোনার চেয়ে এপ্রিল ফুলের ঠাট্টাতামাশাই চলত বেশি। ক্লাসে যারা একটু গোবেচারা, ভালোমানুষ ধরনের, মূলত তারাই থাকত নিশানায়। কখনও কারও হাতে ধরিয়ে দেওয়া হত চিরকুট। তাতে লেখা থাকত, 'খুলেই তুমি করলে ভুল, জানো না আজ এপ্রিল ফুল'।

সে এক মজার দৃশ্য ছিল। নির্মল আনন্দে মেতে উঠত কিশোর-কিশোরীর দল। তা বলে তরুণ-তরুণীরা এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল, মনে করার কারণ নেই। তখন খুব জরুরি কোনও খবর পাঠাতে ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। কোনও তরুণ চাকরি সূত্রে হয়তো বাড়ি থেকে দূরে কোথাও থাকেন, হঠাৎ ১ এপ্রিল তাঁর ঠিকানায় টেলিগ্রাম গেল, 'মাদার সিরিয়াসলি ইল, কাম সুন।' মোবাইল দূরের কথা, সেই আমলে পাড়ায় পাড়ায় ল্যান্ডলাইন ছিল হাতেগোনা। খবরের সত্যি-মিথ্যা যাচাইয়ের উপায় ছিল না।

বন্ধুদের পাঠানো টেলিগ্রামে মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে সেই তরুণ হয়তো বহু ঝামেলা করে নিজের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছালেন, তখন তাঁকে দেখে মায়েরই চক্ষু চড়কগাছ। কান্না-হাসির আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি হত পরিবারে। বস্তুত সে যুগে ১ এপ্রিল ছিল বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা, মজা-তামাশা করার দিন। আট-নয়ের দশক পর্যন্ত এপ্রিল ফুলের যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তারপর থেকে ক্রমশ জৌলুস কমেছে এপ্রিল ফুল বানানোর চিরন্তন খেলার।

টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছে এই আমূল পরিবর্তন। এখন আবালবৃদ্ধবনিতার হাতে মোবাইল। স্কুল পড়ুয়াদের পাশাপাশি পরিবারের ছোট শিশুও মোবাইল নাড়াচাড়া শিখে গিয়েছে। কার্টুন, ভিডিও গেম দেখতে অভ্যস্ত সে। বিশ্বায়নের যুগে এপ্রিল ফুল তাই আগের ফর্মে নেই। এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে ওই হাসিঠাট্টার তেমন আকর্ষণ নেই। আগেকার ছেলেমেয়েদের মতো মার্চের শেষে ১ এপ্রিলের জন্য তারা হাপিত্যেশ করে বসে থাকে না।

ঠিক কবে থেকে, কোন দেশে এপ্রিল ফুলের সূচনা, তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। শোনা যায়, প্রথম এপ্রিল ফুল পালিত হয় ইউরোপে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। ঐতিহাসিকদের মতে, পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি জর্জিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করার পর এপ্রিল ফুল পালনের শুরু। ওই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫৮২ সালে প্রথম জানুয়ারি থেকে নতুন বছর শুরু হয়। তার আগে নববর্ষ ধরা হত ১ এপ্রিল। জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারকে প্রথম স্বীকৃতি ফ্রান্সের। তখন থেকেই প্রচার হয়, যারা ১ এপ্রিলে নববর্ষ পালন করবে, তাদের বোকা বলা হবে।

ছয়ের দশকে মুম্বইয়ে 'এপ্রিল ফুল' নামে একটি চলচ্চিত্র হয়েছিল। বিশ্বজিৎ-সায়রা বানু অভিনীত ওই সিনেমার গান 'এপ্রিল ফুল বানায়া তো উনকো গুসসা আয়া' ছিল সুপারহিট। তৎকালীন সমাজজীবনে এপ্রিল ফুলের গুরুত্ব বোঝাতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা। এত বছর পর এসব ভাবতে অবাক লাগে। এপ্রিল ফুল তার পূর্ব গরিমা হারিয়েছে। ছোটবেলায় সকলেরই মনে হয়, কবে বড় হব। তখন কত মজা হবে। কিন্তু বড় হয়ে পিছন ফিরে তাকালে বোঝা যায়, আনন্দ ছিল শৈশবেই। বড় হওয়ার ইচ্ছেটাই যেন এপ্রিল ফুল বানিয়ে দিয়েছে আমাদের।

অমৃতধারা

গুরু কৃপা করেন। ঈশ্বরও কৃপাময়। কিন্তু সবার আগে নিজেকেই কৃপা করতে হবে কারণ, আমাকেই তো প্রথম ঠিক করতে হবে-আমি কী চাই। সংসারের মধ্যে থেকে সত্যকে বুঝতে হবে। ঠাকুর বলেছেন, এক হাতে সংসার করো, এক হাতে তাঁকে ধরো। অর্থাৎ সংসার দুহাত দিয়ে নয়, মন-প্রাণ ঢেলে নয়, কারণ ওটা সত্য নয়। কিন্তু ঈশ্বরের কথা শুনেছ-ঈশ্বরকেও পুরো সময় দিতে পারবে না-কারণ ঈশ্বর যে পুরো সত্য, সেটা বোঝোনি। তাই দু'হাত দিয়ে দুজনকে ধরো। কোনও সময় তাঁর কৃপায়, যদি তিনি বুঝিয়ে দেন-এই আমি, তখন কিন্তু বলতে হবে না, কয় হাত দিয়ে তাঁকে ধরব। একটা দিন যখন পাবে, চেষ্টা করবে-কত সুন্দর করে এই দিনটাকে কাটানো যায়। কারণ সুন্দর-ই ভগবান।

-ভগবান

বাম শরিকদের জেদাজেদি বিস্ময়কর

বাম-কংগ্রেসে কোথাও জোট, কোথাও ঘোঁট। তার মাঝে সব জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লক-আরএসপির শক্তি শূন্যতে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

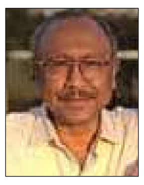

আসন বণ্টন নিয়ে বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে ঝামেলার মধ্যেই দিনদুয়েক আগে কথা হচ্ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের এক তরুণ নেতার সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'সিপিএম ভেবেছেটা কী। ওরা যা বলবে, তাই আমাদের মেনে নিতে হবে? আমরা পুরুলিয়ার আসন ছাড়ব না। তাতে যা হওয়ার, তাই হবে। সেরকম হলে বামফ্রন্ট ভেঙে যাবে।' আমি বললাম, তাহলে তো ফ্রন্ট ভাঙার দায় তোমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। ওই উত্তেজিত তরুণ নেতা বললেন, 'সে যখন ভাঙবে, তখন দেখা যাবে।'

বহুদিন পর বামফ্রন্টের শরিক দলের তরুণ তুর্কি নেতাকে সিপিএমের দাদাগিরির বিরুদ্ধে এভাবে গর্জে উঠতে দেখলাম। প্রায় আড়াই দশক হল, বামেরা রাজ্যের ক্ষমতায় নেই। পালাবদলের পর একের পর এক ভোটে বামেদের রক্তক্ষরণ হয়েছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর বামেদের মিছিল, মিটিংয়ে লোক হয়, ভিড় উপচে পড়ে। কিন্তু তার কোনও প্রতিফলন ঘটে না ভোটের মেশিনে। ফলে তারা বঙ্গ রাজনীতিতে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক। বামেদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে একটা বাইনারি তৈরি করা হচ্ছে। মিডিয়ার একাংশ দেখাতে চাইছে, বাংলায় এই দুই দল ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক দল নেই।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বামেরা বিজেপি এবং তৃণমূলের হাতে তামাক খাবে না, এমন দলকে পাশে নিয়ে নতুন পথের দিশা দেখাতে চাইছে। এমনটাই দাবি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর। কী সেই নতুন পথ? সিপিএম চাইছে কংগ্রেস, আইএসএফের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে আসন সমঝোতায় যেতে। বৃহত্তর স্বার্থে তারা তাই ফব, আরএসপি এবং সিপিআইকে তাদের ভাগ থেকে একটি করে আসন ছাড়তে অনুরোধ করেছে। সিপিএম নিজেরাও কয়েকটি আসনের দাবি ছেড়ে দেবে। গোল বেঁধেছে এখানেই। ফব এবং আরএসপি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, তারা আসন ছাড়বে না। সিপিআই অবশ্য তাদের পুরোনো আসন বসিরহাট ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের তরুণ নেতাটি যে কথা বলেছিলেন, কিছুদিন আগে বামফ্রন্টের বৈঠকে সেই কথাই ফ্রন্ট চেয়ারম্যানের মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। ওই বৈঠকে তিনি বলেন, এভাবে যদি শরিকদের আসন ছাড়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়, তাহলে আর ফ্রন্ট রেখে লাভ কী। বামফ্রন্ট ভেঙে দিলেই হয়। ফব আরও চটেছে কোচবিহার এবং পুরুলিয়ায় কংগ্রেস প্রার্থী দিয়ে দেওয়ায়। এই দুই কেন্দ্রেই ফব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। ফরওয়ার্ড ব্লক পুরোদমে প্রচারও শুরু করে দিয়েছে। বিমান নিজে কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বকে কোচবিহার কেন্দ্র থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছেন। কিন্তু প্রবীণ বাম নেতার অনুরোধ কংগ্রেস রাখেনি। এরই মধ্যে কংগ্রেসের কোনও নেতা প্রকাশ্যেই বামেদের হয়ে প্রচারে না নামার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন। ফলে বিমানের নতুন পথে চলার দিকে পদে পদে বাধা আসছে। যদিও দুই পক্ষ এখনও সমঝোতা এবং যৌথ প্রচারের ব্যাপারে আশাবাদী।

বাম জমানায় মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি অংশে, কোচবিহার, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, জলপাইগুড়ির কিছু এলাকায় ফব'র ভালো শক্তি ছিল। মুর্শিদাবাদে আরএসপিরও শক্তপোক্ত সংগঠন ছিল একসময়। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল, জয়নগরে আরএসপি খুব শক্তিশালী ছিল। আবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, মেদিনীপুরের কিছু অংশে দাপট ছিল সিপিআইয়ের। পালাবদলের পরে সব জেলাতেই বামেদের শক্তিক্ষয় হয়েছে। ভোটের হারও তলানিতে। সিপিএমের ভোট যদি ১০ শতাংশের মধ্যে থাকে, তবে আরএসপি, ফব, সিপিআইয়ের ভোট সেখানে এক শতাংশের বেশি নয়।

শরিক দলগুলির যা অবস্থা, তাতে তাদের রাজ্য দপ্তরগুলি খাঁখাঁ করে। ভোট আসছে বলে তবু পার্টি অফিসগুলোতে কিছু লোক আসেন। এমনি সময়ে লোকজনকে দেখাই যায় না। জেলায় জেলায়ও একই অবস্থা শরিক দলগুলির। পরিবর্তনের পর অনেক জেলায় সিপিএম সহ বামেদের সব শরিকের পার্টি অফিস গায়ের জোরে বন্ধ করে দিয়েছিল কিংবা দখল করে নেওয়া হয়েছিল। এখন অবশ্য সেই পরিস্থিতি নেই। শাসকদল গোষ্ঠীকোন্দল সামাল দিতে পারছে না অনেক জেলায়। ঘাটালের তারকা প্রার্থী দেব এক সভায় বললেন, তৃণমূলকে হারাতে পারে একমাত্র তৃণমূলই। তবে এসব বেশিদিন থাকবে না। ভোট যত এগিয়ে আসবে, তত এসব পিছনে পড়ে যাবে। এটা যেমন সত্যি, তেমন নানা দুর্নীতির প্রশ্নে শাসকদল এখন অনেকটাই কোণঠাসা। এখন আর তারা বাম শরিকদের অফিস দখল করার অবস্থায় নেই। তা সত্ত্বেও বাম শরিকরা এই মুহূর্তে জেলায় পার্টি অফিস খোলার সাহস দেখাতে পারছে না। লোকই নেই অফিস খোলার মতো।

এই প্রেক্ষাপটে আরএসপি, ফবর মতো শরিকরা কীসের জোরে আসন নিয়ে জেদাজেদি করছে, বোঝা মুশকিল। যেখানে যেখানে তারা লড়াই করবে, সেখানে শরিকদের নির্ভর করতে হবে সিপিএমের উপরে। এটা বাস্তব সত্য। সেটা বুঝতে হবে শরিকদের। তা না বুঝে যদি এই আসন ছাড়ব না, ওই আসন কেন ছাড়ব, এরকম একগুঁয়েমি করে শরিকরা, সেটা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারার শামিল হবে। সিপিএমের অন্দরে তা নিয়ে কথা হচ্ছে। বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য তো শনিবার বলেই ফেলেছেন, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্টের কিছু শরিকের এমন অবস্থা যে, বহু জায়গায় হয়তো তাদের ঝান্ডা ধরার লোক নেই। বিকাশের এই মন্তব্যে শরিক নেতাদের গায়ে ফোসকা পড়তে পারে, তাঁরা গোসা করতে পারেন। কিন্তু এটাই রূঢ় বাস্তব।

আবারও বলছি, এটা বাস্তব। অলীক স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবের রাস্তায় হাঁটলে আখেরে তাদেরই লাভ। লোকসভায় শূন্য, বিধানসভায় শূন্য। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও বামেদের সেই শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে। সিপিএমের তো তবু ঝান্ডা ধরার মতো কিছু লোক এখনও আছে। এবারের ভোট ফব, আরএসপি, সিপিআইয়ের মতো মেজো শরিকদের কাছেও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তারা যদি এক শতাংশ ভোটও বাড়াতে পারে, সেটাই হবে অনেক বড় ব্যাপার।

ফব'র নেতা নরেনের সুরেই আরএসপির এক প্রবীণ নেতা বলছিলেন, 'সিপিএম থাকুক কংগ্রেস, আইএসএফকে নিয়ে। তাদের আসন দিতে যখন আমাদের আসন ছিনিয়ে নিতে চায় সিপিএম, তখন আর বামফ্রন্ট থেকে লাভ কী?' শরিকরা যতই লম্বা চওড়া ভাষণ দিক না কেন, কেউ বামফ্রন্ট ছেড়ে যাবে না। এটা সিপিএম নেতারাও ভালোই জানেন। অতীতে বামফ্রন্ট সরকারে থাকার সময় অনেক ইস্যুতে সিপিএমের সঙ্গে শরিকদের মতভেদ হয়েছে। তারা সরকার এবং ফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসার হুমকি দিয়েছে, নাটক করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও শরিকই সরকার ছাড়েনি, মন্ত্রিত্ব ছাড়েনি, বামফ্রন্ট ছাড়েনি। তখন ক্ষমতা একটা বড় ব্যাপার ছিল। এখন সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। শরিকরাও জানে, ফ্রন্ট ছাড়া গতি নেই। যেমন কানু ছাড়া গীত নাই।

কোচবিহারে যখন ফব এবং কংগ্রেসের মধ্যে আড়াআড়ি লড়াই হচ্ছে, ঠিক তখন মুর্শিদাবাদে সিপিএম এবং কংগ্রেসের কোলাকুলি চলছে। বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী পাশের মুর্শিদাবাদে সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমের হয়ে প্রচারে নামছেন। সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকায় নেমেছিল সিপিএম। দুই দলের নজরদারির ফলে এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভোটের সময় দাঁত, নখ বার করার সাহস দেখাতে পারেনি। সাগরদিঘিতে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। শনিবারই উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বেলেঘাটায় কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্যের সমর্থনে মিছিলে এবং সভায় যোগ দেন বিমান বসু এবং দলের কলকাতা জেলার নেতারা। ছিলেন বাম শরিক দলের নেতারাও। প্রশ্ন উঠছে, দিল্লি, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় কংগ্রেস, সিপিএমের এত মাখামাখি, আবার কোচবিহারে বাম শরিক ফব'র সঙ্গে কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই। এতে অন্য বার্তা যাবে না তো? উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ।

(লেখক সাংবাদিক)

> **শরিক দলগুলির যা অবস্থা, তাতে তাদের রাজ্য দপ্তরগুলি খাঁখাঁ করে। ভোট আসছে বলে তবু পার্টি অফিসগুলোতে কিছু লোক আসেন। এমনি সময়ে লোকজনকে দেখাই যায় না। জেলায় জেলায়ও একই অবস্থা শরিক দলগুলির। পরিবর্তনের পর অনেক জেলায় সিপিএম সহ বামেদের সব শরিকের পার্টি অফিস গায়ের জোরে বন্ধ করে দিয়েছিল কিংবা দখল করে নেওয়া হয়েছিল। এখন অবশ্য সেই পরিস্থিতি নেই।**

আজ

১৬২১

শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুরের জন্ম ১৬২১ সালে আজকের দিনে।

১৯৩৭

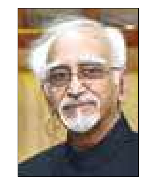

১৯৩৭ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি।

আলোচিত

ইংরেজদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন লর্ড ক্লাইভের বন্ধু হয়ে ওঠেন একজন। বাংলায় স্বাধীনতা যুদ্ধকে খতম করতে চান। ক্লাইভের সেই বন্ধুর নাম টেনে এনেছে বিজেপি। মোদিবাবু কি ইতিহাস ভুলে গেলেন?

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

অন্ধ্রপ্রদেশের এক জঙ্গলে বন দপ্তরের কর্মীরা গাছের গুঁড়ি কাটছিলেন। যত কাটেন, তত জল বেরোতে থাকে গুঁড়ি থেকে। পাপিকোন্ডা জাতীয় পার্কের ছবিটি নিমেষে ভাইরাল। গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম ফাইকাস মাইক্রোকার্পা।

ভাইরাল/২

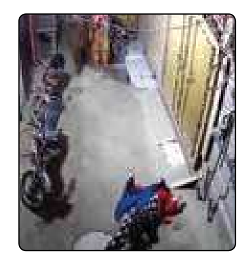

পাক পঞ্জাবের লাহোরে এক মহিলা মুরগির মাংস রান্না করছিলেন। সেই রান্না তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের পছন্দ হয়নি। রেগে গিয়ে তাঁরা ওই মহিলাকে ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দেন। ভিডিওটি ভাইরাল। পুলিশ মহিলার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে।

জনমন জনমত

স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কারের দায়িত্ব আসলে কার?

২৯ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ক্লাস ছেড়ে ঝাড়ু হাতে পড়ুয়ারা' শীর্ষক খবরটি সাংবাদিক বন্ধু একটু অন্যভাবে লিখতে পারতেন, তবে সেটি কেবল সময়ের নিরিখে। কারণ ক্লাস চলাকালীন সময়ে যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভুল করেছেন।

কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যদি স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে থাকে সেটা কোনও অপরাধ নয়। তাদের সঙ্গে যে শিক্ষিকা ছিলেন তিনি ঠিক কাজই করেছেন। কারণ, ছাত্রছাত্রীরা যেখানে খেলা করবে সেই জায়গাটা পরিষ্কার রাখা শিক্ষকের যেমন দায়িত্ব, তেমনই ছাত্রছাত্রীদেরও নিজেদের কর্তব্য। সাংবাদিক বন্ধু হয়তো জানেন না স্কুলে একটি শিশু সংসদ আছে এবং সেই শিশু সংসদে একজন সাফাই মন্ত্রী রয়েছে, যে অন্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রুটিন করে সাফাই করে থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা সেটাই তদারকি করেন।

এখানে ঠিক বিষয়ের অপব্যাখা হয়েছে। কিছু অভিভাবকও অভিযোগ করেছেন। স্কুল পরিষ্কার রাখা বা শিশুর নিজের অঙ্গ পরিষ্কার রাখা এটি শিক্ষকরাই শেখান। আমরা মনীষীদের কাছ থেকেও নিজের হাতে কাজ করার কথা শিখেছি।

শুধু মাঠ ঝাড়ু দেওয়া নয় প্রয়োজনে শিশু টয়লেটও পরিষ্কার করবে। কারণ সে যদি এইসব কাজ নিজের হাতে করে থাকে তাহলে সে নিজে সমৃদ্ধ হবে এবং অন্যকেও সমৃদ্ধ করবে। তার বাড়ির টয়লেটও সে নিজের হাতে পরিষ্কার করবে। পাশাপাশি বাড়ির পাশের নর্দমা পরিষ্কার করবে, তাতে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে সক্ষম হবে।

তাছাড়া সাংবাদিক বন্ধুর বা অভিভাবকদের জেনে রাখা দরকার, যে রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে কোনও স্কুলে ঝাড়ুদার বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নেই, সেখানে কাজটা কে করবে? শিক্ষকরা করবেন? কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, প্রায় অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকরাই সেই কাজ করে থাকেন। কাজেই এই ধরনের সংবাদ প্রচারের আমি বিরোধিতা করি। এটা শিক্ষককুলের অপমান, এতে শিক্ষকদের পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটে।

অভিভাবকদের কাছেও অনুরোধ, আপনারা স্কুলের বিভিন্ন সভাতে গিয়ে এই বিষয়ে সহযোগিতা করবেন। জানবেন আপনার ছাত্রের ভবিষ্যৎ শিক্ষকরাই গড়ে তোলেন।

প্রহ্লাদকুমার বিশ্বাস
অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক, নকশালবাড়ি।

পড়ুয়ারা স্কুল সাফ করতেই পারে

উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ঝাড়ু হাতে পড়ুয়ারা' শীর্ষক সংবাদ পড়ে খুব ভালো লাগল। বিদ্যালাভ, খেলা, শরীরচর্চা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষের জীবনের অঙ্গ। আরও বেশি ভালো লাগল যে, একজন শিক্ষিকার পর্যবেক্ষণে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের স্বচ্ছতা বজায় রাখছে। কোনও অফ পিরিয়ডে ছাত্ররা যদি প্রাথমিক স্তরেই স্বচ্ছতার বিষয়ে সজাগ হয়ে ওঠে, তাহলে আমরা অচিরেই স্বচ্ছ পরিবার, স্বচ্ছ বাংলা, স্বচ্ছ ভারত ও একটি স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন পৃথিবী পেতে পারি।

এই ধরনের সংবাদ ইতিবাচকভাবে পরিবেশন করলে প্রত্যেক বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীরা গর্বিত বোধ করবেন। আমাদের সন্তানরা স্কুলে শুধু বিদ্যালাভই নয়, স্বচ্ছতার পাঠও নেয়। এভাবেই আমাদের আগামী প্রজন্ম একটা গঠনমূলক দেশ, গঠনমূলক জাতি ও গঠনমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

ধনঞ্জয় পাল, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

বোকা মানেই সবসময় বোকা থাকা নয়

এপ্রিল ফুলের দিন নতুন করে বোকা হওয়ার সংজ্ঞাকে খুঁটিয়ে দেখা উচিত। ভারতে বোকা থাকার সংজ্ঞা পালটে যায়।

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

কে চায় যেচে বোকা হতে? বাজারের ভাষায় মুরগি হতে? আর এমন কোথায় লেখা আছে ভালো মানেই বোকা জোলা আর চালাকরা সব দুষ্টু শেয়াল? (উপেন্দ্রকিশোরের গল্প মনে পড়ে নিশ্চয়ই!)

কে করল এমন তরল ক্ল্যাসিফিকেশন আর কেনই বা? পয়লা এপ্রিল এবং এপ্রিল ফুলের প্রেক্ষাপটে ভারতকে রেখে এই প্রশ্নগুলো আরও মনে হয়। এই দেশে স্বাধীনতার পর থেকে একটা বিশাল সংখ্যক মানুষকে তো বোকা বানিয়েই রাখা হয়েছে। মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সমাধান চিন্তাও কোনওদিন তাদের একত্র করতে পারেনি। এক হতে পারেনি বলেই তারা অনেকাংশে শাসিত হয়েছে অযোগ্য শাসকের দ্বারা।

হ্যাঁ, মানছি সেসব শাসকের একমাত্র যোগ্যতা ছিল তারা এই জনগণের থেকে অনেক চালাক। কিন্তু সাধারণ মানুষ বোকাই থেকে যাবে চিরকাল, শোষিত হবে শাসিত হবে এ কেমন চাওয়া ? এটা কেন প্রোমোট করছি আমরা? কার স্বার্থে? কেনই বা এমন পেছন ফেরা চিন্তা প্রোমোট করা হয়? জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে সচেতনতা যোগ হলে কোনও মানুষ আর বোকা থাকে না। হৃদয়ে আলো জ্বললে ভালোবাসতে শেখে।

যে মানুষ সুস্থ চিন্তা চেতনা উদারতা এবং মানবিকতার চর্চা করে, সে মানুষ শয়তান নয় বা দুষ্ট নয়। সে কখনও অন্যকে কষ্ট দেয় না বা বঞ্চিত করে না, ঠকায় না। এই সামান্য কথাটা কেন সরাসরি বলতে পারি না একটি শিশুকে ? একদা যে শিশুটি বলেছিল, 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?' সেও তো সরলই ছিল আসলে। এটাও কি বোকামি তবে? যে 'সং অফ ইনোসেন্স' এবং 'সং অফ এক্সপেরিয়েন্স' আমরা পড়ি, সেখানে ল্যাম্ব মানে ভেড়া এবং শিশু সারল্যের প্রতীক। সে যিশুখ্রিস্টের প্রতিরূপ। যে মানবসভ্যতার ভালোর জন্য প্রাণ দেবে। আর যে বাঘ, সে তার ভয়ানক হিংস্রতা কুটিলতার প্রতীক। সে আসলে মানুষের বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা দূষিত হয়ে যাওয়ারও প্রতীক। জীবন সংকট তাকে জটিল করে তোলে।

অধিকাংশ শিশু সরল এবং সত্যবাদী। কিন্তু তারা বোকা হোক একদম চাইবেন না কেউ। সে ন্যায় শিখুক। প্রতিবাদ শিখুক। প্রতিরোধ শিখুক। পিতৃপুরুষের অপমান বঞ্চনার প্রতিশোধ নেওয়া শিখুক। শিখুক ক্ষমা করাও। ক্ষমা এবং উদারতাও কিন্তু বোকামি নয় কোনও অর্থেই। আমাদের অভিধানে বোকা মানে ভালো নিশ্চয়ই নয়। ছিল না। আমরা যারা নতুন প্রজন্মকে এমন ভুল অর্থ শেখাচ্ছি তারা আসলে কী চাইছি? নতুন প্রজন্মকে ক্ষমতা এবং বলদর্পীর হাতের পুতুল করে তৈরি করতে চাওয়াটা অন্যায়। যেখানে প্রশ্ন থাকবে না? চেতনা থাকবে না? শিশুরা বড় হয়ে অনেক কিছু হতে চায়। আজ যে বোকা হতে চাইছে, কাল সে ভগৎ সিংয়ের মতো বা রবিন হুডের মতো হতে চায়। এপ্রিল ফুলের দিন বলা যায়, মানুষ সৎ সহজসরল সত্যবাদী হোক। যুক্তিনিষ্ঠ হোক। বোকা মানে কিন্তু সবসময় বোকা হওয়া নয়।

(লেখক সাহিত্যিক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৯৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যিনি কথা বলছেন না ৪। আমার - খোঁজ করো শুধু সূর্যোদয়ের পথে ৫। একটি ফলের নাম ৭। মারা গেলে যে আধার কাজে লাগে ৮। যে বিষয়ে অনুমতি মেলেনি ৯। কৌশল করা বা চালাকি ১১। অভীষ্ট বা মনে মনে চাওয়া ১৩। খারাপ জিনিস ১৪। রুদ্রবীণা ১৫। যার কোনও উপায় নেই।

উপর-নীচ : ১। নিন্দে করাই যার কাজ ২। নরম নয় খুব শক্ত ৩। যাওয়া-আসা ৬। রাশিচক্রের একটি, গঙ্গার বাহন ৯। লোহার সামগ্রী নির্মাতা ১০। সুফি সাধকের মৃত্যুবার্ষিকীতে মাজার পরিদর্শন ১১। কাঁটাওয়ালা গাছ যার আঠা খাওয়া যায় ১২। এক ধরনের কাপড়।

সমাধান ■ ৩৭৯৫

পাশাপাশি : ১। দরদাম ৩। কামান ৫। কমলাকর ৭। মউল ৯। অকালি ১১। মালাইচাকি ১৪। মরম ১৫। বারান্তর।

উপর-নীচ : ১। দহরম ২। মড়ক ৩। কামলা ৪। নহর ৬। করকা ৮। উদলা ১০। লিপিকর ১১। মালুম ১২। ইনাম ১৩। কিংবা।

বিন্দুবিসর্গ

আদবানির বাড়ি গিয়ে ভারতরত্ন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : লোকসভা ভোটের বছরে ভারতরত্ন সম্মান পেলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি। রবিবার তাঁর দিল্লির বাড়িতে গিয়ে সম্মান প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এছাড়া প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুও ভারতরত্ন প্রদানের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন।

আদবানিকে ভারতরত্ন সম্মান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। পাশে প্রধানমন্ত্রী মোদি।

রাষ্ট্রপতির তরফে আদবানিকে সম্মান জানানোর ছবি প্রকাশের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছে, ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিক আদবানি ৭ দশকের বেশি সময় ধরে অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে জাতির সেবা করেছেন। ১৯২৭-এ করাচিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ভারতে আসেন। নিজস্ব সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কয়েকদশক ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, 'জরুরি অবস্থা যখন ভারতীয় গণতন্ত্রকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল তখন তাঁর অদম্য প্রতিরোধ শক্তি কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে প্রতিহত করতে সাহায্য করেছিল।'

জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বের অন্যতম দাবিদার লালকৃষ্ণ আদবানি। তবে ২০১৪-র পর থেকে দলে তাঁর প্রভাব ধীরে ধীরে কমছিল। তাঁকে মার্গদর্শন মণ্ডলীতে রাখা হলেও গত কয়েকবছরে ওই কমিটির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনেও তাঁকে দেখা যায়নি। মোদি জমানায় বিজেপিতে আদবানি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন বলে বহু বিতর্ক হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর বাড়ি গিয়ে খোদ রাষ্ট্রপতির ভারতরত্ন সম্মান তুলে দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

'ম্যাচ ফিক্সিং'-এ বিদ্ধ মোদি

কমিশনকে পাঁচ দফা দাবি ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠল ইন্ডিয়া জোট। পাটনা, মুম্বইয়ের পর রবিবার নয়াদিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের তরফে 'লোকতন্ত্র বাঁচাও মহার‍্যালি'র আয়োজন করা হয়েছিল। ওই মঞ্চ থেকে মোদির বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিং করে ৪০০ আসন জেতার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এর পাশাপাশি আসন্ন ভোটযুদ্ধে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সুনিশ্চিত করা, বিরোধীদের বিরুদ্ধে আয়কর দপ্তর, ইডি, সিবিআইকে ব্যবহার করা, হেমন্ত সোরেন ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া, বিরোধীদের আর্থিকভাবে কণ্ঠরোধ বন্ধ করা এবং সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে বিজেপির তোলাবাজি চক্রের তদন্তে সিট গঠনের মতো পাঁচ দফা দাবিও পেশ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে।

গণতন্ত্র বাঁচাও- রামলীলা ময়দান থেকে অঙ্গীকার ইন্ডিয়া'র। সোনিয়া-রাহুলের পাশে খাড়গে-পাওয়ার-মান-ফারুক। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

এদিনের মঞ্চে হাজির কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি ম্যাচ ফিক্সিং করে নির্বাচনে জিতে সংবিধান বদলাতে চাইছেন। খেলোয়াড়দের কিনে, ক্যাপ্টেনকে ভয় দেখিয়ে, আম্পায়ারের ওপর চাপ দিয়ে এবং ইভিএমের ওপর নির্ভর করে ৪০০ আসন পারের স্লোগান তোলা হচ্ছে। অথচ বাস্তব হল, সবকিছু মিলিয়েও ওঁরা ১৮০ আসন পার করার অবস্থায় নেই। এবারের নির্বাচন শুধু সরকার তৈরির নির্বাচন নয়। এটা দেশ এবং সংবিধান রক্ষা করার নির্বাচন।' কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়েও তোপ দাগেন রাহুল। নরেন্দ্র মোদি একনায়কতন্ত্রের বিচারধারা মেনে চলছেন বলে এদিন অভিযোগ করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। আরএসএসকে বিষের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি। অপরদিকে প্রিয়াংকা বলেন, 'যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন আমি তাঁদের বলতে চাই, ক্ষমতা চিরকাল থাকে না। অহংবোধও ভেঙে যায় একদিন।'

পাটনা ও মুম্বইয়ে না থাকলেও এদিন রামলীলা ময়দানে ছিলেন তৃণমূলের দুই প্রতিনিধি ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সাগরিকা ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মতানৈক্যকে পাশে সরিয়ে ডেরেক বলেন, 'মোদির গ্যারান্টির ওয়ারেন্টি শূন্য। আমি একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই, তৃণমূল ইন্ডিয়া জোটে ছিল, আছে, থাকবে। এটা বিজেপি বনাম গণতন্ত্রের লড়াই।' অন্য নেতানেত্রীদের পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও সভামঞ্চের এলইডি স্ক্রিনে বারবার ফুটে উঠছিল। পুলওয়ামা কাণ্ডে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও জানান ডেরেক।

> নরেন্দ্র মোদি ম্যাচ ফিক্সিং করে নির্বাচনে জিতে সংবিধান বদলাতে চাইছেন। এবারের নির্বাচন শুধু সরকার তৈরির নির্বাচন নয়। এটা দেশ এবং সংবিধান রক্ষা করার নির্বাচন।
>
> **রাহুল গান্ধি**

> মোদির গ্যারান্টির ওয়ারেন্টি শূন্য। আমি একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই, তৃণমূল ইন্ডিয়া জোটে ছিল, আছে, থাকবে। এটা বিজেপি বনাম গণতন্ত্রের লড়াই।
>
> **ডেরেক ও'ব্রায়েন**

রবিবাসরীয় সমাবেশে বিজেপি ও মোদির বিরুদ্ধে সুর চড়ান শারদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে, ফারুক আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদব, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজার মতো অন্যান্য ইন্ডিয়া জোটের নেতানেত্রীরাও। এদিন অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং হেমন্ত সোরেনের আসন ফাঁকা রেখে প্রতীকি বার্তা দেওয়া হয় বিজেপিকে। তবে কেজরির স্ত্রী সুনীতা এবং হেমন্তের পত্নী কল্পনাও উপস্থিত ছিলেন। সুনীতা বসেছিলেন সোনিয়া গান্ধির ঠিক পাশে। ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনও।

বিরোধীদের আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, 'বিরোধীরা নিজেদের দুর্নীতি ঢাকার জন্য এই মহার‍্যালির আয়োজন করেছে।'

টুকরো খবর

লাল কার্পেটে রাশ

বেহাল অর্থনীতি। সরকারি ভাঁড়ার প্রায় খালি হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তাই যেন তেন প্রকারেণ খরচ কমাতে মরিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সম্প্রতি এক সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁকে লাল কার্পেট পেতে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। তা দেখেই রেগে যান শাহবাজ। উপস্থিত সরকারি আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দেন, আর্থিক সংকটে ভুগছে দেশ। এমন সময় সরকারি অনুষ্ঠানে লাল কার্পেটের পিছনে খরচ বিলাসিতা। আগামীদিনে যেন এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে আর লাল কার্পেট ব্যবহার করা না হয়।

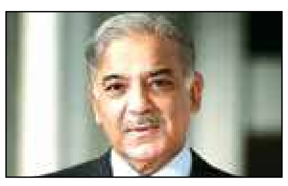

অটোভাড়া ৭ কোটি

কর্মস্থলে যেতে অন্য দিনের মতো উবের অটো বুক করেছিলেন নয়ডার বাসিন্দা দীপক টেঙ্গুরিয়া। সাধারণত ওই রুটে তাঁর ভাড়া পড়ে ৬২ টাকা। গন্তব্যে পৌঁছোনোর পর ক্যাব সংস্থার তরফে তাঁর মোবাইলে ভাড়া বাবদ টাকার যে অঙ্ক পাঠানো হয় তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ দীপকের। সেখানে লেখা, গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়ে তাঁর কাছে অটোওয়ালার পাওনা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ভাড়ার সেই স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন দীপক।

পাক মুখে ইন্ডিয়া জিন্দাবাদ

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন যতই তীব্র হোক না কেন বিপদের সময় প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না ভারত। সেই নীতি মেনেই সম্প্রতি সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে ২৩ জন পাক নাগরিককে উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌসেনা। কৃতজ্ঞ পাকিস্তানীদের 'ইন্ডিয়া জিন্দাবাদ' স্লোগান সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। নৌসেনা জানিয়েছে, ২৮ মার্চ আল কাম্বার নামে ইরানের একটি ভেসেলকে নিশানা করেছিল জলদস্যুরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেয় নৌবাহিনীর ২টি যুদ্ধজাহাজ। আরব সাগরের সোকোত্রা থেকে ৯০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভেসেলটির খোঁজ মেলে। ততক্ষণে জাহাজের দখল নিয়েছে দস্যুরা। নাবিকদের বন্দি করেছিল তারা। কয়েকঘণ্টার তীব্র লড়াইয়ের পর জাহাজটিকে মুক্ত করেন ভারতীয় নৌসেনার কমান্ডো বাহিনী। ৯ জলদস্যু আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ওই জাহাজেই কাজ করতেন ২৩ জন পাক নাগরিক। তাঁদের মুক্ত করেন ভারতীয় নৌসেনারা। বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে ভারতের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন কৃতজ্ঞ পাকিস্তানিরা।

কংগ্রেসকে বিঁধতে নয়া অস্ত্র মোদির

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : মোদি সরকার 'ম্যাচ ফিক্সিং' করে ২০২৪-এর ভোট জিততে চাইছে বলে অভিযোগ করেছে ইন্ডিয়া জোট। তার জবাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সুরক্ষার সঙ্গে আপস করার পালটা অভিযোগ তুলেছেন মোদি। পাশাপাশি রবিবার উত্তরপ্রদেশের মিরাট থেকে নির্বাচনি প্রচার শুরু করেন তিনি। সেখানে মোদি বলেন, 'বিরোধীদের কাজ হল দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাও। কিন্তু আমার কাজ হল দুর্নীতিগ্রস্তদের হটাও।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়ে লড়ছি বলেই, ইন্ডিয়া জোট তৈরি করা হয়েছে। ওঁরা ভাবছেন এসব করে মোদিকে ভয় দেখানো যাবে। কিন্তু আমার কাছে ভারতই হল আমার পরিবার। দুর্নীতিগ্রস্তদের থেকে আমি আমার পরিবারকে রক্ষা করতে পদক্ষেপ করছি। আমি দেশকে দুর্নীতিগ্রস্তদের থেকে বিশাল লড়াই লড়ছি বলেই ওঁরা আজ গারদের আড়ালে চলে গিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট থেকেও জামিন পাচ্ছেন না তাঁরা।'

> নতুন তথ্য থেকে জানা গিয়েছে কংগ্রেস নির্বোধের মতো কাচ্চাথিভু ছেড়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা প্রতিটি ভারতীয়কে ক্ষুব্ধ করেছিল এবং মানুষের মনে একটি ধারণা মজবুত হয়ে গিয়েছে। আমরা কংগ্রেসকে কখনও বিশ্বাস করতে পারি না।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

পরে একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদি বলেন, 'আমি নিজেকে কেউকেটা ভাবিনা। আমার রাজনীতির বিচারবুদ্ধি হল, কংগ্রেসের অন্দরে আজও বহু বরিষ্ঠ নেতা রয়েছেন। মতাদর্শে বিশ্বাসী রয়েছেন। তাঁদের কথা শোনা দরকার। বোঝা দরকার। ওঁদের কথা শুনলেও কংগ্রেসের ভালো হবে।' নির্বাচনি বন্ড ইস্যুতে তিনি বলেন, 'এতে বিরোধীরাই পস্তাবে। ২০১৪-র আগে যা নির্বাচন হয়েছে তার টাকা কোথা থেকে এসেছিল। এখন সবকিছু জানা যাচ্ছে কারণ নির্বাচনি বন্ড রয়েছে বলেই। বিষয়টি শোধরানো সম্ভব।'

ইন্দিরা জমানায় শ্রীলঙ্কাকে দ্বীপ হস্তান্তর

একটি আরটিআই আবেদনে জানা গিয়েছে, ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির সরকার শ্রীলঙ্কার হাতে কাচ্চাথিভু দ্বীপটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে সেই ঘটনার উল্লেখ করে মোদি কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'নতুন তথ্য থেকে জানা গিয়েছে কংগ্রেস নির্বোধের মতো কাচ্চাথিভু ছেড়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা প্রতিটি ভারতীয়কে ক্ষুব্ধ করেছিল এবং মানুষের মনে একটি ধারণা মজবুত হয়ে গিয়েছে। আমরা কংগ্রেসকে কখনও বিশ্বাস করতে পারি না।'

নদীতে জল ঢালছেন কৃষক

বেঙ্গালুরু, ৩১ মার্চ : মুশকিল আসান হয়ে উঠেছেন এক কৃষক। না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। গরম পড়তে না পড়তেই কর্ণাটকের হাভেরি জেলায় সাঙ্গুরু গ্রামে তুঙ্গভদ্রার শাখানদী বরদা শুকিয়ে খাক হয়ে যাওয়ায় নদীটিকে বাঁচাতে ভুবনেশ্বর শিদলাপুর নামে কৃষক তাঁর কুয়ো থেকে পাম্প করে জল দিচ্ছেন নদীতে। জল পান করে বেজায় স্বস্তিতে প্রাণী ও পাখিরা।

ভুবনেশ্বর জানিয়েছেন, গবাদি পশু, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর কষ্ট দেখে তাদের তৃষ্ণা মেটাতে কুয়ো থেকে পাম্প করে বরদা নদীতে জল ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর নিয়মিত চেষ্টায় নদীটি আংশিকভাবে জলপূর্ণ। পাখিরা তার চারপাশে উড়ছে। আসছে প্রাণীরাও। তিনি জেলার উপকমিশনারকে সাঙ্গুরুতে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছেন। তা হলে সারাক্ষণ পাম্প চালু রেখে কুয়ো থেকে জল সরবরাহ করতে পারবেন।

ইন্ডিয়া মঞ্চে উত্তরণ সুনীতার

'কেজরিকে চিরকাল আটকে রাখা যাবে না'

তাঁদের স্বামীরা এখন জেলে। ইন্ডিয়া জোটের সভায় অন্যতম আকর্ষণ হেমন্ত সোরেন ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী। রবিবার। নয়াদিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইডি হেপাজতে যাওয়ার পর থেকে স্বামীর মঞ্চ ব্যবহার করে একটু একটু প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনীতা। আপ শিবিরে জনপ্রিয়তা অর্জনের পাশাপাশি এবার ইন্ডিয়া জোটের মঞ্চেও উত্তরণ ঘটল সুনীতা কেজরিওয়ালের। রবিবার রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের তরফে 'লোকতন্ত্র বাঁচাও র‍্যালি'র আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, শারদ পাওয়ার, ফারুক আবদুল্লা, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদবদের মতো বিরোধী শিবিরের রথী-মহারথীরা হাজির ছিলেন। তাঁদের মাঝে কেজরিওয়াল-ঘরনি যেভাবে ইডি হেপাজতে বন্দি স্বামীর বার্তা তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপিকে নিশানা করেন তাতে প্রচারের আলো অনেকটাই শুষে নিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

রাজনীতিতে আনকোরা সুনীতা এদিন ইন্ডিয়ার মঞ্চে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের লিখিত বার্তা পাঠ করার আগে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমার স্বামীকে জেলে ঢুকিয়েছেন। উনি কি ঠিক কাজ করেছেন? বিজেপির লোকজন বলছেন কেজরিওয়াল যেহেতু জেলে রয়েছেন তাই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। উনি কেন পদত্যাগ করবেন? আপনাদের কেজরিওয়াল একজন সিংহ। ওঁকে চিরকাল জেলে আটকে রাখা যাবে না।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে সুনীতা বলেন, আমি আজ ভোট চাইছি না। আমি ১৪০ কোটি ভারতীয়কে নতুন ভারত গড়ার আহ্বান জানাচ্ছি।' ইন্ডিয়াকে জেতানোর বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি জোটের তরফে ৬টি গ্যারান্টির কথাও বলেছেন কেজরিওয়াল। সেই কথা উদ্ধৃত করে সুনীতা বলেন, 'আমি ইন্ডিয়া জোটের তরফে ৬টি গ্যারান্টির কথা তুলে ধরছি। সারাদেশে আর কখনও লোডশেডিং হবে না। গরিব মানুষকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। প্রত্যেক গ্রামে সরকারি স্কুল তৈরি করা হবে। প্রত্যেক গ্রামে আমরা মহল্লা ক্লিনিক গড়ব। প্রত্যেক জেলায় মাল্টিস্পেশালিটি সরকারি হাসপাতাল তৈরি করব আমরা।'

> আপনাদের কেজরিওয়াল একজন সিংহ। ওঁকে চিরকাল জেলে আটকে রাখা যাবে না।
>
> **সুনীতা কেজরিওয়াল**

সুনীতা বলেন, 'স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষকদের ফসলের সঠিক দাম দেওয়া হবে। দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে। পাঁচ বছরে আমরা এই ৬টি গ্যারান্টি পূরণ করব। এর জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে তার পরিকল্পনাও করে ফেলেছি। জেলে থেকে আমার সংকল্প আরও মজবুত হয়েছে। আমি শীঘ্রই বাইরে আসব।'

হিমন্তের হুঁশিয়ারি

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ : লোকসভা ভোটের মুখে এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলের সঙ্গে বিয়ে করা নিয়ে তর্জায় জড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিবাহিত আজমলকে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, আরও বিয়ে করতে চাইলে ভোটের আগেই সেটা সেরে ফেলুন, ভোটের পর করলে গ্রেপ্তার হতে পারেন।

বাগযুদ্ধের সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। গতবারের মতো এবারও ধুবড়ি কেন্দ্র থেকে লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন আজমল। এক জনসভায় আজমল বলেন, 'কংগ্রেসের লোকজন ও প্রার্থী বলছেন আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার এখনও এত শক্তি আছে যে আরও একটি বিয়ে করতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী না চাইলেও করতে পারব।'

আজমলের কথার রেশ ধরে হিমন্ত বলেন, 'তাঁর এখনই বিয়ে করা উচিত। ভোটের পর অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর হবে। আরও ২-৩টি বিয়ে করতে পারেন। তবে আমরা ভোটের পর বহুবিবাহ বন্ধ করে দেব। খসড়া তৈরি রয়েছে। তখন ফের বিয়ে করলে গ্রেপ্তার হবেন।'

আজ টিভিতে

কনস্টেবল মঞ্জু শুরু হচ্ছে **সান বাংলায়**। রোজ রাত ৮.৩০টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.০০ মিলি, ১০.৩০ মন দিতে চাই, ১১.০০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুরাধা, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

আকাশ আটে দুপুর ১.৩০টায় **রাঁধুনিতে** পারমিতা পাল শেখাবেন ম্যাজিকাল চিকেন ক্যালডাইন কারি এবং নীলগিরি আই।

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ দ্য একেন, দুপুর ১২.৫০ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.২০ পাগলু ২, সন্ধ্যা ৭.১৫ হিম্মত, রাত ১০.১৫ দাদা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মায়ের আঁচল, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ ঘরজামাই, সন্ধ্যা ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ প্রেম আমার

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ কিশোর কুমার জুনিয়ার, দুপুর ১.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৩.৫৫ আশ্রয়, সন্ধ্যা ৬.০৫ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ৮.৩৫ বৌরানি, রাত ১১.৫০ বৌদি ক্যান্টিন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল

জলসা মুভিজে 'সকাল ১০টার ব্লকবাস্টারে' **দ্য একেন**।

ভারতীয়রা সাইবার ক্রীতদাস কাঠগড়ায় কম্বোডিয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : বিদেশে মোটা বেতনের চাকরির সুযোগ নাকি ফাঁদ। সচ্ছলতার আশায় প্রবাসে গিয়ে প্রতারণার শিকার ভারতীয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সম্প্রতি চাকরির নামে রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে ভারতীয়দের জোর করে সেদেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করার বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে। এবার কম্বোডিয়াতে চাকরি-প্রতারণার শিকার ভারতীয়রা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, অন্তত ৫ হাজার ভারতীয়কে কম্বোডিয়ায় জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁদের সাইবার অপরাধে যুক্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভারতীয়দের সঙ্গে কার্যত ক্রীতদাসের মতো আচরণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

বিষয়টি নজরে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে বিদেশমন্ত্রক। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত আড়াইশোর বেশি ভারতীয়কে কম্বোডিয়া থেকে উদ্ধার করে দেশে ফেরানো হয়েছে। তবে সেখানে আটকে থাকাদের তুলনায় দেশে ফেরাদের সংখ্যা নগণ্য। আটক ভারতীয়দের অভুক্ত অবস্থায় রোজ ১২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামের অবকাশ নেই। বিদেশে থাকা ভারতীয়দের দিয়ে এদেশে সাইবার প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে গত বছরের শেষ দিকে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের এক আধিকারিক অভিযোগ করেন সাইবার অপরাধীরা তাঁর ৬৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওড়িশার রাউরকেল্লা পুলিশ কম্বোডিয়ায় ভারতীয়দের অভিবাসনের সঙ্গে যুক্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জেরা করে কম্বোডিয়ায় ভারতীয়দের সাইবার প্রতারণায় শামিল হতে বাধ্য করার বিষয়টি জানা যায়।

একটি সাইবার অপরাধ চক্রেরও হদিস মিলেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, 'আমরা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। আরও ১৬ জনের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে অভিবাসন দপ্তর কম্বোডিয়া থেকে আসা দু'জনকে আটক করেছে। হরিশ কুরাপতি এবং নাগা বেঙ্কট নামের ওই তরুণদের জেরা করা হচ্ছে।' বিদেশমন্ত্রকের তরফে কম্বোডিয়ার ভারতীয় দূতাবাসকে এই ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

জানেন কি

জাপানের রাস্তায় কোনও ডাস্টবিন থাকে না, এমনকি ডাম্পিং গ্রাউন্ড পর্যন্ত নেই। কারণ, জাপানিরা সব বর্জ্য রিসাইকেল করে ফেলেন। আর যা রিসাইকেল করা যায় না সেগুলো নিপুণভাবে একটি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

রবিবার ঝড়ের প্রভাব উত্তরের জেলায়। কোচবিহারের কুর্শামারিতে ভেঙে পড়ে ঘর। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মাহুতপাড়ায়। ভয়ংকর ধ্বংসলীলা আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে। ছবিগুলি তুলেছেন ঃ বুল নমদাস, অনসূয়া চৌধুরী ও অভিজিৎ ঘোষ

সব বুথেই বাহিনী পাঠানোর উদ্যোগ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ মার্চ : উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রাখা নিশ্চিত করতে তৎপরতা শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনে। কমিশনের স্থির বিশ্বাস, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা যাবেন। পাঁচ হাজারের বেশি বুথ রয়েছে ওই তিন জেলায়। সব বুথে ভোটের নিরাপত্তা দিতে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো কোম্পানি প্রয়োজন। এরিয়া ডমিনেশন ও মানুষের মনে আস্থা বাড়াতে কিছু কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ওই জেলায় রুটমার্চের কাজে রয়েছেন।

উত্তরে প্রথম দফার ভোটে কমপক্ষে দু'শো কোম্পানি আনার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে কমিশনের যা কথাবার্তা হয়েছে তাতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার কেন্দ্রীয় বাহিনী এরাজ্যে আসবে। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ভোট করতে কমিশন সর্বোচ্চ প্রায় ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভোটের দিন ঘোষণার আগেই পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে কমিশন।

উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার ভোট শুরু ১৯ এপ্রিল। তাই কমিশন চেষ্টা করছে উত্তরবঙ্গে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে। রাজ্যের বিরোধী দলগুলির দাবি নিয়ে প্রথম থেকে চাপে কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার কমিশনের ফুলবেঞ্চ নিয়ে কলকাতায় এসে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকেই রাজ্যে বিরোধীদলগুলির তরফে ভোটের সময় সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি জানানো হয়। এসব দিক বিচার বিবেচনার পর ভোটের সময় পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।

দাম বাড়ছে ওষুধের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : ১ এপ্রিল থেকে দেশে ৮০০ রকমের ওষুধের দাম বাড়ছে। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, পেইনকিলার, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাল, ম্যালেরিয়া, টাইপ-২ ডায়াবিটিসের ওষুধের দাম ০.০০৫৫ শতাংশ হারে বাড়ানো হচ্ছে।

সুদ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : ১ এপ্রিল থেকে একাধিক ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে নয়া সুদের হার কার্যকর হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসের জন্য এই সুদের হার কার্যকর হবে। সেভিংস অ্যাকাউন্টে ৩.৫ শতাংশের বদলে সুদ মিলবে ৪ শতাংশ হারে। রেকারিং, টার্ম ডিপোজিট, এমআইএস, এনএসএস, পিপিএফ, কিষান বিকাশপত্রে সুদ বাড়ল। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় সুদের হার ৮.২ শতাংশই রইল।

যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে ভোটের কাজে বাস

দুই কূল রাখার চিন্তা নিগমে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : জোড়া দায়িত্ব উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের। একদিকে ভোটের দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকটাও দেখতে হবে। কিন্তু এসবের মধ্যেই যদি কোনও বাস খারাপ হয়ে যায়, তাহলে? সময় যত এগোচ্ছে নিগমের অন্দরে ততই প্রশ্ন ঘুরতে শুরু করেছে। কারণ ডিপো ইনচার্জ থেকে শুরু করে, ডিপোতে থাকা মেকানিকের অধিকাংশের হাতেই চলে এসেছে ভোটের দায়িত্ব পালনের চিঠি। এমনকি বাদ যাচ্ছেন না চিফ ইঞ্জিনিয়ারও। এই অবস্থায় পরিষেবা কতটা দেওয়া যাবে, তা নিয়ে নিগমের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমনিতেই কর্মীসংকট রয়েছে, এর মধ্যে জোড়া দায়িত্ব পালনে বাড়তি চাপ রয়েছে। এই অবস্থায় অধিকাংশ কর্মীই ভোটের দায়িত্বে চলে গেলে পরিষেবার ওপর যে প্রভাব পড়বে, সেটা কার্যত স্বীকারই করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এটা পুরোটাই নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। কিছুটা সমস্যা হলেও নির্বাচনের দায়িত্ব সকলকে তো পালন করতেই হবে। পরিষেবাও যতটা পারা যায় দিতে হবে।'

শুধুমাত্র শিলিগুড়ি ডিভিশনেরই যদি তথ্য দেওয়া যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, নিগমের অন্দরে চিন্তার ভাঁজের কারণটা কতটা গুরুতর। শিলিগুড়ি ডিভিশনের ডিভিশনার ম্যানেজার ইতিমধ্যেই নির্বাচনের ট্রেনিং নেওয়া শুরু করেছে।

অধিকাংশ কর্মীর ভোটের ডিউটি। বাসও যাবে নির্বাচনের কাজে। স্বাভাবিক যাতায়াতের ব্যবস্থা এখন চ্যালেঞ্জ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সামনে। ছবি ঃ সূত্রধর

শিলিগুড়ি ডিপো, জলপাইগুড়ি ডিপো, ইসলামপুর ডিপো সহ অন্য ডিপোর ডিপো ইনচার্জদের কাছেও চিঠি চলে আসায়, তাঁরাও নির্বাচনি ট্রেনিং নেওয়া শুরু করেছেন।

এবার আসা যাক, ডিপোর কর্মীদের কথায়। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি ডিপোর কর্মীদের হিসেব ধরলে ৭০ জনেরও বেশি কর্মীকে ভোটের কাজের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যেই মেকানিকের সংখ্যাটাই অধিকাংশ। নিগমের এক কর্তার কথায়, 'বলতে গেলে মেকানিকদের পুরোটাই নির্বাচনের কাজে চলে যাচ্ছে।' শুধু শিলিগুড়ি ডিপো কিংবা শিলিগুড়ি ডিভিশন নয়, নিগমের প্রতিটি ডিভিশন, প্রতিটি ডিপোরও এই ধরনের অবস্থা বলে জানা গিয়েছে।

এই অবস্থায় ভোটের সময় ডিপো ইনচার্জ কিংবা ডিভিশনার ম্যানেজাররাই যদি না থাকে, তাহলে পরিষেবা কীভাবে চালানো যাবে?

> এটা পুরোটাই নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। কিছুটা সমস্যা হলেও নির্বাচনের দায়িত্ব সকলকে তো পালন করতেই হবে। পরিষেবাও যতটা পারা যায় দিতে হবে।
>
> **পার্থপ্রতিম রায়**
> চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি

এরমধ্যে কোনও বাস খারাপ হয়ে গেলে তো কথাই নেই। কারণ বাসগুলো ইলেক্ট্রিক হওয়ায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওই মেকানিকরাই বাসগুলোর সংস্কার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রতিবারই নির্বাচনের কাজের জন্যই নিগম থেকে কর্মী নেওয়া হয়। তবে এবারে যে পরিমাণ কর্মী নেওয়া হল, সেটা অভূতপূর্ব। বলতে গেলে ৯০ শতাংশ কর্মী ভোটের জন্য নেওয়া হল। এই অবস্থায় বাসের মতো জরুরি পরিষেবা ভোটের সময় কীভাবে দেওয়া হবে, সেটা নিয়ে আমরা আশঙ্কিত, চিন্তিত।' সবমিলিয়ে, ভোটকে কেন্দ্র করে চাপ বাড়ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে।

জেলার খেলা

কিশোরের ব্রিজ শুরু

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ, প্রবীর বসু ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজ রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন পবিত্র সরকার-প্রদীপ সরকার, সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু, মিহির দে-বিজয় বিশ্বাস, শুভ ঘোষ-উৎপল রায়, বাবুয়া ঘোষ-সুখেন দাস ও সুভাষ পাল-সন্তোষ দাস। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন টুর্নামেন্টের আম্পায়ার শ্যামল গুহ, সংঘের কার্যনির্বাহী সভাপতি হিমাদ্রি দে, সদস্য পূর্ণেন্দু গুহ প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন সুকান্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ও মন্টু ভট্টাচার্য ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। রবিবার ফাইনালে তারা ১ উইকেটে সবুজের অভিযান ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে সবুজের অভিযান ৭ উইকেটে ১০২ রান তোলে। জবাবে সুকান্ত ৯ উইকেটে ১০৩ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা ও সেরা বোলার সুকান্তর তন্ময় তালুকদার। সেরা ব্যাটার জাগরণীর প্রবীণ ছেত্রী। ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের দখলে। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ট্রফি ডোনার মদন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সেরা শিলিগুড়ি

কোচবিহার, ৩১ মার্চ : কোচবিহার ভেটেরান্স কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি ভেটেরান্স। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে গয়েরকাটাকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময় গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা শিলিগুড়ির উত্তম দাস। সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ১-০ গোলে জিতেছে মনজিৎ ইলেভেনের বিরুদ্ধে। গ্রিনল্যান্ড টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারায় শিলিগুড়ি মর্নিং সকারকে। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার গ্রিনল্যান্ডের অরুণ রায়।

জয়ী হাউদাভিটা

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : ৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল পশ্চিম হাউদাভিটা দল। খড়িবাড়ি ব্লক ছাত্র পরিষদের দু'দিনের ক্রিকেটে ফাইনালে তারা ১০৬ রানে বাতাসি হরি ওম ক্লাস্টারকে হারিয়েছে।

সাধারণ ঝড় নয়, 'টর্নেডো'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : কোথাও উপড়ে পড়া গাছের নীচে আটকে রয়েছে মানুষের মৃতদেহ, কোথাও আবার ধূলিসাৎ আস্ত একটি গ্রাম! জলপাইগুড়ি এবং ময়নাগুড়ির বিধ্বংসী এই ছবি দেখার পর মানুষের মনে প্রশ্ন, এ কেমন ঝড়? মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে দেওয়া সাধারণ ঝড় হতে পারে কী? এদিনের ঝড়ের যে চরিত্র দেখা গিয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই টর্নেডো।

টর্নেডো হওয়ার ক্ষেত্রে যে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়, তার সবকিছুই দেখা গিয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান রয়েছে, উত্তরবঙ্গের উপর ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে এবং হঠাৎই তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হতে বেশি সময় লাগেনি। আবহাওয়া দপ্তরের তরফেও বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির জেরে শিলাবৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হলেই কি টর্নেডো? একদমই না। রবিবার বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি যেমন হয়েছে, তেমনই তার উচ্চতা এতটাই বেশি ছিল যে হিমাঙ্কের নীচে চলে যাওয়ায় মেঘের মধ্যে বড় ধরনের শিল তৈরি হয়। মেঘের মধ্যে টর্নেডোর শর্ত মেনে তার মধ্যে ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে। তাই শিলাবৃষ্টি হওয়ার পর প্রবল বেগে টর্নেডোর আছড়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি।

তথ্য সংগ্রহ করছে আবহাওয়া দপ্তর

জলপাইগুড়ি এবং ময়নাগুড়িতে যে বিধ্বংসী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে টর্নেডোর মতোই 'ন্যারো স্ট্রিপ' দিয়ে অর্থাৎ সামান্য একটা অংশ দিয়ে ঝড়টি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়েছে। টর্নেডো যেমন প্রবাহিত হওয়ার পথে জলীয় বাষ্প পেয়ে গেলে শক্তি সঞ্চয় করে নেয়, এদিনও হয়েছে তাই। এ কারণেই জলপাইগুড়ির থেকে ময়নাগুড়ির ছবিটা আরও ভয়ানক। তিস্তার থেকে জলীয় বাষ্প পেয়ে যাওয়ায় টর্নেডোর তীব্রতা বেড়েছিল। একমাত্র টর্নেডোর ক্ষেত্রেই শয়ে-শয়ে বাড়ির চাল উড়ে যেতে পারে। এদিনও হয়েছে তাই। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'সমস্ত জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি। বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার পর বোঝা সম্ভব হবে কী ধরনের ঝড় ছিল। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে মিনি টর্নেডো।' উল্লেখ্য, স্বাভাবিক নিয়মে টর্নেডোর পর ক্ষতিগ্রস্ত এবং আশপাশ এলাকায় প্রবলভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। সোমবার স্বাভাবিকের থেকে তাপমাত্রা ৫-৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিনের ঘটনা কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রথম নয়। ২০২২ সালে এমনই টর্নেডোর মুখে পড়েছিল ডুয়ার্সের বড় একটা অংশ। সেই বছর গরুবাথান, টুনবাড়ি এবং মেটেলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

পাশে মমতা

প্রথম পাতার পর

সোমবার শিলিগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার কথা রয়েছে। সেই জখমদের দেখভালের দায়িত্ব অভিষেকের হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দ্বিজেন্দ্রর বাড়ি থেকে সাড়ে ১২টা নাগাদ তিনি চলে যান জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে। সেখানে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের তিনতলায় ও পাঁচতলায় চিকিৎসা চলছে জখমদের। সেখানে গিয়ে কার চোট কতটা গভীর খোঁজ নেন। জানতে চান চিকিৎসা নিয়েও। ডাক্তারদের ধন্যবাদ জানান। সেইসঙ্গে যাঁদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রশাসন তাঁদের পাশে দাঁড়াবে বলেও আশ্বাস দেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাত দেড়টা নাগাদ পৌঁছে যান ময়নাগুড়ির পুঁটিমারিতে। সেখানে ত্রাণ শিবির ঘুরে সটান চলে যান আরেক মৃতের বাড়ি। রাতে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে চালসার একটি হোটেলে।

এদিন রাতে হঠাৎ করে মমতার উত্তরবঙ্গে আসার সিদ্ধান্তে প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। পুলিশের কর্তারা বিমানবন্দর এবং সড়কের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এরই মধ্যে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকাররা। এত রাতে বিশেষ বিমান বাগডোগরায় আসায় বিমানবন্দরে এটিসি, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের আধিকারিক, কর্মী, হ্যান্ডেলিং স্টাফ সবাইকে আসতে হয়।

ঘুঘুমারিতে সংঘর্ষ, ফের সংঘাতে উদয়ন-নিশীথ

গৌরহরি দাস ও দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩১ মার্চ : সপ্তাহ দুয়েকও কাটল না। ফের গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়লেন দুই মন্ত্রী নিশীথ-উদয়ন। গত ১৯ মার্চ রাতে দিনহাটায় একে-অপরের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর রবিবার রাতে ঘুঘুমারিতে উদয়ন গুহের কনভয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল নিশীথের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

অভিযোগ, এদিন রাতের ঘটনায় উদয়নের কনভয়ের একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর এক অ্যাটেনডেন্টকে ব্যাপক মারধর করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই হরিণচওড়ায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধ করেন তৃণমূলের কর্মীরা। সেখানে উদয়ন রাস্তায় বসে পড়েন। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। ঘটনায় এলাকায় কোচবিহার-দিনহাটা ব্যস্ততম রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কোচবিহার কোতোয়ালি থানা থেকে পুলিশের বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পরে দিনহাটাতেও এই প্রতিবাদে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সোমবার জেলাজুড়ে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল।

উদয়নের দাবি, এদিন দিনহাটা থেকে কোচবিহারের দিকে আসছিল তাঁর কনভয়। সে সময় ঘুঘুমারি এলাকায় নিশীথের নেতৃত্বে বিজেপির তিন-চারশো কর্মীর একটি মিছিল চলছিল। উদয়ন বলেন, 'আইসি কোতোয়ালি ওখানে ছিলেন। তিনি নিজে এগিয়ে এসে আমার গাড়ি পার করিয়ে দিচ্ছিলেন। সেসময় নিশীথের প্ররোচনায় বিজেপির নেতা-কর্মীরা বাঁশ-লাঠি নিয়ে এসে আমার কনভয়ের উপর হামলা চালায়।'

আগামী ৪ এপ্রিল কোচবিহার ও মাথাভাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা রয়েছে। এমনিতেই দুই সুপার হেভিওয়েটের সেই জোড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে চাপে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ। মাত্র তিনদিন আগে উদয়নের কনভয়ের উপর এই হামলা চালানোর অভিযোগ তাদের চাপ আরও বাড়াচ্ছে।

যদিও উদয়ন বারবার তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ তোলায় কটাক্ষ করেছেন নিশীথ। নিশীথ বলেন, 'আমার প্রশ্ন হল, বারবার উদয়নবাবুই কেন? জগদীশবাবুর সঙ্গে তো বহুবার আমাদের কনভয় ক্রস হয়। কই তখন তো এধরনের ঘটনা ঘটে না! তাছাড়া এর আগেও দিনহাটায় নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল। সেখানে উদয়নবাবু আমার কনভয়ে হামলা করেছেন। আজকেও আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচি হিসেবে শোভাযাত্রা ছিল ধলুয়াবাড়ি থেকে ঘুঘুমারি পর্যন্ত। কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শোভাযাত্রা করছিলাম।'

নাগরিক দাবি

ইসলামপুর, ৩১ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শহর তথা মহকুমার উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবিতে সরব হয়েছে ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চ। তা নিয়ে রবিবার পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মঞ্চের কর্মকর্তারা। মঞ্চের তরফে পৃথক জেলার দাবি সহ সাংসদ তহবিলের মাধ্যমে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উন্নয়ন সম্পর্কিত আদায়যোগ্য দাবি তুলে ধরা হয়েছে। মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকার বলেন, '১৬টি দাবি রয়েছে। নির্বাচিত সাংসদ যাতে দাবিগুলি পূরণ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, এই আবেদনই করছি।'

আটক ২

কিশনগঞ্জ, ৩১ মার্চ : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংক বাজারে এসএসবি-১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা শনিবার রাতে দুজন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেন। রবিবার আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের দিঘলব্যাংক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতরা হল মহম্মদ শফিউল আলম, মহম্মদ মুখলেশ্বর আলম।

নির্বাচন কমিশনই

প্রথম পাতার পর

এবার একটু ভেবে দেখা যেতে পারে এদেশে নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়ার পরই এই রকম একটি বিধিনিষেধ চালু হয়েছিল কেন। দেশের সংবিধান প্রণেতা এবং আইন প্রণেতারা সকলেই মনে করেছিলেন, এই বিধিনিষেধটি না থাকলে ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নিয়ে যে কোনও দল নতুন নতুন প্রকল্প এবং আর্থিক সুবিধা ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভোটারদের প্রলুব্ধ করতে পারে।

শাসকদলের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ রুখতে এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখতেই এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল নির্বাচন কমিশন।

সেই নির্বাচন কমিশন এবার আদর্শ নির্বাচনি বিধি চালু হয়ে যাওয়ার পর, একশো দিনের কাজে দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় সরকারি ঘোষণায় সিলমোহর লাগিয়ে দিল। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক বলেছে, নির্বাচন কমিশনের সম্মতিক্রমেই এই ঘোষণা তারা করেছে। কোন যুক্তিতে নির্বাচন কমিশন এই ঘোষণায় সিলমোহর লাগিয়ে দিল তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে কোনও গ্রহণযোগ্য যুক্তিই নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্র সরকার উপস্থিত করতে পারেনি। সবটাই ধোঁয়াশা রেখেছে দু'পক্ষই।

যে রাজ্যগুলিতে একশো দিনের কাজের মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে তার ভিতর আটটি রাজ্যই বিজেপি শাসিত অথবা বিজেপির জোট সরকার। চারটি রাজ্যে অ-বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে মজুরি বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক বিচার না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না ভোটের সময় এই বৃদ্ধির প্রকৃত কারণটি খেটেখাওয়া মানুষের প্রতি সরকার বাহাদুরের সহানুভূতি অপেক্ষাও ভোটে জেতার তাগিদটি বেশি। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, এই ঘোষণাটি ভোটের আগে করা গেল না কেন? ভোট যখন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রক্রিয়াও যখন চলছে, তখনই সরকারের এই প্রেম উথলে উঠল কেন --- তাহলে তারও কোনও উত্তর নির্বাচন কমিশন বা সরকার কারও কাছেই মিলবে না। কারণ এর কোনও উত্তর তাদের কাছে নেই।

সরকারের কথা বাদ দিন। ভোটের সময় এরকম একটি সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়ে নির্বাচন কমিশন নিজেই নিজের নিরপেক্ষতাকেও বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

এমনিতেই এই নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে, এই নির্বাচন কমিশন শাসকদলের আজ্ঞাবহ। সেই অভিযোগ সবটাই যে মিথ্যা এমনও নয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের সময় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ আমলাকে নিয়োগ করা হয়েছে এই পদে। এতদিনকার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কমিশনার বাছাইয়ের কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে জায়গায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রের একজন মন্ত্রীকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টিই এমনভাবে করা হয়েছে যেন এই কমিটিতে শাসকদলের বক্তব্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গৃহীত হয়। তাই হয়েছেও। শাসকদলের পছন্দের আমলাই বসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও অন্য দুজন এমন নির্বাচন কমিশনারকে বাছা হয়েছে যাঁরা শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এই কমিশন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে --- সে নিয়ে বিভিন্ন মহলে সন্দেহ এবং সংশয় প্রথমাবধিই ছিল।

বিরোধী দল এর আগে অভিযোগ করেছিল, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব দেখায়। সেই অভিযোগও যে খুব মিথ্যা তা বলা যাবে না। পাঁচ পাবলিক সাদা চোখেই দেখেছে ভোটের মুখে সারা দেশ ঘুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির নানারকম রংদার প্রকল্প ঘোষণা শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। এ পর্যন্ত তা-ও ঠিক ছিল। অন্তত একটা চক্ষুলজ্জার ব্যাপার ছিল। কিন্তু আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হওয়ার পরেও কেন্দ্র সরকারের এই মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে নির্বাচন কমিশন যেভাবে সম্মতি দিল, তাতে বলতেই হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নিজেই লাজলজ্জার মাথা খেয়েছে। এরপর বিভিন্ন বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির সরকার যদি ভোটের সময় এরকম সব সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশনের সম্মতি চায়, কী করবে তখন নির্বাচন কমিশন? সেসব সিদ্ধান্তেও কি সম্মতি দেবে? তার চেয়েও বড় কথা, নির্বাচন কমিশন নিজেই কি বুঝিয়ে দিল না, স্বচ্ছ নির্বাচনের পরিবর্তে শাসকের স্বার্থ রক্ষাতেই তার আগ্রহ বেশি।

আমরা পাঁচ পাবলিক স্তম্ভিত হয়ে বসে বসে ভাবি। ভাবি, আইন রক্ষা করার দায়িত্ব যার ছিল, সে নিজেই যদি আইন ভাঙে তাহলে তাকে কি আর বিশ্বাস করা যায়? এই নির্বাচন কমিশন যে সত্যিই পক্ষপাতমুক্ত নির্বাচন করাবে -- সে ভরসা কোথায়?

তৃণমূলের 'ডিম-ভাত' অচ্ছুত গেরুয়া শিবিরে

পাতে মাছ ছাড়া খেতে নারাজ পদ্ম কর্মীরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মুরগি যদি কথা বলতে পারত, নিশ্চয়ই বলত 'আমার কি দোষ বলো?' কেননা, বাংলার ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণের পর এবার যে খাদ্যেও যে বিভাজন ঘটেছে। 'ডিম-ভাত' নাকি তৃণমূলের খাবার! আর তাই বিজেপি শিবিরে এখন 'অচ্ছুত' এই খাবার। ডিম-ভাত 'বয়কটে' অবশ্য বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে পদ্মের জেলা নেতৃত্বকে। ভাতের সঙ্গে মাছের জোগান দিতে গিয়ে বাজেটের অঙ্কে হেরফের ঘটাতে হচ্ছে তাঁদের।

নিরামিষ থেকে আমিষে কিছুদিন আগেই উত্তরণ ঘটেছে বিজেপির। কিন্তু তাতেও বিড়ম্বনার শেষ নেই। এবার সমস্যা দেখা দিয়েছে ডিম-ভাত নিয়ে। গত বুধবার মাটিগাড়ায় কর্মীসভা ছিল। তাতে যোগ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই কর্মীদের কানে পৌঁছে যায়, দুপুরের মেনুতে রয়েছে ডিম-ভাত। যা জানার পর তাঁরা নাকি রে রে করে ওঠেন। 'তৃণমূলের খাবার কেন খাব?', এমন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ব্লক নেতৃত্বকে। কর্মীদের মন রাখতে শেষ পর্যন্ত ডিমের পরিবর্তে মাছের ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে ফুলকপির তরকারি। শিবমন্দির-আঠারোখাইয়ের বিজেপি নেতা সুভাষ ঘোষ বলছেন, 'ডিম-ভাতের পরিবর্তে মাছ-ভাত করা হয়েছিল। সঙ্গে সবজিও ছিল। এতে কোনও সমস্যা হয়নি।'

ডিম-ভাতকে 'অচ্ছুত' করে দেওয়া নিয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'কর্মীসভায় থাকলেও যেহেতু আমি খাইনি, তাই মেনু কী ছিল জানা নেই। তবে ডিম না খাওয়ার কী আছে! আমরা কি বাড়িতে ডিম খাই না?'

শুধু মাটিগাড়া নয়, বিষয়টি সংক্রমণের মতো ছড়িয়েছে বাকি তিন ব্লকেও। প্রতিটি জায়গাতেই ডিম-ভাত বয়কটের ডাক উঠেছে। যেমন গত শুক্রবার বাগডোগরায় কর্মীসভা ছিল। সেখানকার কর্মীরাও মাছ-ভাত ছাড়া মুখে তুলবে না আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন? নকশালবাড়ির এক বিজেপি কর্মী বললেন, 'ডিম-ভাত তো তৃণমূল খায়। ২১ জুলাইয়ে খাওয়ানো হয়। ওদের খাবার আমরা খাব কেন?' বাড়িতে কি ডিম খান না, প্রশ্নের কোনও জবাব অবশ্য পাওয়া যায়নি তাঁর কাছ থেকে। কর্মীদের ডিম বয়কটের কথা স্বীকার করে নিয়ে বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা বলছেন, 'কর্মীরা ডিম খেতে না চাওয়ায় মাছের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এতে কিছুটা খরচও বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে আমরা সাধারণ চোখেই দেখছি।'

২৬ এপ্রিল রয়েছে দার্জিলিং কেন্দ্রে ভোট। ভোটের দিন রীতিমতো সমস্ত কর্মীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটের আগেও একাধিক প্রস্তুতি বৈঠক রয়েছে। এই ক্ষেত্রেও কি ডিম বয়কট? হাসছেন রাজু। বললেন, 'দেখা যাক কী হয়! ভোট তো আমাদের উৎসব।'

একসময় বিজেপির যে কোনও কর্মসূচিতে প্রাধান্য পেত নিরামিষ। কিন্তু আনন্দময় বর্মন জেলা সভাপতি হওয়ার পর মূলত প্রথার পরিবর্তন ঘটে। আর তাতেই এখন 'সর্বনেশে' দশা।

ভোট যেন তার কর্মে লাগে

এখন চারদিকে ভোটের হাওয়া। সকলের জীবনের সব চাওয়াপাওয়াকেই আশ্চর্য কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভোট মেশিনে। রাজধানী থেকে প্রান্ত গাঁয়ের জীবনযাপন হয়ে উঠছে জাতীয় ইস্যু। পটাপট তাতে রং লাগছে। আর কী সুন্দর প্যাকেজিং। দিল্লির বাদশার সঙ্গে গাঁয়ের বধূর কানাকানি। শুধু এই হাওয়ার ঝাপটা বাঁচিয়ে নিজেদের জীবনযাপন করছেন প্রিয়ব্রত, শিবে, মিলি, স্বাতীলেখারা। কেমন সেই নিজস্ব যাপন, জানাচ্ছেন তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : কাজ আর জীবন যেন একে অপরের পরিপূরক। পেট চালানোর জন্য কাজের প্রয়োজন আর কাজ ছাড়া জীবন যেন অসম্পূর্ণ। তাই কেউ নিজের পেট চালাতে, কেউ আবার সংসারের দায়িত্বের জন্য প্রতিদিন ছুটে আসেন শিলিগুড়িতে। কেউ আবার শিলিগুড়ি থেকে ছুটে যান অন্য জায়গায়। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চলে বেঁচে থাকার লড়াই।

রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা উত্তরবঙ্গের অলিখিত রাজধানী শহর সবে আড়মোড়া ভাঙছে। ইতিউতি চায়ের দোকানগুলিতে তখনও উনুন জ্বলেনি। এরমধ্যেই তিনবাত্তি মোড়ে ফালাকাটার বাসের জন্য দাঁড়িয়ে দেশবন্ধুপাড়ার প্রিয়ব্রত সরকার। ভোরে টোটো না পাওয়ায় হেঁটেই তিনবাত্তি পৌঁছাতে হয় প্রিয়ব্রতবাবুকে। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে সেলসের কাজের সুবাদে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় তাঁকে। প্রতিদিন এভাবে কাজে যেতে কোনও অসুবিধা হয় না প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'সেলসে কাজের জন্য এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। ঘরে ফিরতে হবে বলে ভোরেই বেরিয়ে পড়ি। বাড়ি ফিরে বাবা, মা, বৌ, ছেলের হাসিমুখ দেখে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।'

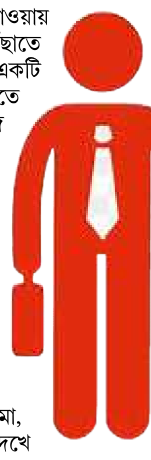

কোচবিহারের ঘুঘুমারির বাসিন্দা শিবে সরকার দীর্ঘ দশ বছর ধরে সকাল এগারোটার মধ্যেই চলে আসেন শিলিগুড়িতে। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়ায় বাস থেকে নেমেই তাড়াহুড়ো করে ছোটেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া ডাক্তারের চেম্বারে। বেশিরভাগ দিনই দুপুরে খাবার খাওয়ার সময়টুকুও পান না তিনি। এধরনের জীবন কি ভালো লাগে? প্রশ্ন করতেই মৃদু হেসে উত্তর দেন, 'শরীর ভালো না থাকলেও আসতে হয়। পরিবার ও অফিস দুটো দায়িত্বই মাথায় রয়েছে। শিলিগুড়িতে হেঁটে ডাক্তারদের চেম্বার ভিজিট করে থাকি।'

শিবমন্দিরের সমরনগরের বাসিন্দা মিলি রায়ের জীবনযুদ্ধটা আবার একটু আলাদা। কোলের নাতনিকে নিয়ে চলে আসেন শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন সিটিগোল্ডের চুড়ি, মালা সহ বিভিন্ন অলংকার। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে রাতের রান্নার প্রস্তুতি করেন ষাটোর্ধ্ব মিলিদেবী। স্বামী ও মেয়ের মৃত্যুর পর জীবনের একমাত্র সম্বল নাতনিকে নিয়েই প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই করছেন তিনি।

চাকরি পেয়েও শান্তি নেই পুঁটিমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বাতীলেখা ভট্টাচার্যের। বাড়ি থেকে টোটো করে বেরিয়ে তারপর অটো আবার অটো থেকে নেমে টোটো করে তারপর স্কুলে পৌঁছাতে হয় তাঁকে। শিলিগুড়িতে বাড়ি হলেও প্রতিদিন যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাগডোগরাতে থাকেন। তিনি জানান, বাগডোগরা থেকে স্কুলে যেতেই আধঘণ্টার উপরে লাগে। তারপর যখন স্কুলে গিয়ে ছোট ছোট পড়ুয়াদের মুখগুলো দেখি ক্লান্তি যেন অনেকটাই দূর হয়। কিন্তু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজেকে দেওয়ার মতো সময় যেন হাতে থাকে না।

শিলিগুড়ি সূর্য সেন পার্কে বিলম্বিত বসন্ত উৎসবে ছবিতে রং ধরে রাখার চেষ্টা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

বিলম্বিত উৎসবে রং ছড়াল পার্কে

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : দোলের রেশ যেন এক সপ্তাহ পরও কাটল না শহরে। রবিবার সূর্য সেন পার্ক ফের রঙিন হয়ে উঠল বাসন্তী রংয়ে। এদিন 'ইচ্ছেডানা শিলিগুড়ি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার তরফে সূর্য সেন পার্কে দোল পরবর্তী উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আনন্দে মাতেন পার্কে ঘুরতে আসা আরও অনেকেই। পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন প্রায় চার হাজারের মতো মানুষ পার্কে ঘুরতে এসেছিলেন। উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

দোলের দিন 'ইচ্ছেডানা শিলিগুড়ি'-র তরফেও বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে সেদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় ওই অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়। রবিবার ছিল তারই বর্ধিত আয়োজন। সংস্থার সভাপতি ডঃ দেবাদিত্য চক্রবর্তী বলেন, 'বসন্ত পরবর্তী উৎসবে যে এত মানুষ হতে পারেন তা আমরা আশা করিনি। বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষ এসে এই আনন্দে শামিল হয়েছেন।'

নাচ-গান-আবৃত্তি সবকিছুতেই ছিল বসন্ত উৎসবের ছোঁয়া। গত সাত বছর ধরে ইচ্ছেডানা এই উৎসব করে আসছে। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই গালে আবির লাগিয়ে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় চলে। অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার এদিন সূর্য সেন পার্কে এসে সেই আক্ষেপ যেন মিটে গেল চরণপাড়ার সুইটি সাহার। হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুইটি জানায়, পোস্ট বসন্ত উৎসবের আনন্দ আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। বন্ধুদের সঙ্গেই এদিন সে আনন্দ করে কাটিয়েছে।

> বহু মানুষ আমাদের ফোনে জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য। সেজন্য আমরা দোল পরবর্তী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।
>
> **ডঃ দেবাদিত্য চক্রবর্তী**
> *কর্মকর্তা*

বসন্ত উৎসবের পরে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন কেন তা জানতে চাওয়া হলে ডঃ চক্রবর্তী বলেন, 'বসন্ত উৎসব কেটে যাওয়ার পর এই অনুষ্ঠান করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু বহু মানুষ আমাদের ফোনে জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য। সেজন্য আমরা দোল পরবর্তী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।' আজকের এই আনন্দ দেখে পরবর্তীতে আরও নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণা পেলাম বলে ইচ্ছেডানা শিলিগুড়ি-র সম্পাদক কুণাল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের ১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায় প্রমুখ।

চুরিচক্র ফাঁস, উদ্ধার এক ডজন সাইকেল

মাটিগাড়া, ৩১ মার্চ : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! একটি সাইকেল চুরির তদন্তে নেমে হদিস মিলল এক ডজন চোরাই সাইকেলের। গ্রেপ্তার হল দুই দুষ্কৃতীও। গত কয়েকদিন ধরেই মাটিগাড়ায় একের পর এক সাইকেল চুরির ঘটনায় ঘুম ছুটেছিল পুলিশের। অবশেষে সেই চুরির দুই হোতা তপন বর্মন ও দীপঙ্কর দেবনাথকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। তপনের বালাসন কলোনির বাড়ি থেকেই সমস্ত চোরাই সাইকেল উদ্ধার হয়। দীপঙ্করের বাড়ি হালেরমাথায়।

পুলিশ জানায়, তালাবন্ধ বাড়িগুলিতেই এরা হানা দিত। জেরায় ধৃতরা নাকি স্বীকার করেছে তালাবন্ধ বাড়ি থেকেই তারা সাইকেলগুলি চুরি করেছে। তাদের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, গত শনিবার ফাঁসিদেওয়া মোড়ে বাড়ি ফিরে বিস্মিত হন অমৃতা শর্মা। দেখেন তাঁর সাইকেল বেপাত্তা। গত ২২ মার্চ তিনি অন্যত্র ঘুরতে গিয়েছিলেন। পুলিশের অনুমান, ওই রাতেই দুষ্কৃতীরা হানা দিয়ে সাইকেলটি চুরি করেছিল। শনিবার অমৃতা মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই তদন্তে নামে মাটিগাড়া পুলিশ।

সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বালাসন কলোনিতে হানা দেয় মাটিগাড়া পুলিশ। সেখান থেকেই তপন ও দীপঙ্করকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। তাদের জেরা করার পরই তপনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অমৃতার ও আরও ১২টি সাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ। এরমধ্যে তিনটি ছোটদের সাইকেলও রয়েছে। প্রতিটি সাইকেলই দামি। পুলিশ তদন্তে আরও জানতে পারে, শিবমন্দির, হালেরমাথা সহ মাটিগাড়ার বহু বাড়ি থেকে তারা সাইকেলগুলি চুরি করেছিল।

হোটেলে দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল লাগোয়া এক হোটেল থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম বাবলু সরকার (৫০)। তিনি ভক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এক হোটেলে ওয়েটারের কাজ করতেন। হোটেল মালিকের কথায়, 'তাঁরা দম্পতি পরিচয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিল।' ঘটনাটি ঘিরে রহস্য ঘনিয়েছে। মেডিকেল ফাঁড়ি সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ এক মহিলা সহ হোটেলে ঘর ভাড়া নিতে এসেছিলেন। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মহিলা ঘরে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করেন। হোটেলকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। মহিলার কথামতো বাথরুমের দরজা ভেঙে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর ছড়াতেই দুই পরিবারের লোকজন সেখানে হাজির হয়। যদিও এ নিয়ে পরিবারগুলি কোনও মন্তব্য করেনি। থানায় রাত অবধি এ নিয়ে কোনও অভিযোগও দায়ের হয়নি। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এই ঘটনা, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ফের মহকুমার দাবি নিয়ে সরব ইসলামপুর

ইসলামপুর, ৩১ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ইসলামপুর শহর তথা মহকুমার উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবিতে সরব হয়েছে ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চ। এবিষয়ে রবিবার পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মঞ্চের কর্মকর্তারা। মঞ্চের পক্ষ থেকে পৃথক ইসলামপুর জেলার দাবি সহ সাংসদ তহবিলের মাধ্যমে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উন্নয়ন সম্পর্কিত আদায়যোগ্য দাবি তুলে ধরা হয়েছে।

নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকার বলেন, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করে মঞ্চের তরফে এই দাবিগুলি তুলে ধরা হবে। আমাদের মোট ১৬টি দাবি রয়েছে। নির্বাচিত হয়ে আসার পর নির্বাচিত সাংসদ যাতে আমাদের এই দাবিগুলি পূরণ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন প্রার্থীদের কাছে আমাদের এই আবেদনই থাকবে।

মঞ্চের দাবিগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে যে দাবিটি করা হচ্ছে তা হল- ইসলামপুরকে পৃথক জেলা গঠনের দাবি। এর আগেও এই একই দাবিতে ইসলামপুরের একাধিক সংগঠন সরব হয়েছে। এমনকি প্রশাসনিক বৈঠকে ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী সরাসরি মুখমন্ত্রীকেও এই দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। তাই পুনরায় লোকসভা নির্বাচনের আগে একই দাবিতে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছেন ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের কর্মকর্তারা।

এছাড়া নির্বাচিত সাংসদ যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আলুয়াবাড়ি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামপুর টাউন জংশন' করা, আলুয়াবাড়ি স্টেশনে দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেন সহ পদাতিক, দার্জিলিং মেলের স্টপ দেওয়া, ইসলামপুরে এইমস ধাঁচের হাসপাতাল তৈরি করা, ইসলামপুর ডাকঘর ভবনের পুনর্নির্মাণ সহ ইসলামপুরে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি মঞ্চের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

তার সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : চোরাই তামার তার গলিয়েও শেষরক্ষা হল না। বমাল এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আকাশ দেবনাথ। সে বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা। পেশায় নিরাপত্তারক্ষী। পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার ভক্তিনগর থানার এক অ্যাপার্টমেন্টের স্টোর থেকে তামার তার চুরি যায়। শনিবার এব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এরপরই তদন্তে নামে ভক্তিনগর পুলিশ। ওই রাতেই ভানুনগরের মহানন্দা লাগোয়া এলাকা থেকে আকাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের ব্যাগ থেকে এক কেজিরও বেশি চোরাই গলানো তামার তার উদ্ধার হয়। সেটি বিক্রির জন্যই সে মহানন্দার চরে দাঁড়িয়েছিল বলে পুলিশ মনে করছে। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

সাহিত্য আড্ডা

বাগডোগরা, ৩১ মার্চ : একফালি জানালা সংগঠনের তরফ থেকে সাহিত্য আড্ডায় ডাঃ বিপুল পাল মুখ্য আলোচক ছিলেন। কবি গণেশ বিশ্বাস, বিষ্ণুপদ বিশ্বাস ও মীরা রায় অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। বিষহরি গান গেয়ে শোনানো হয়। লোকশিল্পী প্রফুল্লকুমার সিংহ বাঁশি বাজিয়ে শোনান। অনুষ্ঠানে দেবীপ্রসন্ন আচার্য, শুক্লা সিংহ, মুনমুন রায়, মিনু বর্মন, অদিতি বর্মন, খনা সিনহা প্রমুখ ।

আচরণবিধি ভঙ্গের নালিশ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : বিজেপির বিরুদ্ধে দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ জানানো হল। রবিবার দলের জেলা মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত চিঠি লিখে অভিযোগ জানান। অভিযোগ, সেবক রোডের জলপাইগুড়ি জেলার অধীনস্থ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পোল ও সরকারি কাঠামোতে বিজেপির পতাকা টাঙানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইকচালকের

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : রবিবার সাতসকালে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। এদিন সকাল আটটা নাগাদ তিনবাত্তি মোড় থেকে শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল বাইকে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক পিছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চাকায় পিষে যান তিনি। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় ভিড় জমে যায়। একটি ট্রাক বাইকে ধাক্কা মারলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন চালক। এরপর ট্রাকের পিছনের চাকা তাঁর দেহের উপর দিয়ে চলে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রাকটি উধাও হয়ে যায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে মেডিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

সামগ্রী বিলি

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের নিরঞ্জননগর, হাতিয়াডাঙ্গা কয়েকশো শিশুর মধ্যে মাথার তেল ও খাদ্যসামগ্রী বিলি করা হয়। স্থানীয় সহ বেশ কয়েকটি এলাকার শিশুদের ওই সামগ্রী দেওয়া হয়। শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রঞ্জন শীলশর্মা এই আয়োজন করেন।

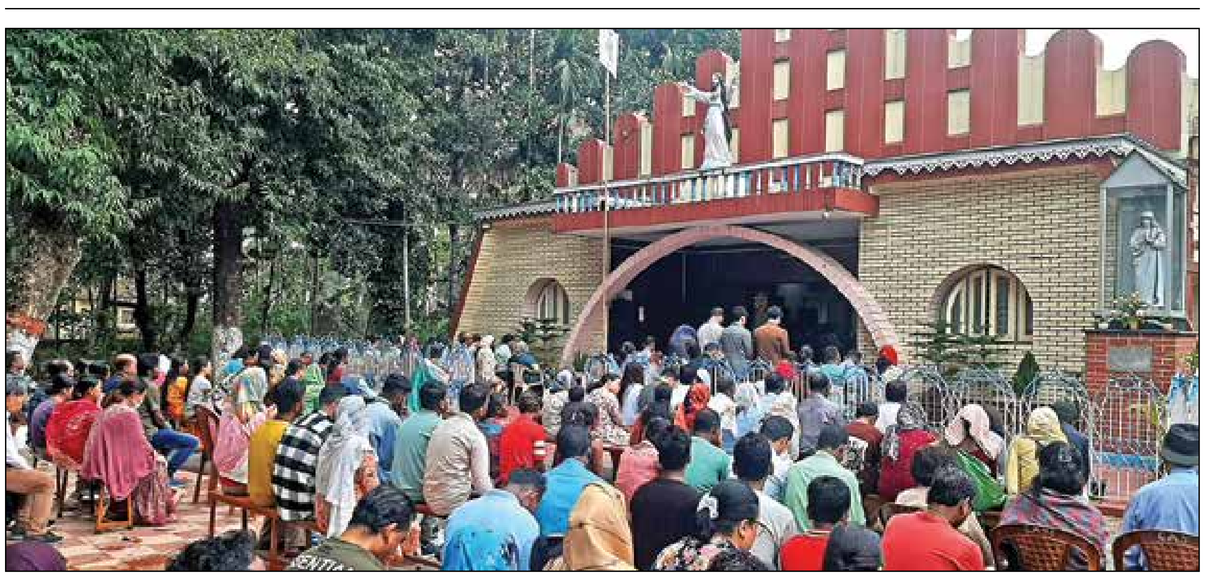

চার্চে ভিড়।। গুডফ্রাইডের পর ইস্টার সানডে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য পবিত্র দিন। রবিবার গির্জা ও কনভেন্ট স্কুলগুলোতে পালন করা হল এই দিনটি। সকাল থেকেই প্রধাননগরের আওয়ার লেডি কুইন চার্চের সামনে প্রার্থনার জন্য ভিড় দেখা যায়। ছবি : সূত্রধর

মল থেকে বেরোতে রাত হলে সাবধান

মাটিগাড়ার মলের সামনে এই সড়কে রাতে বিপদ ওঁত পেতে থাকে। – সংবাদচিত্র

মাটিগাড়া, ৩১ মার্চ : মাটিগাড়ার একটি উপনগরীর শপিং মল থেকে বের হতে রাত হচ্ছে? সামনের জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে টোটো, কিংবা অটো ধরবেন? তাহলে একটু সজাগ হয়ে যান। কারণ রাত আটটার পর থেকেই ওই শপিং মলের সামনের জাতীয় সড়কের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল দুষ্কৃতী। তাঁদের লক্ষ্য একটাই, কেউ সামান্য অমনোযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কিংবা চলতে থাকতে দেখলে হাতে থাকা মোবাইল কিংবা ম্যানিব্যাগ নিয়ে ছুট দেবে। মাটিগাড়া থানায় ইতিমধ্যেই এধরনের পাঁচটি অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বিভিন্ন সময় চক্রের সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

তবে এরপরেও নজরদারি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকছে না পুলিশের। কারণ নেশাগ্রস্তদের একটা চক্রই এই কাজ করছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। গোটা বিষয়টাই যথেষ্ট আশঙ্কার বলে মনে করছেন পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টা আমরা শুনেছি। ওই সময় শপিং মল থেকে কাজ সেরে অনেক মহিলা বাড়ি ফেরেন। ভোটের পর ওই অংশটায় রাস্তায় ধার দিয়ে সোলার বাতি লাগানো যায় কি না, সেব্যাপারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত নেশার টাকা জোগানের জন্যই তৈরি হওয়া এই চক্রের সদস্যরা ওই উপনগরী সংলগ্ন আশপাশের এলাকারই বাসিন্দা। সন্ধ্যার পর শপিং মলের সামনের রাস্তার ওই অংশটা অন্ধকারে ডুবে যায়। বিশেষ করে রাত আটটার পর থেকে শপিং মলের অনেকেই কাজ সেরে, কেউ আবার শপিং মলে ঘুরে ফেরার জন্য সামনের ওই রাস্তায় গাড়ি ধরার জন্য দাঁড়ান।

ওই সময় বাড়ি ফেরার জন্য সিটি অটো, টোটো ধরার জন্য অপেক্ষারত মানুষের সংখ্যাটাও বেড়ে যায়। ঠিক এই সময়টায় বাস, টোটো, সিটি অটোর ধরার দিকে মন চলে যাওয়া মানুষের হাতে থাকা মোবাইল, পকেটে থাকা মানিব্যাগকে টার্গেট করছে এই চক্র। চুরি করার পরেই পাতিকলোনির দিকে যাওয়া রাস্তাটায় ছুট দিচ্ছে ওই দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যে পাঁচটি অভিযোগ রেকর্ড হয়েছে, সেক্ষেত্রে মোবাইল চুরির ঘটনাই বেশি ছিল। মানিব্যাগ চুরির ঘটনাও রয়েছে।

যদিও গোটা বিষয়টাই আশঙ্কার বলে মনে করছেন প্রায়ই ওই শপিং মলে যাতায়াতকারী মানুষজন। দীপ্তি রায় নামের এক তরুণীর কথায়, 'শপিং মলে একটি আউটলেটে কাজ করার দরুণ এখানে যাতায়াত করতে হয়। কাজ সেরে বের হতে রাত নয়টা বেজে যাওয়ায় এমনিতেই বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। এর মধ্যেই যদি এরকম ঘটনা ঘটতে থাকে। তাহলে কোথায় যাব।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অবশ্য আশ্বাস, 'প্রতিটি অভিযোগের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওই জায়গায় নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে।'

যেখানে ভয়

- ওই শপিং মলের সামনের জাতীয় সড়কের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল দুষ্কৃতী
- মানুষের হাতে থাকা মোবাইল, পকেটে থাকা মানিব্যাগকে টার্গেট করছে এই চক্র
- কেউ অমনোযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হাতের মোবাইল বা ব্যাগ নিয়ে ছুট দেবে
- চুরি করার পরেই পাতিকলোনির দিকে যাওয়ার রাস্তায় ছুট দিচ্ছে ওই দুষ্কৃতীরা
- এই চক্রের সদস্যরা ওই উপনগরী সংলগ্ন আশপাশের এলাকারই বাসিন্দা

ডাউন সিনড্রোম জেনেটিক রোগ যা জন্মগত। গর্ভবতী হওয়ার ১০ সপ্তাহ পরে কোরিওনিক ভিলাস স্যাম্পলিং কিংবা ১৫ সপ্তাহ পর অ্যামনিওসেন্টেসিস পরীক্ষায় ধরা পড়ে ভ্রূণ সিনড্রোমে আক্রান্ত কি না। গর্ভাবস্থার ১০ থেকে ১৩ সপ্তাহের মধ্যে আল্ট্রাসনোগ্রাফিও ধরা পড়তে পারে এই রোগ।

সজনে পাতার সুপ দারুণ উপকারী। স্ট্রেস, উদ্বেগ ও মানসিক স্বাস্থ্য নিরাময়ে সাহায্য করে। শরীরে মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে। রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখার পাশাপাশি রক্ত পরিশ্রুত হতে সাহায্য করে। চর্মরোগেও খুব কার্যকরী।

নীল আকাশের গল্প

অটিজম একটি স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যা, যা আমৃত্যু বহন করতে হয়। এটি কখনও সেরে যায় না। বরং শনাক্তকরণের পর দ্রুত প্রশিক্ষণ শুরু হলে এর বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে কমতে শুরু করে, যা অটিজমে আক্রান্ত মানুষের জীবনের চলার পথকে অনেকাংশে মসৃণ করে তুলতে পারে। কিন্তু কখনোই কোনও প্রশিক্ষণ বা ওষুধ অটিজম পুরোপুরি সারিয়ে দিতে পারে না, কারণ এটি কোনও রোগ নয়, এটি একটি মানসিক অবস্থা। ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রতিবেদন স্পেশাল এডুকেটর ও মনোবিদ **শর্মিষ্ঠা দে**'র কলমে।

'এখানে আকাশ নীল- নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল/ ফুটে থাকে হিম শাদা- রং তার আশ্বিনের আলোর মতন' - কবি জীবনানন্দ দাশের এক অনবদ্য কবিতা 'এখানে আকাশ নীল'। কল্পনাশক্তি ও লেখনীশক্তির অনবদ্য কারুকার্য বারবার লক্ষ করা যায় জীবনানন্দর লেখায়। তিনি তাঁর কল্পনাকে সুন্দর করে তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু আজ তাদের কথা বলব, যারা তাদের কল্পনার প্রকাশ ঘটাতে অক্ষম।

অটিজম শব্দটি কীভাবে এল

২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২ এপ্রিল অটিজম সচেতনতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, বহু বছর আগে ১৯০৮ সালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ইউজেন ব্লুলার একজন সিজোফ্রেনিক রোগীকে বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম অটিজম শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে আমেরিকান শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লিও ক্যানার ১১টি শিশুর উপর গবেষণা করেন।

সেখানে দেখা যায়, শিশুদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অসুবিধা, রুটিনের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা, ভালো স্মৃতিশক্তি, উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীলতা (বিশেষ করে শব্দ), প্রতিরোধ এবং খাবারের প্রতি অ্যালার্জি, ভালো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা, ইকোলালিয়া বা বক্তার শব্দ পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি এই ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানসিক প্রতিবন্ধকতার নাম দেন ইনফ্যান্টাইল অটিজম। পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণা চালানোর পর অটিজমকে কোনও একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে আবদ্ধ না রেখে কয়েক ধরনের মানসিক অবস্থার একত্রীকরণ করে নাম দেওয়া হয় অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার।

একই ছাতার তলায় একইরকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু ভিন্ন ডিসঅর্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেগুলো হল -

- আটিপিক্যাল অটিজম
- ইনফ্যান্টাইল অটিজম
- রেট'স সিনড্রোম
- অ্যাসপারগার সিনড্রোম
- চাইল্ডহুড ডিসইন্টিগ্রেটিভ ডিসঅর্ডার
- পারভেসিভ ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার

এবছরের থিম

এবছর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের থিম 'রং'। আর অটিজমের প্রতীকী রং হিসেবে নীল রং বেছে নেওয়া হয়েছে। নীল রং আশার ও শান্তির প্রতীক। তাই 'অটিজম স্পিকস, লাইট ইট আপ ব্লু' - এই ভাবনা নিয়ে ২ এপ্রিল অটিজম সচেতনতার সমর্থনে মানুষজনকে নীল পরার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্দেশ্য, বিশ্বব্যাপী অটিজম সচেতনতা তৈরি করা। নীল রংয়ের প্রতীকী পাজল অটিজমের সাধারণ প্রতীক। এর মাধ্যমে সমাজের কাছে এক অনন্য বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ব্যস্ততার মধ্যেও আলাদা করে অটিস্টিক মানুষকে চেনা ও তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই শান্তির প্রতীককেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

আক্রান্ত শিশুদের লক্ষণ

- একা থাকতে পছন্দ করা
- চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বলার প্রবণতা
- অকারণে হাসা, কাঁদা বা ভয় পাওয়া
- কোনও নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা
- বিপদ বুঝতে না পারা
- অনেক ক্ষেত্রে জোরে শব্দ হলে কানে হাত চাপা দেওয়া
- নির্দিষ্ট সময়ে ভাষার বিকাশ না হওয়া
- তোতা পাখির মতো কথা বলা
- একই শব্দ বা বাক্য বারবার বলা
- কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া
- একই কাজ বারবার করা
- ঘূর্ণায়মান খেলনা পছন্দ করা
- অনেক ক্ষেত্রে অতি চঞ্চলতাও দেখা যেতে পারে
- মনোযোগের অভাব
- ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে
- পরিবর্তন পছন্দ না করা
- নিজের প্রয়োজন বোঝাতে না পারা
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেওয়া
- সম্পর্ক বুঝতে না পারা
- অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশা না করার প্রবণতা

সাধারণত ১৮ মাস বয়স থেকেই অটিজমের লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হতে থাকে, যা ৩ বছর বয়সের মধ্যে প্রকট রূপে ধরা পড়ে।

করণীয়

শিশুর ১৮ মাস বয়সের মধ্যে উপরিউক্ত লক্ষণ দেখা গেলে দ্রুত সঠিক পরামর্শ প্রদানকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইন্টারভেনশন শুরু করে দেওয়া প্রয়োজন। আর্লি ইন্টারভেনশন পিরিয়ডে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করলে শিশুর মানসিক বিকাশ দ্রুতগতিতে এগোতে থাকে এবং শিশুকে মেইনস্ট্রিমে ফিরিয়ে আনা অনেক সহজ হয়।

অভিভাবকদের যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে

- অটিজম সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া
- সত্বর বিশেষ শিক্ষার আওতায় শিশুকে নিয়ে আসা
- শিশুকে যতটা পরিমাণ সম্ভব বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত করে রাখা
- শিশুর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা
- অভিভাবকদের মানসিক অবসাদের প্রভাব শিশুর ওপর পড়তে না দেওয়া
- শিশুর প্রয়োজন-উপযোগী শেখার সঠিক পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া
- শিশুকে দৈনন্দিন কাজ করতে শেখানো

- শিশুর যে কোনও কাজে বারবার উৎসাহ দেওয়া
- বিপজ্জনক জিনিস শিশুর হাতের কাছে না রাখা
- শিশুকে কোনওরকম শারীরিক আঘাত না করা
- শিশুদের নিজস্ব জগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করা
- শিশুর ভেতর লুকিয়ে থাকা পজিটিভ সম্ভাবনাগুলোকে খুঁজে বের করা

আক্রান্ত শিশুদের ভাষার বিকাশের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পদ্ধতি

- তাদের আগ্রহের বিষয় নিয়ে কথা বলা।
- ছোট ছোট শব্দের আকারে কথা বলা।
- কথা বলার সময় শিশু শান্ত অবস্থায় আছে কি না সেদিকে নজর রাখা।
- বাক্য বলার ক্ষেত্রে ছোট বাক্যে কথা বলা, ধীরে ধীরে কথা বলা।
- কিছু বোঝানোর ক্ষেত্রে ছবি ব্যবহার করা ভীষণ উপযোগী।
- কিছু শেখানোর সময় পরিবেশ কোলাহলমুক্ত রাখা।
- যেহেতু অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের কথা পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা থাকে সেহেতু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের সংকেত দেওয়া বা একদম প্রিলিমিনারি শেখানোর সময় উত্তরটা প্রশ্নের সঙ্গে বলে দেওয়া।
- তারা যে ভাষায় কথা বলছে সেটা বুঝে তার সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করা।
- তাদের যে কোনও কথায় অযথা বকাঝকা না করা এবং তাদের কথায় হাস্যকৌতুক প্রদর্শন করা একেবারেই উচিত নয়।
- পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে গল্প করার সময় শিশুটিকেও যুক্ত করে নেওয়া।

সামাজিক দায়িত্ব

- ঘরে ঘরে অটিজম সচেতনতা প্রচার করা।
- সরকারি স্তরে অটিজম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া।
- অটিজমে আক্রান্ত শিশুর পরিবারকে একঘরে করে না দিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো।
- উৎসব অনুষ্ঠানে অটিজমে আক্রান্ত মানুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া, যেখানে তারা স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।
- অটিজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মেল্ট ডাউন কন্ডিশন। কোনও অটিস্টিক শিশুকে রেগে যেতে দেখলে বা তাকে খারাপ আচরণ করতে দেখলে ভয় না পেয়ে তাকে শান্ত করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা এবং পেছনের কারণ পর্যালোচনা করে দেখা।
- সাধারণ চোখে দেখলে মনে হতেই পারে অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু এমন ভাবনা ঠিক নয়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সকলের সব ব্যবহার বুঝতে পারে। কিন্তু তারা নিজেদের কথা বোঝাতে পারে না। তাই বিভিন্নরকম আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সুতরাং তাদের আচরণের প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কেও সকলকে অবহিত থাকতে হবে।

- সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের মানুষের অটিজম নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- অটিজমের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন এক বিপুল পরিমাণ অর্থ যা আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবার ছাড়া সম্ভব নয়। সরকারি তরফে এই বিষয়ে ভাবনার প্রয়োজন।

এক বিরাট সংখ্যক শিশু অটিজমে আক্রান্ত হচ্ছে অনবরত। পরিসংখ্যান লক্ষ করলে দেখা যাবে, দিনদিন এই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সমাজের সব স্তরে অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধি ভীষণভাবে প্রয়োজন। প্রতিটা স্তরের মানুষ যাতে অটিজম বোঝে তার জন্য সরকারি তরফে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা অবশ্যই কাম্য। এখনও সময় আছে এটা নিয়ে ভাবার, ব্যবস্থা নেওয়ার। নয়তো মানুষের এই বিবর্তন ভবিষ্যতে কত বড় ট্র্যাজেডি নিয়ে আসবে তা আমরা কেউ জানি না।

খেলায় আজ

২০০৭: মেলবোর্নে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে নিজের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাঁতারু মাইকেল ফেলপস। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সপ্তম সোনা জয়ের পথে তিনি সময় নেন ৪:০৬.২২।

সেরা অফবিট খবর

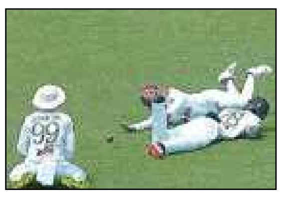

তিনজনে মিলে

শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংসের ১২০.৫ ওভারে খালেদ আহমেদের বল প্রভাত জয়সূর্যর ব্যাটে লেগে প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো নাজমুল হোসেন শান্তর কাছে যায়। তিনি বারকয়েক চেষ্টাতেও বল হাতে জমাতে পারেননি। কিন্তু তাঁর হাতে লেগে বল দ্বিতীয় স্লিপে দাঁড়ানো শাহাদত হোসেনের কাছে চলে যায়। এরপর তাঁর হাতে লেগে বল শূন্যে ভেসে পৌঁছায় তৃতীয় স্লিপে থাকা জাকির হাসানের কাছে। তিনি ড্রাইভ দিয়েও ক্যাচ ধরতে ব্যর্থ হন।

ভাইরাল

মানবিক মাহি

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলতে বিমান ধরার জন্য চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌঁছে ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সামনে থেকে তাঁকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন মাহি-ভক্তরা। সিএসকে-র পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সেই সময় ধোনি হুইলচেয়ারে বসে থাকা তাঁর এক বিশেষভাবে সক্ষম ভক্তর সঙ্গে করমর্দন করছেন। এই মানবিক ব্যবহারের মাধ্যমে ধোনি নতুন করে নেটিজেনদের হৃদয় জিতে নেন।

সেরা উক্তি

এই মাত্র ভারত তাদের দ্রুততম বোলার খুঁজে পেল। মায়াঙ্ক যাদব। র পেস। ভেরি ইমপ্রেসিভ।

- ব্রেট লি
মায়াঙ্ক যাদবের প্রশংসায়

ইনস্টা সেরা

ঠিক যেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। মণিমরন সিদ্ধার্থের বলে রিভার্স শটে ছক্কা হাঁকালেন শিখর ধাওয়ান।

সংখ্যায় চমক

৫৩১

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা ৫৩১ রান তোলে। কারও শতরান ছাড়াই যা টেস্টে এক ইনিংসে সর্বাধিক রান। ভেঙে যায় ১৯৭৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের গড়া নজির (৫২৪/৯)।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনি একমাত্র উইকেটটি কোন দেশের বিরুদ্ধে পেয়েছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

গতকালের সঠিক উত্তর

১. সুনীল নারায়ণ,
২. পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

দীপায়ন নন্দী, অর্ণব বর্ধন, সোমদেব ঘোষ, শংকর সাহা, গোরা দত্ত, পল্লবী দে, তানিষ্ক সোম, মাসুদ হোসেন, বিশ্বজিৎ তালুকদার, অভিনব, আয়ুষ্মান মজুমদার, দেবপর্ণা রায়, অনঘ আতর্থী, দিবাকর ভট্টাচার্য, নবব্রত রায়, অভিজিৎ সাহা, শ্রেয়সী দাস, দেবব্রত সাহা রায়, সুকুমার মিশ্র, সমর্পণ চক্রবর্তী, বিজয় বিশ্বাস, অভিষেক দাস, রূপায়ণ, প্রীতম রাভা, বিট্টু, জয়জিৎ সাহা, বিপুল সরকার, দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, খোকন মণ্ডল, প্রীতম দাস, শুভ্রা সান্যাল, সৈকত পাল, সায়ক ভট্টাচার্য।

‘১৫৫.৮ কিমি! কোথায় লুকিয়ে ছিলে এতদিন’

মায়াঙ্ক-বন্দনায় স্টেইন-ব্রড-লি

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে!

এক ভারতীয় তরুণের কীর্তিতে একসুরে উচ্ছ্বসিত বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তিরা। ব্রেট লি, স্টুয়ার্ট ব্রড, ডেল স্টেইন। গতি-ঝড়ে একদা ব্যাটারদের শিরদাঁড়ায় হিমশীতল স্রোত বইয়ে কিংবদন্তি স্পিডস্টাররাই মুগ্ধ মায়াঙ্ক যাদবের গতিতে!

১৫৫.৮ কিলোমিটার। চলতি আইপিএলের দ্রুততম বলের সঙ্গে ধারালো বোলিং। আইপিএল অভিষেকেই লখনউ সুপার জায়েন্টসকে জয় এনে দিয়ে ম্যাচের সেরা। ৪ ওভারে ২৭ রানে তিন শিকার। মায়াঙ্ককে সামলাতে হিমসিম খেয়েছেন জনি বেয়ারস্টো, জিতেশ শর্মারা।

বছর একুশের মায়াঙ্কের আদর্শ স্টেইন। জানান, একজন মাত্র ফাস্ট বোলারকে অনুসরণ করে বড় হয়েছেন। তিনি ডেল স্টেইন। সেই স্টেইন ভারতীয় তরুণের প্রশংসায় লিখেছেন, ‘মায়াঙ্ক যাদব, কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিলে!’ মুগ্ধ কেভিন পিটারসেনও।

প্রাক্তন ইংরেজ তারকা ব্যাটার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘১৫৫ কিলোমিটার গতি! ফাস্ট, ফাস্ট, ফাস্ট বোলার।’

কয়েক বছর আগে গতি-ঝড়ে একইভাবে চমকে দেন উমরান মালিক। কিন্তু কাশ্মীরি স্পিডস্টারের স্বপ্নের উত্থানে ব্রেক লেগে যায় তাঁর অনিয়ন্ত্রিত বোলিং। মায়াঙ্ক কিন্তু অভিষেকে লাইন-লেংথেও মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। মুগ্ধদের তালিকায় ব্রেট লিও।

একদা গতিতে শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়দের পরীক্ষার মুখে ফেলা ব্রেট লি ২১ বছরের মায়াঙ্কের বোলিং দেখতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। লিখেছেন, ‘এই মাত্র ভারত তাদের দ্রুততম বোলার খুঁজে পেল। মায়াঙ্ক যাদব। র পেস। ভেরি ইমপ্রেসিভ।’

হরভজন সিং বলেছেন, ‘মায়াঙ্ক যাদব। অসাধারণ প্রতিভা। ওর বোলিং উপভোগ করেছি। আরও অনেক খেলতে দেখতে চাই ওকে। দেখতে চাই ভারতীয় দলেও। শুভেচ্ছাই রইল।’ প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠানের মতে, মায়াঙ্কের গতি সত্যিই ভাবাবে ব্যাটারদের। লখনউ সুপার জায়েন্টসের জন্য দারুণ প্রাপ্তি।

স্টুয়ার্ট ব্রড আবার বলেছেন, ‘গতিটা ওর সহজাত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন এবং লেংথ। এত কমবয়সি বোলারের মধ্যে যা সহজে দেখা যায় না। উইকেট পেলে উত্তেজনায় বাড়তি ছটফটানি থাকে। মায়াঙ্কের মধ্যে তা দেখলাম না। পরিণত বোলিং। জনি বেয়ারস্টোর একটা-দুইটি শট বাদ দিলে ব্যাটারদের সুযোগ দেয়নি। আর বিশ্বের প্রতি প্রান্তে দাপট দেখানো জনি বেয়ারস্টোর মতো প্লেয়ারকে যে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, তার মধ্যে স্পেশাল কিছু অবশ্যই আছে। ওকে ম্যাচের সেরা হতে দেখে ভালো লাগছে।’

কমেন্ট্রি টিমে সতীর্থ স্টিভেন স্মিথকেও সতর্ক করে দেন মায়াঙ্ককে নিয়ে। ব্রডের বিশ্বাস, দ্রুত ভারতীয় দলেও জায়গা করে নেবে। হয়তো নভেম্বরের অজি সফরেই। ব্রড বলেছেন, ‘এখনও বেশি দূরের কথা ভাবা উচিত নয়। তবে স্মিথকে এখনই মেসেজ করে দিয়েছি। যদিও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সুযোগ পায় তাহলে এখন থেকেই যেন মায়াঙ্ককে দেখে রাখে। পারথের মতো গতিময় পিচে ওকে সামলানো সহজ নয়।’

> এখনই বেশি দূরের কথা ভাবা উচিত নয়। তবে স্টিভেন স্মিথকে এখনই ম্যাসেজ করে দিয়েছি। যদিও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সুযোগ পায় তাহলে এখন থেকেই যেন মায়াঙ্ককে দেখে রাখে। পারথের মতো গতিময় পিচে ওকে সামলানো সহজ নয়।
>
> **স্টুয়ার্ট ব্রড**

ম্যাচের সেরা মায়াঙ্ক যাদবকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন প্রেরক মানকড়।

মায়াঙ্ক মায়া

- গত দুই বছর স্কোয়াডে থাকলেও মাঠে নামার সুযোগ পাননি।
- আদর্শ ক্রিকেটার ডেল স্টেইন।
- শিখর ধাওয়ানকে ১২ নম্বর ওভারের প্রথম বলটি করেন ১৫৫.৮ কিলোমিটার গতিতে।
- আইপিএল অভিষেকে গড়লেন দ্রুততম বলের নজির।
- ২৪ বলের কোটায় ১৫টিই পেরিয়ে যায় ১৪৫ কিলোমিটার।

এরচেয়ে ভালো শুরু হতে পারত না : মায়াঙ্ক

লখনউ, ৩১ মার্চ : ২০২২ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আট নম্বরে শেষ করেছিল। কিন্তু অরেঞ্জ ব্রিগেডের জার্সিতে ২২ উইকেটের সঙ্গে গতিতে ঝড় তুলে ক্রিকেটের রঙ্গমঞ্চে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছিলেন উমরান মালিক। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে কাশ্মীরি পেসারকে গত দেড় বছরে অনেকটাই ফিকে দেখিয়েছে। শনিবার অবশ্য নতুন গতির রাজার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। নাম মায়াঙ্ক যাদব।

বাবা প্রভু যাদব ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন পেসার কার্টলে অ্যামব্রোজের ভক্ত ছিলেন। ফলে ছোট থেকেই ‘গতির’ গল্পের জন্য পরিচয় রয়েছে ২১ বছরের মায়াঙ্কের। ব্যাটারের হেলমেটে বল মারার জন্য পশ্চিম দিল্লির মোতিনগরের এই ৬ ফুট ১ ইঞ্চির পেসারের আলাদা সুখ্যাতি রয়েছে। শনিবার একানা স্টেডিয়ামে লখনউ সুপার জায়েন্টসের জার্সিতে আইপিএল অভিষেকে গতিতে ঝড় তোলার সঙ্গে সঠিক লাইন লেংথে বোলিং করে মায়াঙ্ক বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে ভারতীয় পেস অ্যাটাকের নেতা হয়ে ওঠার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর।

দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিষেক ২০২২ সালে। কিন্তু হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে যাওয়ায় গত মরশুমে গোটা রনজি ট্রফি মাঠের বাইরে কাটাতে হয় ডেল স্টেইনের ভক্ত মায়াঙ্ককে। রবিবার আইপিএল অভিষেকে মায়াঙ্কের মধ্যে কোনও জড়তাই দেখা যায়নি। প্রথম বলটাই করলেন ১৪৭ কিলোমিটার গতিতে। নিজের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল মায়াঙ্কের হাত থেকে বেরোল ১৫৫.৮ কিলোমিটার গতিতে। যা চলতি আইপিএলের পাশাপাশি মেগা লিগে অভিষেকে কোনও বোলারের দ্রুততম ডেলিভারি। স্বাভাবিকভাবেই পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান বলটা বুঝতেই পারেননি। ম্যাচে মায়াঙ্ক থামলেন ৪-০-২৭-৩ বোলিং ফিগার নিয়ে। সঙ্গে ম্যাচের সেরার পুরস্কার।

শনিবারের পর মায়াঙ্কের নামটা আসমুদ্র হিমাচলের ড্রয়িংরুমে পৌঁছে গিয়েছে। গতকাল পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে ৪ হাজার ফলোয়ার ছিল। রবিবার তা বেড়ে একধাক্কায় ১৬ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে। ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের পর মায়াঙ্ক বলেছেন, ‘এরচেয়ে ভালো অভিষেক আর হতে পারত না। শুনতাম, অভিষেক ম্যাচে নার্ভাসনেস কাজ করে। কিন্তু এদিন প্রথম বল করার পর সব জড়তা কেটে গিয়েছিল। উইকেট লক্ষ্য করে বোলিং ছিল। প্রথম ওভারে গতিতে হেরফের ঘটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অধিনায়ক (নিকোলাস পুরান) এসে বলে, গতিতে ফোকাস করতে। তারপর আর দ্বিতীয় কিছু ভাবিনি। গত আমার বরাবরই পছন্দ। সেটা বল হাতে হোক বা জীবনে।’

জনি বেয়ারস্টোকে তুলে পাঞ্জাবের ১০২ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন মায়াঙ্কই। বেয়ারস্টোর উইকেটকে সেরা বেছেছেন তিনি। মায়াঙ্কের কথায়, ‘বেয়ারস্টোকে আউট করে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি। ওটা আমার আইপিএলে প্রথম উইকেট। মেগা লিগে গতবারই অভিষেকের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চোটের জন্য হয়নি।’

লোকেশ রাহুল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হওয়ায় গতকাল লখনউকে নেতৃত্ব দেন পুরান। ক্যারিবিয়ান তারকাও মেনে নিয়েছেন, আগামী কয়েক সপ্তাহে মায়াঙ্ক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন। পুরানের কথায়, ‘মায়াঙ্ক এমন বোলার যে নেটেও কখনও স্লো ডেলিভারি করে না। অনুশীলনেও মায়াঙ্ককে খেলতে সমস্যা হয়েছে। গতির সঙ্গে লাইন লেংথে নিখুঁত থাকা ওর বড় গুণ। আগামী কয়েক সপ্তাহে শুধু মায়াঙ্ককে নিয়েই আলোচনা চলবে।’

২১ রানে হারের থেকেও মায়াঙ্ককে নিয়ে বেশি শব্দ খরচ করলেন শিখর। বলেছেন, ‘মায়াঙ্কের গতিতে চমকে গিয়েছে। জানতাম ও অনভিজ্ঞ বোলার। কিন্তু মায়াঙ্ক নিজের শক্তিকে দুর্দান্ত ব্যবহার করল।’

এক ম্যাচ, মরশুমের বিস্ময় আগেও আইপিএলে এসেছে। ২১ বছরের মায়াঙ্কের নাম সেই দলে থাকবে না, এটাই চাইবে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

চলতি আইপিএলে দ্রুততম ডেলিভারি

বোলার	গতি (কিলোমিটার)	দল	প্রতিপক্ষ
মায়াঙ্ক যাদব	১৫৫.৮	লখনউ সুপার জায়েন্টস	পাঞ্জাব কিংস
নান্দ্রে বার্জার	১৫৩	রাজস্থান রয়্যালস	দিল্লি ক্যাপিটালস
জেরাল্ড কোয়েৎজে	১৫২.৩	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
আলজারি জোসেফ	১৫১.২	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	কলকাতা নাইট রাইডার্স
মাথিশা পাথিরানা	১৫০.৯	চেন্নাই সুপার কিংস	গুজরাট টাইটান্স

শাহরুখের গানের লড়াইয়ে রিঙ্কু-রাসেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চ : লুট পুট গয়া! সশরীরে তিনি নেই। কিন্তু তিনি রয়েছেন প্রবলভাবে। ইডেন গার্ডেন্স হোক বা চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম হোটেল হোক অথবা মাঝআকাশের বিমান-সর্বত্রই তিনি শাহরুখ খান হাজির।

ক্রিকেটের নন্দনকাননে কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের সময় তিনি হাজির ছিলেন। পরে ফের কবে বাজিগরকে মাঠে দেখা যাবে, এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার মধ্যে আজ দুপুরের দিকে বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে ভাইজাগ যাওয়ার পথে মাঝ আকাশে শাহরুখের ডাঙ্কি সিনেমার গান গেয়ে চমক দিলেন রিঙ্কু সিং ও আন্দ্রে রাসেল। রিঙ্কু মাঝআকাশে বিমানের মধ্যে আচমকাই গেয়ে ওঠেন শাহরুখ খানের ডাঙ্কি সিনেমার লুট পুট গয়া! শুনে পাশের সিট ছেড়ে উঠে পড়েন দ্রে রাস। সতীর্থকে মজা করে বলেছেন, ‘ওটা আমার প্রিয় গান। তুমি গাইবে না।’ রাসেলের হুংকার শোনার পর রিঙ্কু তাঁকেই গানটা গেয়ে শোনাতে বলেন। শেষ বলে ছক্কা হাঁকানোর ঢংয়ে রাসেলও দুই লাইন গান গেয়ে মাঝ আকাশে বিমানে হইচই ফেলে দেন। বাদশার জন্য ক্যারিবিয়ান কিংয়ের ভালোবাসার নিদর্শন এই প্রথম নয়। অতীতেও এমন ঘটনা হয়েছে। যা দ্রুত সোশ্যাল দুনিয়ায় ভাইরালও হয়েছে। আজও সেই একই ঘটনা।

মাঝআকাশের বিমানে রিঙ্কু-রাসেলের খুনশুটি থেকে স্পষ্ট, জোড়া জয়ের পর কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির এখন আদ্যন্ত সুখী পরিবার। যেখানে সাফল্যের তীব্র চাহিদা রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আগামীর সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার শপথও। আজ দুপুরের মধ্যেই বেঙ্গালুরু থেকে ভাইজাগ পৌঁছে যায় টিম কেকেআর। মাঠে হাজির হয়ে অনুশীলনের কোনও সুযোগ ছিল না নাইটদের। কারণ, সন্ধ্যায় ভাইজাগের এসিএভিডিসিএ স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ ছিল। আর ভাইজাগে পা রেখে টিম হোটেলে ঢুকে পড়ার পর সন্ধ্যায় ঋষভ পন্থ বনাম মহেন্দ্র সিং ধোনির লড়াইয়ের দিকে নজর ছিল শ্রেয়সদের। যেখানে পন্থ ৩২ বলে ৫১ রান করলেন।

স্টার্কের সমর্থনে ব্রড

ডেভিড ওয়ার্নার ফর্মেই ছিলেন। শেষ ম্যাচের পর আজও তিনি চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ৫২ রানের ইনিংস খেলেছেন। প্রথম দুই ম্যাচে না থাকলেও পৃথ্বী শ আজ দিল্লির হয়ে মাঠে নেমেছেন। তিনিও ২৭ বলে ৪৩ করে দলকে ভরসা দেওয়ার পাশে নাইট সংসারে চাপ বাড়িয়েছেন। ফলে বুধবার দিল্লির বিরুদ্ধে তিন নম্বর ম্যাচে মাঠে নামার আগে দলের কম্বিনেশন থেকে শুরু করে বিপক্ষ দল নিয়ে পরিকল্পনা, নানান পরিকল্পনা শুরু হয়েছে নাইটদের অন্দরে। যা আগামী কয়েকদিন ধরে চলবেও। তাছাড়া নীতীশ রানা, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা রাত পর্যন্ত নাইট শিবিরে কাটেনি। এসবের মধ্যেই দলের ২৪.৭৫ কোটির মিচেল স্টার্ককে নিয়ে চলছে দোলাচল। জোড়া ম্যাচে দল জিতলেও স্টার্ক এখনও কোনও উইকেট পাননি। প্রাক্তন ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ব্রড আজ স্টার্কের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যদিও ক্রিকেট দুনিয়ার একটা বড় অংশে স্টার্কের সমালোচনা চলছে।

ভাইজাগে টিম হোটেলে ঢোকার আগে আন্দ্রে রাসেলকে বরণ। রবিবার।

‘গোতির নাইটদের চ্যাম্পিয়নের মতো লাগছে শুরুতেই’

বলছেন রবিন উথাপ্পা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ মার্চ : ২০১৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স যখন শেষবার আইপিএল খেতাব জিতেছিল, তিনি ছিলেন দলের ওপেনার। বর্তমান মেন্টর তথা প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দীর্ঘসময় তিনি কেকেআরের হয়ে ইনিংস ওপেন করেছেন। এখন প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে ধারাভাষ্যের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে। এহেন প্রাক্তন নাইট রবিন উথাপ্পা আজ দুপুরের দিকে হাজির হয়েছিলেন এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে। যেখানে সপ্তদশ আইপিএলের সব দলই মাঠে নেমে পড়ার পর কোন দলকে কেমন লাগল তাঁর, সেকথা জানিয়েছেন স্পষ্ট করে। আর এখানেই চমক দিয়েছেন রবিন। কারণ, শুরুতে ইডেন গার্ডেন্সে ও পরে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নাইটদের জোড়া ম্যাচের দাপুটে জয় দেখে রবিনের মনে হচ্ছে, নয় বছরের ট্রফি খরা এবার কাটতেই পারে। মেন্টর গোতির (গম্ভীরের ডাকনাম) কেকেআরকে এবার শুরুতেই চ্যাম্পিয়নের মতো লাগছে উথাপ্পার। কেন এমন মনে হচ্ছে তাঁর, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। সুনীল নারায়ণ, আন্দ্রে রাসেলদের প্রথম দুই ম্যাচের পারফরমেন্স, সঙ্গে রিঙ্কু সিং, শ্রেয়স আইয়ারদের ব্যাটে ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত দেখছেন তিনি। তাই উথাপ্পার মতে, কেকেআরকে এবার রোখা যাবে না। তাঁর কথায়, ‘কোনও তুলনা করা হয়তো ঠিক নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে, শেষ কয়েক বছরের তুলনায় এবার কেকেআর দলের ভারসাম্য ভালো। সবচেয়ে বড় কথা, মেন্টর গোতির আগ্রাসী মানসিকতা প্রথম ম্যাচ থেকেই দলের খেলায় স্পষ্ট।’

অধিনায়ক ও ক্রিকেটার হিসেবে গম্ভীর কতটা আগ্রাসী মেজাজের ছিলেন, অন্য অনেকের মতো উথাপ্পা ভালো করেই সেটা জানেন। বুধবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার তিন নম্বর ম্যাচ খেলতে যেদিন বেঙ্গালুরু থেকে ভাইজ্যাগে পৌঁছে গেলেন শ্রেয়সরা, সেদিন দুপুরে রবিনের কেকেআর পর্যবেক্ষণ, ‘গোতি ক্রিকেট মাঠে আপস করতে জানে না। আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে ও। অতীতে অধিনায়ক গম্ভীরের আগ্রাসী ক্রিকেটদর্শন নাইটদের সফল করেছে। আমি নিশ্চিত, এবারও সেটা হতে পারে। কাটতে পারে ট্রফি খরা। তবে শুরুর এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে বাকি প্রতিযোগিতাতেও।’ কেকেআরের মতো রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের চেন্নাই সুপার কিংসকেও মনে ধরেছে রবিনের।

দলগত প্রয়াসেই বাজিমাত গুজরাটের

ক্লাসেনদের ঝড়ে ব্রেক লাগালেন মোহিত-রশিদরা

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-১৬২/৮
গুজরাট টাইটান্স-১৬৮/৩

আহমেদাবাদ, ৩১ মার্চ : দলে নামীদামি তারকা হাতেগোনা।

হার্দিক পান্ডিয়ার চলে যাওয়া, মহম্মদ সামির চোটে বিরাট-শূন্যতা। দলগত প্রয়াসে সেই শূন্যতাকেই ঝেড়ে ফেলে ছুটছে গুজরাট টাইটান্স। তরুণ শুভমান গিলের নেতৃত্ব স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আজ টাইটান্সদের যে টিম এফোর্টের সামনে হার মানলেন হেনরিচ ক্লাসেন-ট্রাভিস হেড-আইডেন মার্করামরা। ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ২০৪। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচে ২৭৭ রানের ইতিহাস। এদিন সেই বিস্ফোরক সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটিংকে বোতলবন্দি করে ফেলেন গুজরাট বোলাররা। মোহিত শর্মা সুইংয়ের সঙ্গে আফগান-ত্রয়ী রশিদ খান, নুর আহমদ, আজমাতুল্লাহ ওমরজাইদের সংগতে দেখা যায়নি হেড, ক্লাসেন ঝড়।

জয়ের সরণিতে ফেরার পর বিজয় শংকর ও ডেভিড মিলার। আহমেদাবাদে।

বাংলার শাহবাজ আহমেদ (২২), আবদুল সামাদ (২৯) শেষদিকে না টানলে ১৬২/৮ স্কোরেও পৌঁছোয় না হায়দরাবাদ ইনিংস। বোলারদের যে প্রয়াস ব্যর্থ হতে দেননি গুজরাটের ব্যাটাররা। শুরুটা ঋদ্ধিমান সাহা (১৩ বলে ২৫), শুভমানের (২৮ বলে ৩৬) ওপেনিং জুটির হাত ধরে। শেষে বি সাই সুদর্শন (৪৫), ডেভিড মিলাররা (অপরাজিত ৪৪) যে মেজাজ বজায় রেখে সাত উইকেটে হায়দরাবাদ-বধ সেরে নেন। ২০তম ওভারের প্রথম বল গ্যালারিতে ফেলে জয়কে রঙিন করে দেন কিলার-মিলার। ১৬২ রানের পুঁজি নিয়ে দাগ কাটতে ব্যর্থ প্যাট কামিন্স, ভুবনেশ্বর কুমাররা।

শুরুতে কয়েকটা উইকেট দরকার ছিল। যদিও পাওয়ার প্লে-তে ঋদ্ধির মারমুখী ছোট ইনিংস ভুবিদের লাইন-লেংথ বিগড়ে দিয়ে যায়। জোড়া ছক্কা হাঁকান জয়দেব উনাদকাত, শাহবাজকে। রেহাই পাননি ভুবিও। টেম্পোটা বাকি ইনিংসে নষ্ট হতে দেননি মিলার, গিল, সুদর্শনরা। নিটফল, তিন ম্যাচে দ্বিতীয় জয়। চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে বড় হারের পর হোম ম্যাচে জয়ে ফেরা গত দুইবারের ফাইনালিস্টরা। সমসংখ্যক ম্যাচে একটা জয় হায়দরাবাদের।

টসে জিতে ব্যাটিং নেন কামিন্স। বড় স্কোরের কথাও শোনান। যদিও কিছুটা মন্থর গতির বাইশ গজে ‘ক্রিজে নেমেই চালানো’ থিয়োরি কাজে আসেনি। উলটে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট হারিয়ে ইনিংসের গতিতে ব্রেক লেগে যায়। কৃতিত্বটা গিলের বোলিং ব্রিগেডের। মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে (১৬) ফেরান ওমরজাই। বিপজ্জনক হেড (১৯) তরুণ বাঁহাতি আফগান স্পিনার নুরের শিকার। সবে শুরু আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে নুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

রশিদের (৩২/১) সঙ্গে আজ নুরের (৩৩/১) স্পিন-যুগলবন্দি, ম্যাচের সেরা মোহিত শর্মা (২৫/৩), উমেশ যাদবদের (২৮/১) পরিণত পেস বোলিংয়ের উত্তর ছিল না ক্লাসেন (২৪), মার্করামদের (১৭) কাছে। সানরাইজার্সকে ১৬২/৮-এ থামিয়ে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করে নেন গুজরাট। ছবিটা আর বদলায়নি।

কামিন্স বলেছেন, ‘ওরা খুব ভালো বোলিং করেছে। আমরা ১০-১৫ রান কম করেছি। ইনিংসে কোনও হাফ সেঞ্চুরিও নেই, যা তফাত হয়ে যায়।’ শুভমান বলেন, ‘দুটি হোম ম্যাচেই জিতলাম। রশিদভাই ওয়ার্ল্ডক্লাস। নুর, দর্শন নালকান্ডেও দুর্দান্ত বল করল। এই উইকেটকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, জানে মোহিত। ইয়র্কার-স্লোয়ারের দারুণ মিশ্রণ ঘটাল। ১৭০-এর নীচে আটকে রাখা কৃতিত্বের। সাই দারুণ ইনিংস খেলল। ঋদ্ধিভাই নিজের দায়িত্ব চেনা মেজাজেই সামলাল। আসলে দলের সবাই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।’

শুভেচ্ছা
জন্মদিন
☺ Another year of making memories. Happy birthday, Pagli. - Saurav.

মৃত্যুঞ্জয়ী পন্থে জাগল দিল্লি

জলে গেল ১৬ বলের ধোনি ধামাকা

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯১/৫
চেন্নাই সুপার কিংস-১৭১/৬

ম্যাচ শেষে শিষ্য ঋষভ পন্থের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনি। রবিবার।

ভাইজাগ, ৩১ মার্চ : তখন ১৬.১ ওভার। মুকেশ কুমারের (২১/৩) বলে শিবম দুবে আউট হয়ে ফিরতেই ওয়াইএস রাজশেখর রেড্ডি এসিএ-ভিডিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্যালারি জুড়ে হলুদ ঢেউ খেলে গেল। দর্শকদের কারও হাতে ধরা ব্যানারে লেখা, 'মাহি তুমি সারাজীবন আমাদের অধিনায়ক থাকবে', '৪২ বছরেও তুমি চিরতরুণ'। যা কিনা বিপক্ষ দিল্লি ক্যাপিটালসের দ্বিতীয় ঘর। উপলক্ষ্য, চলতি আইপিএলে প্রথমবার ব্যাট হাতে বাইশ গজে চলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ১৬ বলে অপরাজিত ৩৭ রানের ইনিংসের পথে আনরিচ নর্তজেকে হাঁকানো জোড়া ছক্কায় ভিন্টেজ ধোনি দর্শনের সুযোগ মিললেও চেন্নাই সুপার কিংসের চলতি আইপিএলে তৃতীয় জয়ের স্টেশনে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। লক্ষ্যের ২০ ধাপ আগে চেন্নাই আটকে যায় ১৭১/৬ স্কোরে। ম্যাচটা অবশ্য ধোনির মাঠে প্রবেশের আগেই দিল্লির দিকে ঢলে পড়েছিল। ২৩ বলে ৭২ রানের সমীকরণ মেলানো 'ক্যাপ্টেন কুলের' পক্ষেও সহজ ছিল না। তবে মিলে গেল বিপক্ষ শিবিরের অধিনায়ক শিষ্য ঋষভ পন্থের আলিঙ্গন। আর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর তো পৃথ্বী শ, মুকেশ, ঋষভদের নিয়ে জমে গেল ধোনির পাঠশালা।

২০১৯ সালের পর আবার ভাইজাগে ফিরল আইপিএল। মাঠে নামার প্রতীক্ষায় ছিলেন পৃথ্বীও। গত দুই ম্যাচে জায়গা হয়নি। রবিবার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে চলতি আইপিএলে প্রথমবার দেখা গেল তাঁকে। ২৭ বলে ৪৩ রানের আক্রমণাত্মক ইনিংসে পৃথ্বীর ব্যাটে চেনা ঝলক দেখা গেল। তবে জোড়া হারের ধাক্কায় বিধ্বস্ত দিল্লিকে জাগানোর দায়িত্ব নিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী পন্থ (৩২ বলে ৫১)।

পৃথ্বী ও ডেভিড ওয়ার্নারের (৩৫ বলে ৫২) ওপেনিং জুটি পাওয়ার প্লে-তে ৬২ তোলার পর ৯ ওভারে ৯১ রানে পৌঁছে যায়। ওয়ার্নার প্রথম থেকে 'হিট দ্য বল' থিয়োরিতে চলে গেলেও শুরুটা দেখেশুনে করেন পৃথ্বী। ষষ্ঠ ওভারে মুস্তাফিজুর রহমানের (৪৭/১) থেকে ২০ রান নিয়ে গিয়ার বদলান তিনি। যার মধ্যে রয়েছে টানা তিনটি চার। ওয়ার্নারকে ফিরিয়ে ফিজই প্রথম ব্রেক থ্রু দেন।

এরপর পৃথ্বীও বেশিক্ষণ টেকেননি। রবীন্দ্র জাদেজার (৪৩/১) বলে ধোনির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন পৃথ্বী। যা টি২০ ক্রিকেটে প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে ৩০০ শিকার মাহির। এখান থেকেই হোঁচট খায় দিল্লি। ১৫ নম্বর ওভারে মিচেল মার্শ ও ট্রিস্টান স্টাবসকে ফিরিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন মাথিশা পাথিরানা (৩১/৩)।

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পন্থ। এদিন হঠাৎ থমকে যাওয়া দিল্লি ইনিংসকে জাগিয়ে তুললেন ঋষভ। উলটোদিক থেকে বিশেষ সাহায্য না পেলেও পন্থ দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯তম ওভারে ঋষভের জোড়া চার ও একটি ছয় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। যদিও সেই ওভারেই পাথিরানার শিকার হন তিনি। দিল্লি ৫ উইকেটে ১৯১ রান তোলে।

জবাবে শুরুটা ভালো না হলেও আজিঙ্কা রাহানে (৪৫) ও ড্যারিল মিচেল (৩৪) চেন্নাইকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু মুকেশ ১৪ নম্বর ওভারে পরপর রাহানে ও সমীর রিজভিকে (০) ফিরিয়ে ফের ব্যাকফুটে ঠেলে দেন তাদের। যেখান থেকে তাদের বের করে আনতে পারেননি খোদ ধোনিও। তবে প্রতিযোগিতায় দিল্লির প্রথম জয়ের দিনে স্লো ওভার রেটের জন্য পন্থকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হচ্ছে।

স্টিমাককে নিয়ে চুক্তির শর্তে চাপে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চ : ইগর স্টিমাকের চুক্তির শর্তাবলিতেই সম্ভবত আটকে গেলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারা।

গত অক্টোবরে নতুন করে দুই বছরের চুক্তি হয় স্টিমাকের সঙ্গে। ভারতের হেড কোচ হিসাবে আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত নতুন চুক্তি অনুযায়ী তিনি থাকতে পারবেন। ফেডারেশনের কোচ নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মে আছে কাউকে বরখাস্ত করা হলে তিন মাসের বেতন ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু স্টিমাকের ক্ষেত্রে শর্তাবলি অন্যরকম বলে খবর। তাঁকে বিতাড়িত করলে বড় অঙ্কের টাকা দিতে হবে বলেই এখন চিন্তায় ফেডারেশন কর্তারা। নতুন চুক্তি অনুযায়ী তিনি নিজে পদত্যাগ না করলে স্টিমাককে পুরো ২০২৬ পর্যন্ত পুরো বেতন দিয়েই বিতাড়িত করতে হবে। শুরুতে তাঁরা ভাবেন, ২৫ লক্ষ করে তিন মাসের বেতনই হবে ক্ষতিপূরণ। কিন্তু নতুন শর্তাবলি দেখে এখন মাথায় হাত এআইএফএফ কর্তাদের।

তাই আপাতত বিষয়টি সম্ভবত ধামাচাপা পড়তে চলেছে। কারণ স্টিমাককে এখন সরিয়ে দিলে ৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনিতেই এই নতুন কমিটি এসে আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট বেকায়দায়। ফলে এই টাকার দায় ফেডারেশন এখন নেওয়ার জায়গাতেও নেই। আর ক্ষতিপূরণ না দিলে স্টিমাক যদি ফিফার দ্বারস্থ হন, তাহলে আরও ঝামেলায় পড়বে এআইএফএফ। তাই জুনে ভারত যদি শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে না উঠতে পারে তাহলে স্টিমাক নিজেই ছেড়ে চলে যাবেন বলে আগেই জানিয়েছেন। সেই অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই এখন ফেডারেশনের।

অলন্সোদের আগাম শুভেচ্ছা টুচেলের

মিউনিখ ও লেভারকুসেন, ৩১ মার্চ : শনিবার বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে ০-২ গোলে হেরে বুন্দেশলিগা জেতার সম্ভাবনা প্রায় শেষ বায়ার্ন মিউনিখের। যা নিজেই জানান কোচ টমাস টুচেল। কারণ সেদিনই হফেনহাইমকে ২-১ গোলে হারিয়ে চলতি মরশুমে টানা ৩৯ ম্যাচ অপরাজিত রইল লেভারকুসেন। লিগ তালিকায় ২৭ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে প্রথমবার বুন্দেশলিগা জয়ের ইতিহাস গড়ার দোরগোড়ায় জাভি অলন্সোর দল। বাকি ৭টির মধ্যে ৩টিতে জিতলেই খেতাব নিশ্চিত করবে লেভারকুসেন। পরিসংখ্যানের নিরিখে সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে খেতাব লেভারকুসেনই জিতবে। এমনটা জানিয়ে টুচেল বলেন, 'এদিনের হারের পর পয়েন্ট হিসাব করে লাভ নেই। আমরা যেন কত পয়েন্টে আছি? লেভারকুসেনকে অভিনন্দন।'

রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিক

রিয়াধ, ৩১ মার্চ : কে বলবে পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডোর বয়স এখন ৩৯। অন্তত তাঁর পারফরমেন্স দেখে তা মনেই হচ্ছে না। দলের লিগ জেতাটা কঠিন হলেও ২৬ গোল করে ইতিমধ্যে সৌদি প্রো লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনিই। শনিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে আল তাইকে ৫-১ গোলে হারাল তাঁর দল আল নাসের। দ্বিতীয়ার্ধে হ্যাটট্রিক করলেন রোনাল্ডো। এটি তাঁর ৬৪তম হ্যাটট্রিক। প্রথমার্ধে ওটাভিও এবং আবদুলরহমান ঘরীবের গোলে ২-১ গোলে লিড নিয়েছিল নাসের। ৬৪ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের প্রথম গোলটি করেন রোনাল্ডো। ৬৭ ও ৮৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন তিনি।

জেতালেন রাফিনহা

মাদ্রিদ, ৩১ মার্চ : রিয়াল মাদ্রিদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে বার্সেলোনা। লা লিগার ম্যাচে শনিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ১-০ গোলে তারা হারায় লা পামাসকে। এই নিয়ে গত নয়টি লিগ ম্যাচে অপরাজিত জাভি হার্নান্ডেজের ছেলেরা। এদিন ম্যাচের ২৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন লা পামাসের গোলরক্ষক আলভারো। ফলে বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় তাদের। কিন্তু এরপরেও রবার্ট লেওয়ানডস্কিদের সুযোগ নষ্টের বহরে গোলসংখ্যা বাড়াতে ব্যর্থ কাতালান দলটি। ৫৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রাফিনহা।

আট ম্যাচ পর হার বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(কাউকো ও দিমিত্রি-পেনাল্টি)
চেন্নাইয়ান এফসি-৩
(জর্ডন, রায়ান ও ইরফান)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

হারের পর হতাশ আর্মান্দো সাদিকু, হেক্টর ইউসতেরা। ছবি : ডি মণ্ডল

কলকাতা, ৩১ মার্চ : আট ম্যাচ পর হার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তাও আবার লিগ তালিকার শেষদিকে থাকা চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে। এই জয়ের ফলে সমসংখ্যক ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ১১ নম্বরে ঠেলে দিয়ে ওয়েন কোয়েলের দল উঠে এল নয় নম্বরে।

৯৭ মিনিটে বিশ্রিভাবে গোল ছেড়ে উঠে এসে ডোবালেন টানা ভালো খেলা বিশাল কেইথ। মাঝমাঠ থেকে আয়ুষ অধিকারীর থ্রু ধরে দুর্দান্ত টেনে নিয়ে গিয়ে গোল ইরফান ইয়াডওয়াডের। তাঁকে আটকাতে উঠে এসে ফসকালেন বিশাল। অসুস্থতার জন্য শুধু সাংবাদিক সম্মেলন নয়, ম্যাচেও থাকতে পারেননি আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। হেড কোচবিহীন মোহনবাগান এদিন শুরু থেকেই ছন্দহীন। কিছুতেই যেন বিরতিতে যাওয়ার আগের সেই আগ্রাসী মনোভাব নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেননি দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জনি কাউকোরা। ফলে প্রথমার্ধেই বারকয়েক যথেষ্ট ভালো আক্রমণ চেন্নাইয়ানের। ১৬ মিনিটে রাফায়েল ক্রিভেলারোর ফ্রি কিক থেকে দুর্দান্ত হেড ছিল জর্ডন মারের। অল্পের জন্য বল বাইরে যায়। ভিন্সি ব্যারেটো এদিন রীতিমতো চাপে রাখেন বাগান ডিফেন্সকে। প্রথমার্ধে গোল না হলেও ৭২ মিনিটে তাঁর থ্রু থেকেই জর্ডন দুরন্ত গোল করলেন দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে। ৭৮ মিনিটে ছোট বক্সের মধ্যে থেকেও নেওয়া তাঁর হেড গোলে ঢোকার মুখে শরীর দিয়ে বল বারের উপর দিয়ে বিশাল যেটা বাঁচালেন সেটার দাম থাকল না কর্নার থেকে গোলটা খেয়ে যাওয়ায়। ক্রিভেলারোর কর্নারে হেড করেন রায়ান ক্রিস্টোফারের।

ম্যাচের প্রথম গোল ২৯ মিনিটে অবশ্য মোহনবাগানেরই। বাঁদিকে লিস্টন কোলাসো যেভাবে দুইবার ডানদিক-বাঁদিক করে কাটালেন ভিন্সিকে তখনই গোলের রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। তাঁর মাপা মাইনাস ধরে বক্সের ঠিক মাঝামাঝি থাকা কাউকোর ডান পায়ের শটে দেবজিৎ মজুমদারকে হার মানাতে সমস্যা হয়নি। চোট সারিয়ে ফেরার পর নিজের আট নম্বর ম্যাচে প্রথম গোল পেলেন এই ফিনিস তারকা। কিন্তু তিনি এদিন এত খারাপ খেললেন যে তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন ম্যানুয়েল পেরেরা। কাউকোর মতো ফুটবলার এদিন অন্তত বার পাঁচেক মিস পাস করলেন। একইসঙ্গে দিমিত্রিকেও নিষ্প্রভ লেগেছে। আর আর্মান্দো সাদিকুকে তো ৭২ মিনিটে একটা দুর্দান্ত দূরপাল্লার শট ছাড়া সেভাবে দেখা যায়নি। ৪৩ ও ৪৪ মিনিটে পরপর জনির এবং লিস্টনের সুযোগ ছিল ব্যবধান বাড়ানোর। দুইজনের শটই প্রতিহত হয়। ৯২ মিনিটে সাদিকুকে বক্সে ধাক্কা মারায় মোহনবাগান যখন পেনাল্টি পায় তখন মনে হচ্ছিল অন্তত ম্যাচটা ড্র রেখে ফিরবেন মনবীর সিংরা। দিমিত্রির গোলটা ধরে রাখতে পারলেন না আনোয়ার আলিরা খারাপ ডিফেন্ডিংয়ের জন্য। শেষদিকে মনবীর, জেসন কামিন্স ও শুভাশিস বসুর হেড সেভ মোহনবাগানেরই প্রাক্তনী দেবজিতের। গোল করে ও করিয়ে ম্যাচের সেরা হলেন জর্ডন। ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান সেই দ্বিতীয় স্থানেই থেকে গেল।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : বিশাল, আনোয়ার, ইউসতে, শুভাশিস, মনবীর, অভিষেক, টাংরি (থাপা), লিস্টন (কিয়ান), কাউকো (কামিন্স), দিমিত্রিস ও সাদিকু।

> আমি বুড়ো হয়ে যাইনি বা ফুরিয়ে যাইনি, এটা কারোর কাছে প্রমাণ করার ছিল না। কিন্তু নিজেদের জন্যই আমাদের ভালো খেলতে হতো। সেটাই করার চেষ্টা করেছি। মনবীর সিংয়ের প্রচেষ্টা বাঁ হাত দিয়ে আটকানো আমার এদিনের সেরা সেভ।
>
> দেবজিৎ মজুমদার

জোড়া সাফল্যে ফুটছে রাজস্থান

বিতর্ক ভুলে জয়ের আশায় হার্দিকরা

হাসিমুখে রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে চলেছেন রোহিত, বুমরাহরা।

মুম্বই, ৩১ মার্চ : অদ্ভুত পরিস্থিতি। জোড়া হারে শুরুতেই অগোছালো মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচ। চলতি লিগে প্রথমবার ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলার সুযোগ। হোম-অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে টানা হারে ব্রেক লাগানোর হাতছানি। যদিও ম্যাচের আগে আরবসাগরের তীরেও হটকেকের মতো বিকোচ্ছে রোহিত শর্মা-হার্দিক পান্ডিয়া বিতর্ক। আহমেদাবাদ ও হায়দরাবাদ-গত দুই ম্যাচে দর্শকদের বিদ্রুপের শিকার অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। আশঙ্কা ঘরের মাঠে বিদ্রুপের বহর বাড়বে। যা আটকাতে কড়া পদক্ষেপ করার খবর ভাসছে। প্রয়োজনে 'বেয়াড়া' দর্শকদের নাকি মাঠ থেকেও বের করে দেওয়া হবে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন যদিও এদিন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সব গুজব। এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আসলে প্রতিপক্ষ নয়, সাজঘরে সম্প্রীতি ফেরানোই আপাতত পয়লা নম্বর টার্গেট মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। আগামীকাল 'এপ্রিল ফুলের' দিনে সবাইকে বোকা বানিয়ে হার্দিক-রোহিত 'সৌহার্দ্যের' ছবি দেখানোর চেষ্টাও দেখা যেতে পারে।

মুম্বই যখন চাপে, তখন কালকের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস জোড়া জয়ে টগবগিয়ে ফুটছে। শক্তিশালী ব্যাটিং, বোলিং, একাধিক ম্যাচ উইনারের উপস্থিতি সম্পদ সঞ্জু স্যামসনদের। প্রথম ম্যাচে সঞ্জু, গত ম্যাচে রিয়ান পরাগ বৈতরণি পার করে দিয়েছে। যশস্বী জয়সওয়াল, জস বাটলারদের 'জোশ' ফিরলে, মুম্বই বোলারদের জন্য আরও একটা দুঃস্বপ্নের রাত অপেক্ষা করতেই পারে। হায়দরাবাদ-ম্যাচে ২৭৭-র দগদগে ঘা এখনও টাটকা। হোমম্যাচেও যে ভূত তাড়া করবে। জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে হার্দিকের অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজিতে বিষম খাচ্ছেন প্রাক্তনরাও। আগামীকাল? হার্দিক নিজেকে কতটা বদলাবেন, কতটা বদল ঘটবে মুম্বইয়ের উত্তর সময়ের হাতে।

নেতৃত্ব থেকে সরালেও 'লিডার' রোহিতের বিকল্প নেই। তা ব্যাট হাতে হোক বা মগজাস্ত্র। গত দুই ম্যাচে বড় স্কোর না পেলেও ভালো শুরুর প্রয়াস ছিল হিটম্যানের। দমবন্ধ পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে ঈশান কিষানের একটা ঝোড়ো ইনিংস। ক্ষণস্থায়ী হলেও ২৭৭ তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-তে যে ঝলক দেখাও গিয়েছিল ঈশান কিষানের ব্যাটে।

ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, টিম ডেভিড, তিলক ভার্মারা আছেন। কিন্তু রোহিত, ঈশান ম্যাজিক দরকার। সেক্ষেত্রে রোহিতদের মূল বাঁধা ট্রেন্ট বোল্টের ওপেনিং স্পেলে উইকেট নেওয়ার অভ্যাস। হার্দিকের অলরাউন্ডার দক্ষতার বিচ্ছুরণ ঘটাও জরুরি। তবে যুযবেন্দ্র চাহাল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা সেই সুযোগ কতটা দেবেন বলা মুশকিল। তার ওপর সূর্যকুমার যাদবের জন্য প্রতীক্ষা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে।

অতীতে ঢুঁ মারলে, মুম্বই-রাজস্থান ম্যাচে বরাবর উত্তেজক টক্করের হাতছানি। হোম হোক বা অ্যাওয়ে— ছবিটা বদলায়নি। আগামীকাল একঝাঁক ফাঁকফোকর দূর করে হোম অ্যাডভান্টেজ হার্দিক ব্রিগেড কতটা নিতে পারে, সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম **রাজস্থান রয়্যালস**

স্থান : মুম্বই
খেলা শুরু : সন্ধে ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

শ্রীনিধির জয়ে অপেক্ষা বাড়ল, চাপ নয় : দীপেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চ : প্রথমবার আই লিগ জয় ও আইএসএলের ছাড়পত্র পেতে ৬ এপ্রিল শিলং লাজং এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকরা।

রবিবার রাজস্থান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে শ্রীনিধি ডেকান এফসি হারলে দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত মহমেডান। কিন্তু সেই ম্যাচে ৬-১ গোলে জিতে শ্রীনিধি যেন বার্তা দিল 'দৌড়ে আমরাও আছি'। কারণ ২২ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সাদা-কালো ব্রিগেড। ২১ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হায়দরাবাদি দলটি। বাকি ৩টি ম্যাচ জিতলে তারা ৫২ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে। তবে শেষ দুটির মধ্যে অন্তত একটি ম্যাচ জিতলেই হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার সুবাদে খেতাব নিশ্চিত করবেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা।

চোটের কারণে শিলং ম্যাচেও রেমসাঙ্গার খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। সেইসঙ্গে শ্রীনিধির বড় জয় কি দলের ওপর চাপ বাড়াবে? মহমেডানের ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাসের স্পষ্ট জবাব, 'শ্রীনিধির জয়টা প্রত্যাশিত। তবে এতে চাপ বাড়ল না। অপেক্ষা বাড়ল। একটা ম্যাচ জিতলেই তো আমরা চ্যাম্পিয়ন।' ১৩ এপ্রিল দিল্লি এফসি-র বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটি কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজন নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আশ্বস্ত করেন বলে জানান মহমেডান সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু।

পাহাড়ে শ্রীলঙ্কা

চট্টগ্রাম, ৩১ মার্চ : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে রানের পাহাড় তুলল শ্রীলঙ্কা। সৌজন্যে কামিন্দু মেন্ডিস, ধনঞ্জয় ডি সিলভা (৭০)। শনিবার অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেছিলেন কুশল মেন্ডিস (৯৩)। এদিন ৯২ রানে অপরাজিত থাকলেন কামিন্দু। কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য বেঁচে রইলেন না শ্রীলঙ্কার কোনও ব্যাটার। রবিবার শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে ৫৩১ রানে অল আউট হয়। বাংলাদেশের হয়ে ৩ উইকেট নেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। দিনের শেষে বাংলাদেশের স্কোর ৫৫/১। ক্রিজে জাকির হাসান (২৮) ও তাইজুল ইসলাম (০)।

মায়ামি জয়ে নয়া ইতিহাস বোপান্নার

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ : মায়ামি ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে অজি পার্টনার ম্যাথু এবডেনকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন রোহন বোপান্না। ফাইনালে ৬-৭ (৩/৭), ৬-৩, ১০-৬ গেমে তাঁরা হারালেন ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিচ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিন ক্রাইসেককে। সেইসঙ্গে সবচেয়ে বেশি বয়সে এটিপি ১০০০ খেতাব জেতার রেকর্ড গড়েছেন বোপান্না। অবশ্য এই নজির তাঁর দখলেই ছিল। গতবছর ইন্ডিয়ান ওয়েলস খেতাব জয়ের সুবাদে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। বছরের শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ডাবলস র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছিলেন বোপান্না। সেইস্থান সাময়িকভাবে হাতছাড়া হলেও মায়ামি ওপেন জিতে পুনরায় শীর্ষে পৌঁছেছেন তিনি। এটি বোপান্নার ষষ্ঠ মাস্টার্স খেতাব। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারতীয় টেনিস তারকা বলেছেন, 'আমরা বড় প্রতিযোগিতাগুলিতে ভালো রেজাল্ট করছি। এই পারফরমেন্স মাস্টার্স ১০০০ ও গ্র্যান্ড স্ল্যামেও বজায় রাখতে চাই।'

আটকাল সিটি, শীর্ষে লিভারপুল

লন্ডন, ৩১ মার্চ : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার বিকেলে অ্যানফিল্ডে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনকে ২-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছিল লিভারপুল। রাতে আর্সেনালের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির গোলশূন্য ড্র করায় শীর্ষেই থাকল জুরগেন ক্লপ ব্রিগেড। ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। সমসংখ্যক ম্যাচে আর্সেনাল ও সিটির পয়েন্ট যথাক্রমে ৬৫ ও ৬৪। স্বাভাবিকভাবেই চ্যাম্পিয়নশিপের ত্রিমুখী লড়াই আরও জমে গেল। এদিন এতিহাদ স্টেডিয়ামে মূলত ডিফেন্স অটুট রেখে সিটিজেনদের আটকে দিল মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। লিভারপুলের বিরুদ্ধে ব্রাইটনকে এগিয়ে দেন ড্যানি ওয়েলবেক। তবে ২৭ মিনিটে অল রেডসকে সমতায় ফেরান লুইস দিয়াজ। ৬৫ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহের থেকে।

পাক নেতৃত্বে ফিরলেন বাবর

লাহোর, ৩১ মার্চ : জল্পনা ছিলই। রবিবার তাতে সিলমোহর দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ফের অধিনায়কত্বের ব্যাটন উঠল বাবর আজমের হাতে। ওডিআই বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জেরে অধিনায়কের পদ থেকে যাঁকে সরানো হয়েছিল, মাত্র ৪ মাস পর টি২০ বিশ্বকাপে সাফল্যের সন্ধানে ফের তাঁকেই দায়িত্বে ফেরাল বোর্ড।

তবে এবার সব ফর্ম্যাটে নয়, কেবল সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করবেন বাবর। টেস্টে শান মাসুদের ওপরই আস্থা রাখছে পিসিবি। এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে পিসিবি সরকারিভাবে জানায়, 'পিসিবি নির্বাচকমণ্ডলীর সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান মহসিন নকভি বাবরকে সাদা বলের ক্রিকেটে (ওডিআই ও টি২০) পাকিস্তানের পুরুষ দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন।'

নভেম্বর মাসে বিশ্বকাপের পর টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে মাসুদ ও টি২০-তে শাহিন শা আফ্রিদিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রথমবার শাহিনের নেতৃত্বে জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে পাকিস্তান ৫ ম্যাচের সিরিজ ১-৪ ফলে হারে। তাছাড়া পাকিস্তান সুপার লিগেও ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হন ২৩ বছরের পেসার। লাহোর কালান্দার্সের নেতৃত্ব সামলে ১০ ম্যাচে ১টি জয়ে লাস্ট বয় হয় শাহিনের দল।

তরাইয়ের অ্যাথলেটিক্সে মালদা, রায়গঞ্জের প্রতিযোগীরা

তরাইয়ের অ্যাথলেটিক্সের সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টার প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করেছিল রাজ্য অ্যাথলেটিক্সের আগে নিজেদের শিক্ষার্থীদের মেপে নেওয়ার জন্য। সুযোগটা নিতে রায়গঞ্জ, মালদা, আলিপুরদুয়ার, জয়গাঁ থেকে অ্যাথলিটরা চলে এসেছিল তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যাপীঠের মাঠে। রবিবার সকাল ৯টায় প্রতিযোগিতা শুরুর সময় রাখায় তাদের অনেককেই চলে আসতে হয় আগেরদিন। নিজেদের খরচেই তারা রাতটা কাটিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিল। ক্লান্তি স্বাভাবিক। তাই প্রতিযোগিতার অবসরে অনেককেই দেখা গেল একটু ছায়া দেখে কাগজ পেতে জিরিয়ে নিতে।

ছবিটাই বলে দিচ্ছে উত্তরবঙ্গের অ্যাথলেটিক্সের বর্তমান চিত্রটা। পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতার অভাবে অ্যাথলিটরা নিজেদের যাচাইয়ের খুব বেশি সুযোগ পাচ্ছেন না। তরাই সেন্টারের কোচ কার্তিক পালও উত্তরবঙ্গের কোচিং ক্যাম্পগুলির কাছে আবেদন রেখেছেন, বেশি সংখ্যায় প্রতিযোগিতা আয়োজনের। বলেছেন, 'আমাদের প্রতিযোগিতায় আটটি বয়স বিভাগ মিলিয়ে ৬৪ ইভেন্টে ৪৭৮ প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। সারা বছর অনুশীলন করালেই হবে না। প্রস্তুতির সঠিক মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের প্রতিযোগিতার এবার ১৬ বছর। এখানে খেলেই পূজা প্রামাণিক রেস ওয়াকিংয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছে। গত বছর রাজ্য আসর থেকে শট পাট ও ডিসকাস থ্রোয়ে সোনা এনেছে বিক্রম বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গের বাকি কোচিং ক্যাম্পের কাছেও আমার আবেদন প্রতিযোগিতা আয়োজনের।'

একইসঙ্গে তরাইয়ের প্রতিযোগিতা আয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের। কার্তিক বলেছেন, 'ঘোষ ও বসু পরিবার তাদের বাবা-মায়ের স্মৃতিতে প্রতিযোগিতার সব পুরস্কারের ব্যয় বহন করেছে। ২০০৮ সাল থেকেই তরাই স্কুল বিনা খরচে ওদের মাঠ ব্যবহার করতে দিচ্ছে। এসব সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে এই দায়িত্বপালন সম্ভব হত না।'

এদিনের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়নরা- সুনীত রায় ও লিপিকা রায় (সিনিয়ার), জাকির আলি ও মল্লিকা বেগম (অনূর্ধ্ব-১৮), গৌরব দাস অধিকারী ও নিকিতা বড়াই (অনূর্ধ্ব-১৬), শানু রায় ও দিয়া প্রসাদ (অনূর্ধ্ব-১৪), শুভম সিংহ ও রীতিকা রাজবংশী (অনূর্ধ্ব-১২), সায়ন সরকার ও দিঘি রায় (অনূর্ধ্ব-১০), অনুষ পাল ও জানভি সিংহ (অনূর্ধ্ব-৮) এবং সুমন ঘোষ ও রূপসা সরকার (অনূর্ধ্ব-৬)। সকালে শিলিগুড়ির পাঁচ প্রাক্তন খেলোয়াড় পরিমল রায়চৌধুরী, তৃপ্তি চক্রবর্তী, পরিতোষ ভৌমিক, তপন সেনগুপ্ত ও সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আসানসোল-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আসানসোল - এর এক বাসিন্দা এমডি শরিফ - কে 07.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 37C 18365 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির সাহায্যে প্রতিনিয়ত কোটিপতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এটি আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত উপায়। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি এবং এটি সফল হয়েছে। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জিতে আমি খুবই গর্বিত বোধ করি। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ এই সমাজে আমাকে একটি ভাল জীবনযাপনের পথ তৈরি করে দেবে।" ডিয়ার লটারির ড্র লাইভ দেখানো হয়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in